চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 41 Tuesday, 10 January, 2023 ❋ ২৮ বর্ষ, ৪১ সংখ্যা ❋ ২৫ পৌষ, ১৪২৯, মঙ্গলবার, ১০ জানুয়ারি, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

অনুব্রতর চিন্তা কমছেই না, ফের পিছোল মামলার শুনানি!

নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারিঃ দিল্লি হাইকোর্টে পিছিয়ে গেল অনুব্রত মণ্ডল মামলার শুনানি। একই বিষয়ক মামলা অন্য এজলাসে বিচারাধীন থাকায় বিচারপতি অনুপ জয়রাম ভচম্বানি মামলা ফেরত পাঠালেন প্রধান বিচারপতির কাছে। সেক্ষেত্রে আগামী পরশু, বুধবার এই মামলা শুনানি হতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অনুব্রত মণ্ডলকে দিল্লিতে নিয়ে গিয়ে ইডি জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে- রউজ অ্যাভিনিউ আদালতের এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দিল্লি হাইকোর্টে মামলা করেছিলেন অনুব্রত।মামলার শুনানি হওয়ার কথা ছিল বিচারপতি দীনেশ কুমার শর্মার এজলাসে। বিচারপতি অনুপস্থিত থাকায় মামলাটি পাঠানো হয় বিচারপতি অমিত শর্মা এজলাসে। আর এরই মধ্যে অনুব্রত মণ্ডলের তরফে আরও একটি আবেদন জানানো হয় দিল্লি হাইকোর্টে। তাতে বলা হয় ইডি তাকে গ্রেফতার করলেও গ্রেফতারির কারণ জানানো হয়নি। এই মামলাটি বিচারপতি অনুপ জয়রাম ভম্বানির এলেও একই বিষয়ক মামলা অন্য এজলাসে থাকায়

বিচারপতি শুনতে চাননি। এই মামলার শুনানি হবে বুধবার। এদিনই দিল্লি হাইকোর্টে ফের নতুন মামলা দায়ের করেছেন অনুব্রত মণ্ডল। মামলার আবেদনে বলা হয়েছে- ইডি তাঁকে গ্রেফতার করলেও এখনো পর্যন্ত জানানো হয়নি কি কারনে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে। দিল্লি হাইকোর্টে পিছিয়ে গেল অনুব্রত মণ্ডল মামলার শুনানি। একই বিষয়ক মামলা অন্য এজলাসে বিচারাধীন থাকায় বিচারপতি অনুপ জয়রাম ভম্বানি মামলা ফেরত পাঠালেন প্রধান বিচারপতির কাছে। আগামী পরশু, বুধবার এই মামলা শুনানি হতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অনুব্রত মণ্ডলেকে দিল্লিতে নিয়ে গিয়ে ইডি জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে-রউজ অ্যাভিনিউ আদালতের এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দিল্লি হাইকোর্টে মামলা করেছিলেন অনুব্রত। বিচারপতি দীনেশ কুমার শর্মা এজলাসে অনুপস্থিত থাকায় এই সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। তবে মামলাটি এদিনই শুনানির জন্য অনুপ শর্মার এজলাসে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু ততক্ষণে অনুপ কুমার ভবানী মামলাটি আগামী বুধবার শুনানির জন্য দিন ধার্য করে প্রধান বিচারপতির কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দিল্লির রউজ অ্যাভিনিউ আদালতের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে মামলা করেছিলেন অনুব্রত। সেই মামলায় দিল্লি হাইকোর্টের নির্দেশ ছিল ৯ জানুয়ারি পর্যন্ত অনুব্রত মণ্ডল কে দিল্লি নিয়ে যাওয়া যাবে না এবং তার বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ নিতে পারবে না ইডি।

'ভারতের সংস্কৃতির কেন্দ্র হল বাংলা'

কলকাতায় জি-২০ বৈঠকের সূচনায় মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রীর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ জানুয়ারিঃ চলতি বছরে প্রথমবার জি-২০ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করবে ভারত। তার আগে সোমবার কলকাতায় জি-২০ সম্মেলনের আলোচনা সভার সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বৈঠকের শুরুতেই দেশ-বিদেশের সকলকে বাংলায় আসার আমন্ত্রণ জানালেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ''ভারতের সংস্কৃতির কেন্দ্র হল বাংলা। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের গেটওয়ে হল বাংলা। এছাড়া ভুটান, নেপাল, চিন, থাইল্যান্ড, মায়ানমারেরও গেটওয়ে হল বাংলা। তাই আমার রাজ্যে আসুন। আমাদের দেশে আসুন।'' এ রাজ্যে শিল্প থেকে পর্যটনের ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। তাই এ রাজ্যে বিনিয়োগেরও আবেদন জানান মুখ্যমন্ত্রী। রাজারহাটে কলকাতার বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে তিনদিন ব্যাপী জি-২০ সম্মেলনের আলোচনা সভার সূচনা হয় এদিন। দেশ-বিদেশ থেকে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই বৈঠকে যোগ দিয়েছেন। সেই মঞ্চেই ঐক্যের বার্তা দেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''এই দেশ আমার দেশ, এটা আপনারও দেশ। গোটা বিশ্ব আমাদের মাতৃভূমি। একতাই আমাদের মূল মন্ত্র।'' রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে

সবাইকে একজোট হয়ে উন্নয়নের ডাক দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি আরও বলেন, ''জরুরি মানুষের উন্নয়ন করা।'' এপ্রসঙ্গে বাংলায় জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সকল ক্ষেত্রে উন্নয়নের খতিয়ানও তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। বাংলায় সর্ব ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''এরাজ্যে হিন্দু, মুসলিম, শিখ, জৈন-সমস্ত জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সকল ছাত্ররা স্কলারশিপ পায়। আমরা সমস্ত ছাত্রদের স্মার্ট ফোন দিয়েছি। মহিলাদের ক্ষমতায়নে জোর দেওয়া হয়েছে এবং মহিলাদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা চলে যায়।'' মুখমন্ত্রীর মস্তিষ্ক-প্রসূত দুয়ারে সরকার, কন্যাশ্রী প্রকল্প বিশ্বে পুরস্কৃত হয়েছে এবং কলকাতার ইকো পার্ক, ওয়াক্স মিউজিয়াম বিশ্বে সমাদৃত বলেও উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী। একইসঙ্গে রাজ্যে কর্মসংস্থান, জিডিপি বেড়েছে দাবি জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''এমএসএমই ক্ষেত্রে আমাদের রাজ্য দেশে প্রথম। রাজ্যে ১২ লক্ষ কর্মসংস্থান হয়েছে। ৪ গুণ জিডিপি বেড়েছে।'' প্রসঙ্গত, ৯ জানুয়ারি থেকে ১১ জানুয়ারি পর্যন্ত তিনদিন ধরে কলকাতায় জি-২০ সম্মেলন চলবে। দেশ-বিদেশের অতিথিরা রবিবার, ৮ জানুয়ারি থেকেই এই সম্মেলনে যোগ দিতে কলকাতায় আসতে শুরু করেছেন। জি-২০ সদস্যভুক্ত দেশগুলি ছাড়াও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য দেশ, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক, ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক, নাবার্ড এবং আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের মতো সংস্থার প্রতিনিধিরাও এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন। কলকাতার এক অভিজাত হোটেলে তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। জি-২০'র মূলত দুটি ভাগ। একটি ফিনান্স ট্র্যাক এবং অন্যটি শেরপা ট্র্যাক। ফিনান্স ট্র্যাকের মধ্যে একটি হল জিপিএফআই। সেই জিপিএফআইয়ের বৈঠক শুরু হল কলকাতায়।

বিপদে পড়লেই টিপতে হবে বোতাম

বাংলায় নতুন বিধি-ব্যবস্থা মমতার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ জানুয়ারিঃ কলকাতা শহরে নারী নিরাপত্তা আরও নিশ্চিত করতে উদ্যোগী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার আলিপুরে মাল্টি লেভেল কার পার্কিংয়ের উদ্বোধন করতে এসে আরও একটি প্রকল্পের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গাড়িগুলির লোকেশন ট্র্যাক করার জন্য চালু করা হচ্ছে বিশেষ ব্যবস্থা। কোনও গাড়ি কোথায় যাচ্ছে, খুব বেশি গতিতে যাচ্ছে কি না, সেই সব ট্র্যাক করা যাবে এবার থেকে। সমস্ত বেসরকারি বাস, সরকারি বাস, পণ্যবাহী গাড়ি, ট্যাক্সি এবং চার চাকার যাবে। সব কমার্শিয়াল গাড়িতেই থাকবে এই ব্যবস্থা। এর ফলে কোন গাড়ি কোথায় যাচ্ছে, কোন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, কত স্পিডে যাচ্ছে, কতদূর গেল, পৌঁছাতে আর কতক্ষণ লাগবে, সেই সব তথ্য থাকবে। কোনওকিছু গড়বড় হলেই সঙ্গে সঙ্গে প্যানিক বাটন থাকবে। এই নতুন ব্যবস্থার উদ্বোধনের সময় মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ''আপনারা যদি দেখেন কেউ কোনও দুষ্টুমি করছে, বা যদি আপনার গাড়ি খারাপ হয়ে যায় বা যদি অন্য কোনও সমস্যায় পড়েন তাহলে প্যানিক বাটন টিপে দেবেন। সেটি গাড়ির মধ্যেই থাকবে। টিপলেই পুলিশ ও ট্রাফিক

সমস্ত কমার্শিয়াল গাড়িকে এই ট্র্যাকিং সিস্টেমের আওতায় নিয়ে আসা হচ্ছে। এটির নাম দেওয়া হয়েছে ভেহিকেল লোকেশন ট্র্যাকিং কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল সেন্টার অ্যান্ড ভেহিকেল লোকেশন ট্র্যাকিং অ্যাপ। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মা-বোনেদের নিরাপদ রাখার জন্য এই ভেহিকেল লোকেশন ট্র্যাকিং সিস্টেম চালু করা হচ্ছে। কিছু দুষ্টু লোক তো চারিদিকেই আছে, আবার ভাল লোকও আছে। এই ট্র্যাকিং সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে সব গাড়িতে পুলিশ ও পরিবহণ দফতর লক্ষ্য রাখবে। কোন গাড়ি কত স্পিডে চলছে, কোনও গাড়িতে কোনও অন্যায় হচ্ছে কি না, কোনও গাড়িতে মহিলাদের উপর অত্যাচার হচ্ছে কি না, সব জানা সঙ্গে সঙ্গে জানতে পারবে আপনি কোনও সমস্যার মধ্যে রয়েছেন। এটি পরিবহণ দফতরের কন্ট্রোল রুম ও পুলিশের সঙ্গে যুক্ত থাকবে।'' এদিনের এই উদ্বোধন প্রসঙ্গে পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, ''২০১৯ সালের আগে যে সব প্যাসেঞ্জার গাড়িগুলি রয়েছে, সেখানে জিপিএস সিস্টেম ছিল না। ভেহিকেল ট্র্যাকিং ডিভাইস লাগানো ছিল না। নির্ভয়া কাণ্ডের পর এটি নিয়ে গোটা ভারতে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। বর্তমানে নতুন যে গাড়িগুলি আসছে, সেগুলিতে ইন-বিল্ট এই ব্যবস্থা থাকছে। কিন্তু বাংলায় বাস-ট্যাক্সি-ক্যাব মিলিয়ে প্রায় ১ লাখ গাড়িতে এগুলি ছিল না। সেগুলি আমরা লাগানোর উদ্যোগ নিয়েছি।''

যাত্রীর কাছে এক গাদা গুটখার প্যাকেট, দেখেই সন্দেহ হয়েছিল! বিদেশগামী যাত্রীর কীর্তি ফাঁস

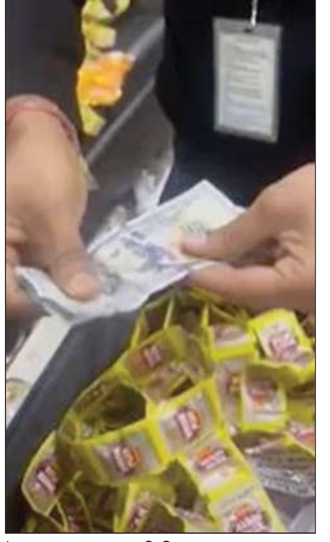

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ জানুয়ারিঃ ব্যাগের মধ্যে এক গাদা গুটখার প্যাকেট। বলা ভালো দৃশ্যত গুটখার প্যাকেট। আর পাঁচটা সাধারণ গুটখার প্যাকেটের মতোই। কিন্তু এত্তগুলো! দেখেই সন্দেহ হয়েছিল। হাতে নিতেই আসল বিষয়টা বুঝতে পেরে যান। দুঁদে কর্তাদের চোখ এড়াতে পারেননি। গুটখার প্যাকেটের মধ্যে লুকিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা পাচারের চেষ্টা চলছিল। হাতেনাতে ধরলেন কর্তারা। কলকাতা বিমানবন্দ সূত্র মারফত খবর, কলকাতা থেকে ব্যাঙ্কককগামী স্পাইসজেট-এর বিমান এস জি ৮৩ করে রাত ১১ টা ৫৫ মিনিট নাগাদ ভারতীয় নাগরিক ব্যাঙ্ককের উদ্দেশে রওনা দিচ্ছিলেন। কলকাতা বিমানবন্দরে ইমিগ্রেশনের পরে পিইএসসির আগে চেক ইন ব্যাগেজ বিএমএ থেকে নিয়ে আসার পরে ব্যাগে তল্লাশি চালান বিমানবন্দরে শুল্ক দফতরের এয়ার ইন্টেলিজেন্স শাখার আধিকারিকরা। গুটখার প্যাকেটের মধ্যে ৪০ হাজার ইউএসডি ডলার লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। যার বাজারে আনুমানিক মূল্য ৩২ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা উদ্ধার করে। এই মুহূর্তে শুল্ক দফতরের বিমানবন্দরের গোয়েন্দা শাখার আধিকারিকরা ওই যাত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন বিপুল পরিমাণে বৈদেশিক মূল্য তার কাছে এলো কোথা থেকে? ওই ব্যক্তির কথায় একাধিক অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। ব্যাঙ্ককে কোনও ব্যক্তির কাছে সেই বৈদেশিক মূল্য দেওয়ার কথা সমস্ত ঘটনার তদন্ত করে দেখছে শুল্ক দফতরের আধিকারিকরা। তদন্তকারীরা মনে করছেন, এইভাবে একাধিক উপায়েই পাচারের ছক করা হচ্ছে। সেই বিষয়গুলো কড়া হাতে দমন করছেন তদন্তকারীরা। এই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তাঁর কাছ থেকে বেশ কিছু নামার জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা।

শহরে ফের উদ্ধার বিপুল নগদ, স্ট্র্যান্ড রোডে দু'টি ব্যাগে মিলল ৪৩ লক্ষ! ধৃত ৩

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ জানুয়ারিঃ ফের শহরে উদ্ধার বিপুল নগদ টাকা। সোমবার কলকাতার স্ট্র্যান্ড রোড থেকে উদ্ধার হল ৪৩ লক্ষ টাকা। লালবাজারের গুন্ডা দমন শাখার অভিযানে ওই টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। সূত্রের খবর, ২টি ব্যাগে ভরা প্রচুর ৫০০ টাকা, ১০০ টাকা ও ২০০০ টাকার নোট উদ্ধার করেছেন গোয়েন্দারা। ঘটনায় তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁদের কাছেই ওই ব্যাগ ছিল বলে পুলিশ সূত্রে খবর। কোথা থেকে এই টাকা এল, তা জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে। চলতি মাসে পরপর নগদ উদ্ধারের ঘটনা সামনে আসছে রাজ্যে। কয়েকদিন আগেই পোস্তায় ৫০ লক্ষ টাকা উদ্ধার হওয়ায় গ্রেফতার করা হয় বাবা-ছেলেকে। এছাড়া খড়দহে এক অধ্যাপকের ফ্ল্যাট থেকে সম্প্রতি উদ্ধার হয়েছে নগদ ৩২ লক্ষ টাকা। আর

এবার স্ট্র্যান্ড রোড। পুলি সূত্রে খবর, এদিন বিকেলের দিকে ওই তিনজনকে কলকাতার রাস্তায় ইতস্তত ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। এরপরই বিষয়টা পুলিশের নজরে এলে তিনজনকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে গুন্ডা দমন শাখার আধিকারিকরা। তাঁদের কাছে পাওয়া যায় দুটি ব্যাগ। ব্যাগ খুলতেই বেরিয়ে আসে রাশি রাশি নগদ টাকা। বেশিরভাগই ছিল ৫০০ টাকার নোটের বান্ডিল। ওই টাকার উৎস কী, তাঁদের কাছে কীভাবে ওই টাকা এল, সে ব্যাপারে কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি ওই তিনজন। এরপরই তাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছে। হাওয়ালা যোগ থাকার কথাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না তদন্তকারী আধিকারিকরা। ধৃতদের নাম বিমল ওঝা, আমন কুমার তিওয়ারি ও বিমল কুমার দুদানি। জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহেই পোস্তা থানা এলাকা থেকে উদ্ধার হয় ৫০ লক্ষ টাকা। একইসঙ্গে দু'জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতদের নাম আনোয়ার হোসেন মোল্লা ও মোস্তাকিন মোল্লা। সে ক্ষেত্রেও হাওয়ালা যোগের অনুমান করেছিল পুলিশ। অন্যদিকে, আর খড়দহের অধ্যাপকের ফ্ল্যাট থেকে সম্প্রতি টাকা উদ্ধার করে ব্যারাকপুর কমিশনারেটের গোয়েন্দারা। ওই ৩২ লক্ষ টাকা কোথা থেকে এল, তা নিয়ে তদন্ত চলছে।

অস্থায়ী হোমগার্ড নিয়োগ নিয়ে প্রশ্ন তুললেন শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ জানুয়ারিঃ রাজ্য সরকারকে ফের একহাত নিলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্য সরকারের অস্থায়ী হোমগার্ড নিয়োগের পদ্ধতি নিয়ে এবার বিস্ফোরক শুভেন্দু অধিকারী। পঞ্চায়েত ভোটের আগে প্রায় চার হাজার অস্থায়ী হোম গার্ড নিয়োগের ঘোষণা করেছে রাজ্য। আর এই নিয়োগ নিয়েই একগুচ্ছ প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা। কোন যোগ্যতার ভিত্তিতে অস্থায়ী হোমগার্ডদের নিয়োগ করা হচ্ছে? সেই নিয়েই টুইটারে সরব তিনি। যোগ্য প্রার্থীরা কীভাবে জানতে পারবেন নিয়োগ সম্পর্কে? তা নিয়েও প্রশ্ন শুভেন্দুর। সোমবার সকালে এক টুইটে শুভেন্দু লিখেছেন, 'রাজ্য স্বরাষ্ট্র দফতর ছয় মাসের জন্য দৈনিক ৫৬৫ টাকার চুক্তিতে কয়েক হাজার অস্থায়ী হোম গার্ড নিয়োগ করছে।' কোনও নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই এই পদগুলিতে পূরণ করা হচ্ছে বলে দাবি শুভেন্দুর।

কলকাতায় প্রথম ছ'তলা পার্কিং জোন উদ্বোধনে উচ্ছ্বসিত মমতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ জানুয়ারিঃ নবান্ন, উত্তীর্ণ, ধনধান্য, এবার সম্পন্ন। মাল্টি লেভেল (ছ'তলা) পার্কিং জোন তৈরির কাজ আগেই সম্পন্ন হয়েছে। সোমবার তার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এমন পার্কিং ব্যবস্থা কলকাতায় এই প্রথম। আলিপুরে গড়ে ওঠা এই মাল্টি লেভেল কার পার্কিং 'সম্পন্ন'-কে সুন্দরভাবে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। এখানে বাস থেকে শুরু করে গাড়ি সবই পার্ক মিউজিয়াম এবং উত্তীর্ণও এই চারটি জায়গা খুব সুষ্ঠুভাবে যুক্ত করা হয়েছে এই গাড়ি পার্কিংয়ের সঙ্গে। এদিন উদ্বোধনে এসে সেই কথা জানালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশাল বড় ছয় তলা পার্কিং। এখানে একসঙ্গে প্রায় ৪০০ বাস ও গাড়ি পার্ক করা যাবে। এই পার্কিং উদ্বোধন হওয়ার ফলে রাস্তায় আর গাড়ি পার্ক করতে হবে না সাধারণ মানুষকে। কমবে যানজটের সমস্যাও। মুখ্যমন্ত্রী বললেন, ''আগামী দিনে এই ছয়তলা কার

করা যাবে। বাস পার্কিংয়ের জন্য লাগবে ২০ টাকা। গাড়ি পার্ক করতে দিতে হবে ৩৩০ টাকা এবং বাইকের জন্য দিতে হবে ৫৫ টাকা। এখানে থাকছে একটি ফুড কোর্টের ব্যবস্থাও। এই পার্কিংয়ের উদ্বোধনে এসে মুখ্যমন্ত্রী বললেন, ''এত বড় লেভেলের গাড়ি পার্কিং জোন। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে আমি ভেবেছিলাম কোথায় কী করা যায়। এইভাবেই তৈরি হয়েছিল ইকো টুরিজম পার্ক, ওয়াক্স মিউজিয়াম, ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টার।'' নবান্ন, উত্তীর্ণ, সৌজন্যের পর এবার উদ্বোধন হল সম্পন্নর। কেন এই পার্কিং জোনের নাম সম্পন্ন রাখা হল? সেই কথাও এদিন শোনালেন মুখ্যমন্ত্রী। একদিকে আলিপুর চিড়িয়াখানা। অন্যদিকে ধনধান্য স্টেডিয়াম। রয়েছে আলিপুর পার্কিং লেয়ার আরও চারতলা বাড়বে।'' এর পাশাপাশি ধনধান্য স্টেডিয়াম নিয়েও কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। বললেন, ''ধন্যধান্য স্টেডিয়ামের শঙ্খের মতো আকারটা আমার করে দেওয়া।'' বঙ্গবাসীকে আরও একটি নতুন স্টেডিয়াম উপহার দেওয়ার আনন্দও প্রকাশ পেল মুখ্যমন্ত্রীর কথায়। এই ধনধান্য স্টেডিয়ামে দু'টি পৃথক গেট করার কথা। সেই গেট তৈরির কাজ কবে শেষ হবে, তা সেখানে উপস্থিত আধিকারিকদের থেকে জানতে চান মুখ্যমন্ত্রী। পয়লা বৈশাখের আগে ধনধান্য স্টেডিয়াম যাতে উদ্বোধন করা যায়, সেই বিষয়টির দিকেও নজর রাখতে বলেন তিনি। আলিপুরকে আগামী দিনে গ্রিন সিটি হিসেবে গড়ে তোলা হবে বলেও জানান তিনি।

এবার রাহুল গান্ধিকে নিয়ে সুর নরম কুণালের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ জানুয়ারিঃ রাহুল গান্ধিকে নিয়ে এবার ভিন্ন সুর শোনা গেল তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষের গলাতেও। যা নতুন করে জল্পনা ছড়াচ্ছে রাজনৈতিক মহলে। যে রাহুল গান্ধির নেতৃত্বকে বারংবার কটাক্ষ করেছে রাজ্যের শাসকদল, এখন তারাই রাহুল গান্ধি প্রসঙ্গে সরাসরি আক্রমণের রাস্তায় হাঁটছেন না। বরং রাহুল গান্ধিকে নিয়ে আসানসোলের সাংসদের ভূয়সী প্রশংসার পর এবার কুণাল ঘোষের গলাতেও শোনা গেল নরম সুর। যা বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু কেন? কী কারণে এহেন অবস্থান বদল? এখন এমনই প্রশ্ন ঘোরাফেরা করছে রাজ্য-রাজনীতির অলিন্দে। কী বলেছেন কুণাল ঘোষ? রাহুল গান্ধি সম্পর্কে শত্রুঘ্ন সিনহার ভূয়সী প্রশংসা প্রসঙ্গে সোমবার তৃণমূল মুখপাত্রকে দলের অভিমত জিজ্ঞাসা করা হয়। জবাবে কুণাল ঘোষ বলেন, ''উনি তো বিজেপি বিরোধী একটা অভিযান করছেন। আমরা বিরোধিতা করতে যাব কেন? আমরা তো বলছি আরও সক্রিয় হন। কংগ্রেস বহু ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে বলেই বিজেপি সুবিধা পেয়েছে।'' এখানেই শেষ নয়, আরও এক ধাপ এগিয়ে তৃণমূল মুখপাত্র বলেন, ''শত্রুঘ্ন সিনহা যা বলেছেন ওটা তাঁর ব্যক্তিগত মতামত। তবে আমরাও চাইছি কংগ্রেস শীতঘুম ছেড়ে বেরোক। কংগ্রেসকে সক্রিয় ও শক্তিশালী হতে হবে।'' তবে এ রাজ্যে ভারত জোড়ো যাত্রা করে প্রদেশ নেতারা বিজেপি-কেই সুবিধা করে দিচ্ছে বলেও মন্তব্য করেন কুণাল ঘোষ।'' প্রসঙ্গত, সোনিয়া গান্ধিকে নেত্রী হিসাবে মেনে নিলেও রাহুল গান্ধির নেতৃত্ব নিয়ে যে আপত্তি আছে তা বরাবরই বিভিন্ন সময়ে প্রকাশ্যেই জানিয়েছে তৃণমূল। এমনকি গুজরাট নির্বাচনের সময় আহমেদাবাদে না গিয়ে রাহুল অন্য জায়গায় কেন ভারত জোড়ো যাত্রা করছেন, তা নিয়েও কটাক্ষ করতে শোনা গিয়েছে তৃণমূল নেতৃত্বকে। সরব হয়েছিলেন কুণাল ঘোষও। এবার একেবারে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে রাহুল গান্ধির প্রশংসা কুণাল ঘোষের মুখে? জবাবে স্মিতহাস্যে তৃণমূল মুখপাত্র জানান, রাহুল গান্ধি প্রথমে ব্যক্তিগতভাবে এক সাংসদ এবং পরে দলীয়ভাবে তিনি কুণাল ঘোষ। বিভিন্ন ধর্মস্থানে গিয়ে উপাসনারত রাহুলের ছবি ইদানিংকালে ভাইরাল হয়েছে। যেভাবে রাহুলের এই সব ছবি লাগাতার পোস্ট করা হচ্ছে, তাতে রাহুল গান্ধিকে ঘিরে এক নমনীয় হিন্দুত্বের তত্ত্ব ইতিউতি উঁকি মারছে নানা আলোচনায়। বিভিন্ন মহলে এই বিষয়ে জোরাল সওয়ালও শোনা

যাচ্ছে। এটা নিয়ে তৃণমূল কী ভাবছে? জবাবে কুণাল ঘোষ সুকৌশলে বিতর্কের প্রসঙ্গ এড়িয়ে যান। পাল্টা তিনি বলেন, ''শুধু পুজো কেন, উনি ছোট বাচ্চার জুতোর ফিতেও বেঁধে দিচ্ছেন, সেই ছবিও তো দেখা গিয়েছে। তাছাড়া কোন এলাকায় গেলে সংগঠকরা বড় ধর্মীয় স্থান থাকলে সেখানে নিয়ে যায়, এটায় বিতর্কের কি আছে!'' হঠাৎ করে রাহুল গান্ধিকে নিয়ে সুর বদল কেন তৃণমূলের? বিশেষত, রাহুল গান্ধি তৃণমূলের বরাবরের চক্ষুশূল বলেই উঠে এসেছে। ২০১৬ সালে এরাজ্যে বাম-কংগ্রেস জোটের কারিগর ছিলেন রাহুল গান্ধি। পার্ক সার্কাস ময়দানে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে মালা পড়িয়ে যে রাহুল তৃণমূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন, যাঁর ডাকা সর্বদলীয় বৈঠক এড়িয়ে যায় তৃণমূল, অন্যান্য আঞ্চলিক দলকে সঙ্গে করে যে রাহুল পাল্টা ফেসবুকে ছবি পোস্ট করে (তৃণমূল কে ছাড়া সবাই আছে, চিন্তা নেই-বার্তা দিতে চেয়ে) লেখেন নো ফিয়ার। সেই রাহুল নিয়ে সুর নরম করছে কেন তৃণমূল? তবে কী একটু একটু করে সাড়া ফেলছে ভারত জোড়ো যাত্রা? গত অক্টোবর মাস থেকে লাগাতার কখনও হেঁটে, কখনও ট্রেনে চড়ে রাহুলের মাইল-মাইল সফর কি প্রভাব তৈরি করছে ক্রমশ? চকোলেট বয় রাহুল থেকে কাঁচাপাকা দাড়ির রাহুল কি ফ্যাক্টর হতে পারেন ২৪ এর নির্বাচনে? তার আঁচ কি পাওয়া যাচ্ছে? না কি সমীকরণ করেই রাহুলের নিন্দা থেকে বিরত থাকছে তৃণমূল? এমন প্রশ্নও উঠছে। আগামী লোকসভা নির্বাচনে সর্বভারতীয় স্তরে বিরোধীদের বিভাজন সুবিধা করে দেবে বিজেপিকে। এই বিভাজনের সরাসরি দায় নিতে চায় না তৃণমূল। এমনিতেই গোয়া, মেঘালয়ে কংগ্রেসের আসন কাটাকাটির অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। যদিও তৃণমূলের পাল্টা যুক্তি, তারা কোনও কংগ্রেসশাসিত রাজ্যে যায়নি। গিয়েছে বিজেপিশাসিত রাজ্যে। কংগ্রেস সেখানে ব্যর্থ। কিন্তু লোকসভার ভোট তো অন্য বিষয়। সম্পূর্ণ আলাদা পরিপ্রেক্ষিত। সেখানে বিজেপি-বিরোধী শক্তিগুলির জোট হওয়া বড় ফ্যাক্টর হয়। সেজন্যই হয়ত রাহুলের ভারত জোড়ো যাত্রার বিরোধিতা করে তৃণমূল আগ বাড়িয়ে 'ঘর শত্রু বিভীষণ'-এর তকমা লাগাতে চাইছে না তৃণমূল। কুণাল ঘোষের হঠাৎ করে নরম সুর এমন জল্পনাই তুলে ধরছে। প্রসঙ্গত, রবিবার টুইট করে রাহুল গান্ধির ভূয়সী প্রশংসা করেন আসানসোলের তৃণমূল সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা। তিনি স্পষ্টত বলেন, রাহুল গান্ধির প্রধানমন্ত্রী হওয়ার যোগ্যতা রয়েছে। তাঁর ভারত জোড়ো যাত্রা ২০২৪-এর নির্বাচনে বড় প্রভাব ফেলবে।

প্রবীণ বিজেপি নেতা কেশরীনাথ ত্রিপাঠীর প্রয়াণে প্রধানমন্ত্রী মোদীর শোকবার্তা

নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারি ঃ প্রয়াত হলেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল তথা প্রবীণ বিজেপি নেতা কেশরীনাথ ত্রিপাঠীর প্রয়াণে গভীরভাবে প্রকাশ করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার তিনি টুইটে লিখেছেন, কেশরী নাথ ত্রিপাঠী জি তাঁর সেবা ও বুদ্ধির জন্য সম্মানিত ছিলেন। তিনি সাংবিধানিক বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। তিনি উত্তরপ্রদেশে বিজেপি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং রাজ্যের উন্নতির জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে ব্যথিত। তাঁর পরিবার ও ভক্তদের প্রতি সমবেদনা। ওঁম শান্তি।প্রসঙ্গত, রবিবার ভোর ৫টা নাগাদ উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন কেশরীনাথ ত্রিপাঠী। তিনি ২০১৪ সালের জুলাই মাস থেকে ২০১৯ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ছিলেন। তার আগে তিন বার উত্তরপ্রদেশ বিধানসভার অধ্যক্ষ ছিলেন। উত্তরপ্রদেশের মন্ত্রীও ছিলেন।

ফাজিলকা ও গুরুদাসপুরে ড্রোন অনুপ্রবেশ ঘটেছে

চণ্ডীগড়, ৯ জানুয়ারি ঃ পঞ্জাবে ড্রোন অনুপ্রবেশের ঘটনা অব্যাহত রয়েছে। গত রবিবার রাতে পঞ্জাবের দুটি ভিন্ন স্থানে ড্রোন অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটে। জানা গিয়েছে, অল্প সময়ের ব্যবধানে ফাজিলকায় ৫ বার ড্রোন অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটে, যা বিএসএফ গুলি করে তাড়িয়ে দেয়।ফিরোজপুর সেক্টরের ফাজিল কার ভারত-পাক সীমান্ত গ্রাম মহাত্মা নগরে ড্রোন চলাচল দেখা গেছে। এই ড্রোন একবারে থামেনি, পাঁচবার সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতীয় সীমান্তে এসেছে।এদিকে, পঞ্জাবের গুরুদাসপুরে যখন বিএসএফ জওয়ানরা টহল দিচ্ছিল। তখন তিনি ড্রোনের শব্দ শুনতে পান। ড্রোনটি তাড়ানোর জন্য বিএসএফ ৭৪ রাউন্ড গুলি চালানো হয়েছিল এবং ২টি বোমাও ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। পাকিস্তান থেকে আসা ড্রোনটি প্রায় ১৫ মিনিট ভারতীয় সীমান্তে ঘুরতে থাকে। সোমবার সকাল থেকে ফাজিলকা ও গুরুদাসপুরে তল্লাশি চালাচ্ছে বিএসএফ।

৬ মাস স্থগিত পরীমণির বিরুদ্ধে মাদক মামলা

ঢাকা, ৯ জানুয়ারি ঃবাংলাদেশের চর্চিত নায়িকা সোমবার পরীমণির বিরুদ্ধে মাদক মামলার নতুন মোড় নিল। আগামী ৬ মাসের জন্যে পরীমণির বিরুদ্ধে মামলার কার্যক্রম স্থগিত থাকবে বলে নির্দেশ দিয়েছেন বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ।মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে পরীমনির বিরুদ্ধে করা মামলার কার্যক্রম বাতিল প্রশ্নে রুল নিষ্পত্তি করতে বলেছেন আপিল বিভাগ। সঙ্গে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, নির্ধারিত সময়ে রুল নিষ্পত্তি না হলে বিচারিক আদালতে মামলাটির কার্যক্রম চলবে। এছাড়া অভিযোগ গঠনের পর এই মামলার বাতিলের আবেদন করেছিলেন পরীমণি, তবে গতবছরেই মামলার কার্যক্রম তিন মাসের জন্য স্থগিত করা হয়েছিল। এদিন পুনরায় শুনানির দেওয়ার কথা থাকলেও আবারও ৬ মাস পিছিয়ে গেল।প্রসঙ্গত, ২০২১ সালের ৪ আগস্ট রাজধানীর বনানীতে পরীমনির বাড়িতে র‍্যামব অভিযান চালিয়ে নায়িকার বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণে বিদেশি বিভিন্ন ব্র্যান্ডের দামি মদ, মদের বোতলসহ অন্যান্য মাদকদ্রব্য উদ্ধার করে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত পরীমণিকে গ্রেফতারও করা হয়েছিল। পরে তিনি জামিনে মুক্তি পান। একই বছরের ৪ অক্টোবর আদালতে পরীমনিসহ তিনজনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র জমা দেয় পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। ঠিক যে কারণে পরীমণি ঢাকা বোর্ড ক্লাবের তিনজন সদস্যের উপর ধর্ষণ এবং হত্যা চেষ্টার অভিযোগ এনেছিলেন। সেই কারণেই পাল্টা অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে মদ্যপান করে ক্লাব ভাঙচুরের অভিযোগ তুলে পাল্টা এফআইআর দায়ের করা হয়।

গাড়ি দুর্ঘটনায় আহত কেরলের স্বরাষ্ট্র সচিব ও পরিবারের সদস্যরা

আলাপ্পুঝা, ৯ জানুয়ারি ঃগাড়ি দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন কেরলের স্বরাষ্ট্র সচিব ডঃ ভি বেণু। গাড়ি দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন তাঁর স্ত্রী সারদা মুরলীধরণ, তাঁদের ছেলে, গাড়ির চালক ও আরও দু'জন। সোমবার ভোররাতে কায়মকুলামের কাছে তাঁদের গাড়ির সঙ্গে একটি ট্রাকের সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনার পর সবাইকে পারুমালার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এবং তাঁদের অবস্থা এখন আশঙ্কামুক্ত।পুলিশ জানিয়েছে, কেরলের স্বরাষ্ট্র সচিব এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরা কোচি থেকে তিরুবনন্তপুরমে ফিরছিলেন,

বর্তমানে ভারতকে আশা ও কৌতূহলের সঙ্গে দেখা হচ্ছে, বিশ্ব মঞ্চে শোনা যাচ্ছে দেশের কণ্ঠঃপ্রধানমন্ত্রী

ইন্দোর, ৯ জানুয়ারি ঃ বর্তমানে ভারতকে আশা ও কৌতূহলের সঙ্গে দেখা হচ্ছে, বিশ্ব মঞ্চে শোনা যাচ্ছে ভারতের কণ্ঠ। মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে আয়োজিত ১৭ তম প্রবাসী ভারতীয় দিবস সম্মেলনে একথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী কথায়, ভারতের প্রতিভাবান যুবকরাই দেশের শক্তি। শনিবার ১৭ তম প্রবাসী ভারতীয় দিবস সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, এখানে উপস্থিত প্রত্যেক প্রবাসী ভারতীয় নিজ নিজ ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছেন। মধ্যপ্রদেশে প্রবাসী ভারতীয় দিবসের আয়োজেন করা হচ্ছে এজন্য আমি ভীষণ খুশি।প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে,

''স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্'' অর্থাৎ আমাদের কাছে সমগ্র বিশ্বই আমাদের দেশ, মানুষ মানেই আমাদের ভাই-বোন। এই আদর্শিক ভিত্তির উপরই আমাদের পূর্বপুরুষেরা ভারতের সাংস্কৃতিক বিস্তৃতি গঠন করেছিলেন। ভারত দেখিয়েছে বিভিন্ন দেশ এবং বিভিন্ন সভ্যতার মধ্যে ব্যবসায়িক সম্পর্ক কীভাবে ভাগ করা সমৃদ্ধির পথ খুলে দিতে পারে। অমৃত কালের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আগামী ২৫ বছরের ''অমৃত কাল''-এ প্রবেশ করেছে ভারত এবং আমাদের প্রবাসী ভারতীয় সম্প্রদায়ের বৈশ্বিক স্তরে ভারতের ভূমিকাকে আরও উন্নীত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। প্রবাসী ভারতীয়দের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, বন্ধুগণ ভারতের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে আপনাদের ভূমিকা বৈচিত্র্যময়। আপনারা সবাই ''মেক ইন ইন্ডিয়া'', যোগব্যায়াম, কুটির শিল্প, হস্তশিল্পের পাশাপাশি ভারতীয় বাজরার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর। তিনি বলেছেন, ভারতের বিভিন্ন রাজ্য ও অঞ্চলের মানুষ যখন পৃথিবীর যে কোনও দেশে মিলিত হন, তখন ''এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত''-এর এক মনোরম অনুভূতি হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যখন সবচেয়ে শান্তিপ্রিয়, গণতান্ত্রিক এবং সুশৃঙ্খল নাগরিকদের নিয়ে আলোচনা হয়, তখন ভারতের গণতন্ত্রের জননী হওয়ার গৌরব আরও বেড়ে যায়। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, ভারত সম্পর্কে বিশ্বের জানার আকাঙ্ক্ষাকে আপনারা সবাই সম্বোধন করবেন। গত কয়েক বছরে ভারত যে অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধন করেছে তার জন্য গোটা বিশ্ব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

মদ্যপ অবস্থায় ইন্ডিগোর বিমানে তোলপাড়! দুই যাত্রীকে গ্রেফতার করল পাটনা বিমানবন্দর পুলিশ

পাটনা, ৯ জানুয়ারি ঃ মদ্যপ অবস্থায় ইন্ডিগোর বিমানে তোলপা। করলেন দুই যাত্রী! ঘটনাটি ঘটেছে দিল্লি-পাটনা ইন্ডিগো বিমানে (৬ই-৬৩৮৩)। মদ্যপ অবস্থায় ইন্ডিগোর বিমানে ঝামেলা করায় সিআইএসএফ-এর সহায়তায় পাটনা বিমানবন্দর পুলিশ দুই যাত্রীকে গ্রেফতার করেছে। ধৃত দুই যাত্রীর নাম-রোহিত ও নীতীশ। রবিবার রাতে গ্রেফতার করা হয়েছে দুই যাত্রীকে।সূত্রের খবর, ওই দুই যাত্রী তাঁদের সঙ্গে মদ নিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁরা নিজেরাও মদ্যপ ছিলেন বলে অভিযোগ। বিমান কর্মীরা এই নিয়ে কথা বলতে গেলে তাঁদের সঙ্গে বিবাদে জ।য়ে প।নে ওই দুই যাত্রী। কিছুক্ষণের মধ্যেই দু'জনকে প্রতিহত করে তাঁদের দিয়ে ক্ষমাপত্র লিখিয়ে নেন বিমানের কর্মীরা। পরে পাটনা বিমানবন্দরে অবতরণের পর দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়। মাঝ আকাশে ঝামেলা সৃষ্টি, কর্মীদের কাজে বাধা দেওয়া-সহ একাধিক বিষয় উল্লেখ করে তাঁদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

ব্রাজিলের রাষ্ট্রপতি ভবনে হামলা ও ভাঙচুর ছাদে উঠে পড়লেন বোলসোনারো সমর্থকরা, উদ্বিগ্ন মোদী

ব্রাসিলিয়া ও নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারি ঃ ব্রাজিলের রাষ্ট্রপতি ভবন-সহ গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ভবনে হামলা চালালেন প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জাইর বোলসোনারোর সমর্থকেরা। রবিবার তাঁরা একত্রিত হয়ে রাষ্ট্রপতি ভবন আক্রমণ করেন। ঘিরে ফেলা হয় ব্রাজিলের কংগ্রেস এবং সুপ্রিম কোর্টও। এই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার সকালে এক টুইট বার্তায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদী জানিয়েছেন, গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য ও পরম্পরাকে সম্মান করা উচিত

সকলের।রবিবার হাজার হাজার বিক্ষোভকারী ব্রাজিলের হলুদ, সবুজ পতাকা নিয়ে রাষ্ট্রপতি ভবনের দিকে এগিয়ে যান। কর্তৃপক্ষের নিরাপত্তা বেষ্টনী ভেঙে তাঁরা ঢুকে যান ভবনের ভিতর। কাতারে কাতারে মানুষ জড়ো হন রাষ্ট্রপতি ভবনের ছাদে। প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বোলোসোনারো এখনও পর্যন্ত নিজের হার স্বীকার করেননি। উল্লেখ্য, কট্টর দক্ষিণপন্থী বোলসোনারোকে হারিয়ে ব্রাজিলে ক্ষমতায় এসেছেন বামপন্থী লুইজ ইনাসিও লুলা ডা সিলভা। দেশের সাংগঠনিক কাঠামোয় এই আক্রমণের জন্য তিনি পূর্বতন প্রেসিডেন্টকেই দায়ী করেছেন। রাজধানী ব্রাসিলিয়ার নিরাপত্তা বিষয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন লুলা। রবিবার ব্রাসিলিয়ায় যখন এই হামলা হয়, প্রেসিডেন্ট লুলা সেখানে ছিলেন না। রাজধানী থেকে দূরে কর্মসূত্রেই সাও পাওলো গিয়েছিলেন তিনি।এই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার সকালে এক টুইট বার্তায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদী জানিয়েছেন, ব্রাসিলিয়াতে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে দাঙ্গা ও ভাঙচুরের খবরে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য ও পরম্পরাকে সম্মান করা উচিত সকলের। আমরা ব্রাজিল কর্তৃপক্ষকে পূর্ণ সমর্থন জানাই।

কোভিড-সংক্রমণ কমে ১৭০, ভারতে সুস্থতা ক্রমেই ঊর্ধ্বমুখী

নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারি ঃভারতে করোনাভাইরাসের দৈনিক সংক্রমণ আপাতত নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই রয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ১৭০ জন, এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে একজনের। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘঃটায় মধ্যপ্রদেশে একজনের মৃত্যুর পর সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৫,৩০,৭২১ জনের।দেশে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ২ হাজার ৩৭১-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০১ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪১,৪৭,০০২ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮০ শতাংশ। ভারতে মোট করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ৪,৪৬,৮০,০৯৪ জন।এদিকে, দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ১০ হাজার ৩৩৬ জন প্রাপক, ফলে ভারতে সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ২২০.১৪-কোটির বেশি টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে। মোট টিকা প্রাপকের সংখ্যা ২২০,১৪, ০৬,৪৮৩। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৮ জানুয়ারি সারা দিনে ভারতে ৮৫,২৮২ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

পশ্চিম ত্রিপুরায় ৬৮৯ জন দিব্যাঙ্গজনদের মধ্যে ১,২৫৩টি সামগ্রী বিতরণ

আগরতলা, ৯ জানুয়ারি ঃসম্প্রতি পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার ৬৮৯ জন দিব্যাঙ্গজনদের মধ্যে ১,২৫৩টি সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। এতে ব্যয় হয়েছে ৫৮ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক বলেন, একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র নির্মাণে আমাদের মতো স্বাভাবিক মানুষদের যতটা ভূমিকা রয়েছে দিব্যাঙ্গজনদেরও ততটাই সমান ভূমিকা রয়েছে। তাদের ছাড়া দেশের উন্নয়ন পরিপূর্ণতা পেতে পারে না।তাঁর দাবি, এই কথাটি আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিই প্রথম বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী তাদের দিব্যাঙ্গজন নামে সমাজে একটি সম্মানজনক পরিচিত দিযে. বলেছিলেন, দিব্যাঙ্গজনরা সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাদের অবহেলা করলে কোনও সমাজের সঠিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই তিনি তাদের উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প ঘোষণা দিয়েছেন এবং সেগুলিকে বাস্তবায়িতও করছেন। প্রসঙ্গত, আগরতলা টাউনহলে আর্টিফিসিয়াল লিঙ্কস ম্যানুফেকচারিং কর্পোরেশন এবং পশ্চিম জেলা সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা কার্যালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত দিব্যাঙ্গজনদের মধ্যে বিভিন্ন চলন সামগ্রী বিতরণমূলক সামাজিক আধিকারিতা শিবিরের আয়োজন হয়েছে।ঐদিন কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় প্রতিমন্ত্রী বলেন, এখানে সামাজিক আধিকারিতা শিবিরে পশ্চিম জেলার ৬৮৯ জন দিব্যাঙ্গজনদের মধ্যে চলন সামগ্রী বিতরণ করা হচ্ছে। এই সামগ্রী বিতরণের মধ্য দিয়ে তাদের জন্য কিছু করতে পারার মধ্যে একটি বিশেষ আনন্দ রয়েছে। তিনি বলেন, দিব্যাঙ্গজনদের জীবনযাত্রার মান আরও কি করে সহজ ও সরল করা যায় আমাদের সরকার সে বিষয়ে আরও উন্নত চিন্তা ভাবনা করছেন এবং সেগুলি বাস্তবায়িতও করছেন।তাঁর কথায়, দিব্যাঙ্গজনদের উন্নয়নে এবং তাদের মেধার বিকাশের জন্য সরকার বিভিন্ন প্রকল্পে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করেছেন। তাদের সুবিধার্থে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশের সমস্ত রাজ্যগুলির সরকারি কার্যালয়গুলিতে র‍্যাম্প ও লিফটের ব্যবস্থা করারও নির্দেশ দিয়েছেন। ইতিমধ্যে আমাদের রাজ্য সহ দেশের সকল রাজ্যেই তা কার্যকরও হয়েছে। সারা দেশে দিব্যাঙ্গজনেরা যাতে বিশেষ সুবিধা ভোগ করতে পারেন সেজন্য তাদের ইউনিক সার্টিফিকেটের ব্যবস্থাও করেছেন, বলেন তিনি।সাথে তিনি যোগ করেন, আমাদের সরকার নানা প্রকল্প চালুর মধ্য দিয়ে দিব্যাঙ্গজনদের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। আগামীদিনেও দিব্যাঙ্গজনেরা যাতে আরও উন্নতভাবে চলতে ফিরতে পারেন সেজন্যও উন্নত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। দিব্যাঙ্গজনদের চলন সামগ্রী যত বেশি আধুনিক করে বিভিন্ন কোম্পানি তৈরি করবে, সেসব কোম্পানিকে সরকার থেকে ১ কোটি টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে বলেও তিনি বক্তব্যে বলেন।তাঁর দাবি, আমাদের সরকার সমাজের বয়স্ক ব্যক্তিঃ তথা অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের কথা ভেবে তাদের নিযে. স্বসহায়ক দল গঠন করার জন্যও উসাহ দিচ্ছে। বিভিন্ন হস্তশিল্প কর্মসূচির উপর ভিত্তি করে বয়স্ক ব্যক্তিগণ ঘরে বসে যাতে উপার্জন করতে পারেন সেজন্য তাদের ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত এককালীন আর্থিক সহায়তাও দেওয়া হচ্ছে।কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমাদের রাজ্যেও মাতাবাড়ি ব্লকে অবসরপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিদের নিয়ে একটি স্বসহায়ক দল গঠন করা হয়েছে। তারা মাটির ভাঁড় তৈরি করে বর্তমানে ভালো উপার্জন করছেন। তিনি বলেন, রাজ্যে দিব্যাঙ্গজনদের উন্নয়নে আরও ৪টি ডিডিআরসি (জেলা ডিজাবিলিটি রিহাবিলিটেশন সেন্টার) খোলা হবে। সেন্টারগুলি হবে দক্ষিণ ত্রিপুরা, উত্তর ত্রিপুরা, খোয়াই ও সিপাহীজলা জেলায়।তিনি জানান, আজাদি কা অমৃত মহোৎসবের অঙ্গ হিসেবে আগামী ১৪ জানুয়ারি সারা দেশের ৭৫টি স্থানে সামাজিক আধিকারিতা শিবির অনুষ্ঠিত হবে। এরমধ্যে ত্রিপুরায়ও ঊনকোটি, খোয়াই ও ধলাই জেলা নিয়ে ১টি এই ধরনের শিবির অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া এ উপলক্ষে ২৫ জানুয়ারি বিনামূল্যে শারীরিক দিব্যাঙ্গজনদের মধ্যে মোটরচালিত ট্রাইসাইকেল বিতরণ করা হবে। এজন্য শারীরিক দিব্যাঙ্গজনদের ১৪ জানুয়ারির মধ্যে স্থানীয় জেলাশাসক কার্যালয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সহ নাম জমা দিতে হবে। তিনি সমস্ত শারীরিক দিব্যাঙ্গজনদের এই সুবিধা গ্রহণ করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, সরকার দিব্যাঙ্গজনদের সার্বিক উন্নয়নে বদ্ধপরিকর। এজন্য সরকার তাদের জন্য সব পরিষেবা দিতে প্রস্তুত।

বিগ বাজেটে লাতু কালীবাড়িতে সপ্তশতি মহাযজ্ঞ আগামী ২৮ জানুয়ারি থেকে

করিমগঞ্জ (অসম), ৯ জানুয়ারি ঃ দীর্ঘ কয়েক বছর পর করিমগঞ্জের শ্রীশ্রী লাতু জয়কালী বা।তে অনুষ্ঠিত হবে সম্পুটিত সপ্তশতি মহাযজ্ঞ। কু।ি লক্ষ টাকা বাজেটে তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হবে মহাশক্তিঃর শান্তি মহাযজ্ঞ। জীবকল্যাণে প্রতি দ্বাদশ বছর অন্তর মাতৃ অনুগামীদের প্রচেষ্টায় মায়ের মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয় মহাযজ্ঞানুষ্ঠান। মহাযজ্ঞানুষ্ঠানকে কেন্দ্রে চূড়ান্ত প্রস্তুতি শুরু হয়েছে ইতিমধ্যে। কমিটির মুখ্য উপদেষ্টা পদে রয়েছেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কার্যনির্বাহী সভাপতি তথা উত্তর করিমগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ। আগামী ২৮, ২৯ এবং ৩০ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে সপ্তশতি মহাযজ্ঞ। অনুষ্ঠানসূচির মধ্যে রয়েছে ২৭ জানুয়ারী বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সহ মহাযজ্ঞের গন্ধাধিবাস। ২৮ জানুয়ারি

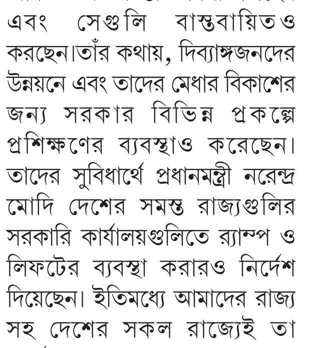

বেদপাঠ সহযোগে ধ্বজোত্তলোন, সম্পুটিত সপ্তশতি মহাযজ্ঞের শুভারম্ভ সহ ভক্তিগীতির আসর। পরিবেশন করবেন শিল্পী শাশ্বতী ভট্টাচার্য, অনুসূয়া মজুমদার এবং সহ-শিল্পীরা। ২৯ জানুয়ারি মহাযজ্ঞের পূজাপাঠ সহ পদাবলী কীর্তন অনুষ্ঠিত হবে। পরিবেশন করবেন বিশিষ্ট কীর্তনিয়া দল রাধারানি সম্প্রদায়। ৩০ জানুয়ারি সম্পুটিত সপ্তশতি মহাযজ্ঞের পূর্ণাহুতি। ৩১ জানুয়ারি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সহ প্রতিমা নিরঞ্জন পর্ব।আজ রবিবার এক সাংবাদিক সম্মেলন করে বিস্তারিত তুলে ধরেন কমিটির কর্মকর্তারা। সভাপতি জ্যোতির্ময় দাস বলেন, মহোৎসবে প্রতিদিন দশ হাজার ভক্ত সমাগমের কথা মাথায় রেখে প্রায় কুড়ি হাজার টাকার বাজেট হাতে নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে চূড়ান্ত প্রস্তুতি শুরু হয়েছে।কার্যনির্বাহী সভাপতি অমিত স্বামী বলেন, ঐতিহ্যবাহী লাতু কালীবাড়িতে সপ্তশতি মহাযজ্ঞ শুরু হয়েছে ষাটের দশক থেকে। প্রতি বারো বছর অন্তর এখানে যজ্ঞানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলেও অতিমার কোভিডের কাঁটায় গত দু-তিন বছর তা সম্ভব হয়নি। যার দরুন দীর্ঘ ষোলো বছর পর এবারের আয়োজন করা হয়েছে।নৃপতি ভট্টাচার্য বলেন, আগামী ২৭ জানুয়ারি শুভ অধিবাসের মাধ্যমে সূচনা হবে অনুষ্ঠানের। যজ্ঞের পাশাপাশি বিভিন্ন দেবদেবীর পূজার্চনাও হবে। যজ্ঞ এবং পূজাপার্বণ অধ্যাপক রথীন্দ্র ভট্টাচার্য এবং সুনীল চক্রবর্তীর পরিচালনায় বিশিষ্ট পুরোহিতগণের হাতে সম্পন্ন হবে বলে জানান তিনি।জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী বলেন, দীর্ঘ ২৫০ বছরের বেশি সময় থেকে শ্রীশ্রী লাতু জয়কালী বাড়ির মাতৃদেবী এখানে অধিষ্ঠিত। প্রত্যকে অনুষ্ঠানে এখানে ভক্তদের ভিড় হয়। দূরদূরান্ত থেকে ছুটে আসেন ভক্তরা। যজ্ঞ উপলক্ষ্যে রেকর্ড সংখ্যক ভক্ত সমাগম হবে এবারও।অনুষ্ঠানকে সর্বাঙ্গসুন্দর ও সার্থক করে তুলতে সকল মাতৃভক্তদের সক্রিয় সহযোগিতার আহ্বান জানান সম্পাদক দেবতোষ রায়। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রাহুল চন্দ, মিহির মালাকার প্রমুখ।

চরম বিপদের মুখে যোশীমঠ! প্রশাসন সতর্ক, বাসিন্দাদের ত্রাণ শিবিরে যেতে নির্দেশ

দেহরাদূন, ৯ জানুয়ারি ঃ গাড়োয়াল হিমালয়ের কোলে মাথা তুলেছিল ছোট্ট শহর জোশীমঠ। উত্তরাখণ্ডে পর্যটকদের আকর্ষণের অন্যতম এই কেন্দ্রবিন্দু এখন চরম বিপদের মুখে। আশঙ্কা, যে কোনও মুহূর্তে পাহাড়ের সঙ্গে হুড়মুড়িয়ে ধসে যাবে জোশীমঠ। প্রশাসন সর্বদা সতর্ক রয়েছে, বাসিন্দাদের ত্রাণ শিবিরে যেতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।সোমবার উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি বলেছেন, আমরা সবাইকে একটি টিম হিসেবে কাজ করার এবং যোশীমঠকে বাঁচানোর জন্য আবেদন করেছি। ঝুঁকিপূর্ণ ৬৮টি বাড়ির বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ৬০০টিরও বেশি বাড়ির একটি জোন তৈরি হয়েছে এবং তাঁদের অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চলছে। প্রধানমন্ত্রীও পর্যবেক্ষণ করছেন এবং সম্ভাব্য সমস্ত ধরনের সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন।চামোলির জেলাশাসক বলেছেন, জোশীমঠ এলাকাকে দুর্যোগপ্রবণ ঘোষণা করা হযেছে। জলশক্তি মন্ত্রকের একটি টিম-সহ কেন্দ্রীয় সরকারের দু'টি টিম এখানে আসছে। জোশীমঠ ও আশেপাশের এলাকায় নির্মাণকাজ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে শুকনো রেশন দেওয়া হচ্ছে। স্বামী অভিমুক্তেশ্বরানন্দ সরস্বতী এদিন বলেছেন, ক্ষতিগ্রস্তদের ধৈর্য এবং মনোবল প্রয়োজন। আমরা জ্যোতিষী থেকে ধর্মশাস্ত্রী - বিভিন্ন দক্ষতার মানুষজনদের আমন্ত্রণ জানিয়েছি। তাঁরা আমাদের জ্যোতিরমঠ রক্ষার জন্য আচার-অনুষ্ঠানের কথা বলেছেন।

আইন মেনে গ্রেফতার করা হয়নি, চন্দা ও দীপককে জেল থেকে ছাড়ার নির্দেশ বম্বে হাইকোর্টের

মুম্বই, ৯ জানুয়ারি ঃ আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক-ভিডিওকন ঋণ জালিয়াতি মামলায় আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের প্রাক্তন সিইও চন্দা কোচার ও তার স্বামী দীপক কোচারকে জেল থেকে ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছে বম্বে হাইকোর্ট। সোমবার এই নির্দেশ দিয়ে বম্বে হাইকোর্ট জানিয়েছে, আইন মেনে গ্রেফতার করা হয়নি। চন্দা কোচার ও দীপক কোচারকে পৃথক ১ লক্ষ টাকার নগদ জামিনে মুক্তির অনুমতি দিয়েছে বম্বে হাইকোর্ট। যদিও, মুক্তির বিরোধিতা করছে সিবিআই।কিছু দিন আগেই গ্রেফতার করা হয় আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের প্রাক্তন সিইও চন্দা কোচার এবং তার স্বামী দীপক কোচারকে। সোমবার বম্বে হাইকোর্ট জানিয়েছে, আইন মেনে গ্রেফতার করা হয়নি। এরপরই সিবিআই-এর হাতে গ্রেফতার হওয়া চন্দা কোচার ও তার স্বামী দীপককে বিচারবিভাগীয় হেফাজত থেকে মুক্ত করার অনুমতি দিয়েছে বম্বে হাইকোর্ট।

পঞ্জাব মন্ত্রিসভায় রদবদল, নতুন স্বাস্থ্যমন্ত্রী হলেন বলবীর সিং, বাড়ল মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব

চণ্ডীগড়, ৯ জানুয়ারি ঃ নতুন বছরে নতুন দল নিয়ে মাঠে নামবেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান। গত শনিবার পঞ্জাবে মন্ত্রিসভার রদবদলের পরে পাতিয়ালা গ্রামীণ বিধায়ক বলভীর সিংকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ফৌজা সিং সারারির পদত্যাগের পর পঞ্জাবের গভর্নর বনোয়ারি লাল পুরোহিত রাজভবনে ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসেবে বলভীর সিংকে শপথবাক্য পাঠ করান।এরপরই সরকার মন্ত্রীদের নতুন পোর্টফোলিও বিজ্ঞাপ্তি জারি করে। বিদায়ী কারামন্ত্রী হরজত বেইন্সের দফতরে বড় ধরনের রদবদল হয়েছে।পঞ্জাব সরকারের জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান এখন সাধারণ প্রশাসন, স্বরাষ্ট্র ও বিচার, কর্মী, সতর্কতা, সমবায়, শিল্প ও বাণিজ্য, শ্রম, কর্মসংস্থান, জেল, আইন ও আইন বিষয়ক সহ মোট দশটি বিভাগ থাকবে।প্রটোকল অনুযাযী, মন্ত্রিসভায় দ্বিতীয় স্থান পাবে গুরমিত সিং মিট হেয়ার। তাকে প্রশাসনিক সংস্কার, জলসম্পদ, খনি ও ভূতত্ত্ব, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ, ক্রীড়া ও যুব বিষয়ক বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।ক্যাবিনেট মন্ত্রী হরজোত বেইন্সকে কারাগার ও খনির দফতর থেকে সরিয়ে কারিগরি শিক্ষা ও শিল্প প্রশিক্ষণ বিভাগ, উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং স্কুল শিক্ষা দফতর দেওয়া হয়েছে। চেতন সিং জোড়ামাজরাকে স্বাস্থ্য দফতর থেকে সরিয়ে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যানপালন দফতর দেওয়া হয়েছে।নবনিযুক্ত মন্ত্রী ডাঃ বলবীর সিংকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, চিকিৎসা শিক্ষা ও গবেষণা ও নির্বাচন দফতরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ক্যাবিনেট মন্ত্রী আনমোল গগন মানকেও করা হয়েছে আগের থেকে বেশি ক্ষমতাবান। আনমোল মানকে এখন পর্যটন ও সংস্কৃতি বিষয়ক, বিনিয়োগ প্রচার, শ্রম, অভিযোগ নিষ্পত্তি দফতর দেওয়া হয়েছে।

চট্টগ্রামে নয়া বন্দর নির্মাণে আদানিদের সহায়তা চায় বাংলাদেশ

চট্টগ্রাম, ৯ জানুয়ারি ঃ চট্টগ্রামে প্রস্তাবিত বন্দর নির্মাণে আদানিদের সহায়তা চায় বাংলাদেশ। এই বন্দর বাংলাদেশের অর্থনীতির দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের সহায়ক হবে বলে মনে করছেন ওয়াকিবহাল মহলের পর্যবেক্ষকরা।প্রস্তাবিত বন্দরে সামিল হতে ইতিমধ্যে আগ্রহ দেখিয়েছে দুবাই পোর্ট, সিঙ্গাপুর পোর্ট। ভারত থেকে রাষ্ট্রীয় সফরে আসা সাংবাদিকদের রবিবার এ কথা জানান বাংলাদেশের তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ডঃ হাছান মাহমুদ। ভারতের কোনও লগ্নিকারীর সঙ্গে কথা হয়েছে কিনা জানতে চাইলে বলেন, আদানির কাছে আমরা প্রস্তাব করেছি। কিন্তু ওরা এখনও কিছু জানায়নি। ওদের গতি বড্ড ধীর। তবে প্রস্তাবিত বন্দর থেকে ৭০ কিলোমিটার দূরে যে মুক্ত বানিজ্য অঞ্চল তৈরি হবে, সেটির জন্য ভারত প্রায় এক হাজার একর জমি নেবে। জাপানও ওই প্রকল্পে সম পরিমান জমি নিতে অঙ্গীকার করেছে।চট্টগ্রাম বন্দর প্রায় ৭০০ বছরের প্রাচীন। এই মন্তব্য করে হাছান মাহমুদ বলেন, সিপাহী বিদ্রোহের পর বৃটিশদের নজরে পড়ে এই বন্দর। একসময়ে অসম রেলের সদর দফতর ছিল চট্টগ্রামে। উত্তর পূর্ব ভারতে বানিজ্যবৃদ্ধির সম্ভাবনায় ব্রিটিশরা সেখানে বন্দর তৈরির কথা ভাবে। এখন এই বন্দর বাংলাদেশের জীবনরেখা। এদেশের ব্যবসার অন্তত ৯০ শতাংশ হয় চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে।বর্তমান বন্দরের ১০ কিলোমিটার ব্যবধানে তৈরি হচ্ছে নতুন বন্দর। বর্তমান বন্দরের গভীরতা যেখানে প্রায় সাড়ে নয় মিটার, নয়া বন্দরের গভীরতা ১২ মিটারের মত। এ কথা জানিয়ে ডঃ হাছান মাহমুদ বলেন, বর্তমান বন্দরের তুলনায় অন্তত দ্বিগুন হবে নতুন বন্দরের ব্যবসার পরিমাণ। বেশি উপকৃত হবে ত্রিপুরা। ওরা ইতিমধ্যে 'কন্টেইনার ডিপো' তৈরি করেছে। প্রায় ৭০ কিলোমিটার ব্যবধানে তৈরি হবে মুক্ত বানিজ্য অঞ্চল। আয়তন হবে ৩৫ হাজার একরের মত। সেখানে জমির ব্যাপারে ভারত আগ্রহ দেখিয়েছে।চট্টগ্রামে প্রস্তাবিত বন্দরের জন্য কত খরচ ও সময় লাগতে পারে, তার আভাষ অবশ্য দিতে পারেননি ডঃ হাছান মাহমুদ। তিনি বলেন, পর্যায়ক্রমে হবে এটা। প্রথম পর্যায়ের কাজ হতে আরও বছর দুই লাগবে। এখন জমি ভরাটের কাজ চলছে।প্রসঙ্গত, বাংলাদেশের দক্ষিণে পায়রা সমুদ্র বন্দরের সুযোগ-সুবিধা বাড়াতে সম্প্রতি বেশ কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সূত্রের খবর, এসব প্রকল্প বাবদ মোট খরচ ধরা হয়েছে ১১ হাজার ৭২ কোটি টাকা। যার পুরোটাই বাংলাদেশের রিজার্ভের টাকা দিয়ে তৈরি করা তহবিল থেকে বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে। এই তহবিলের নাম বাংলাদেশ অবকাঠামো উন্নয়ন তহবিল। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, বিদেশী অর্থায়নে অনেক ঝামেলা পোহাতে হয়। এজন্য রিজার্ভের টাকা দিয়ে এই বন্দরের কাজ শুরু করা হচ্ছে। এতে ঘরের টাকা ঘরেই থাকবে। চলতি বছরের শেষ নাগাদ এই প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার কথা রয়েছে এবং এর ফলে বন্দরের সক্ষমতা কয়েকগুণ বেড়ে যাবে বলে জানাচ্ছেন প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১০জানুয়ারি ঃ মঙ্গলবার, ২৫পৌষ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১০জানুয়রিঃ ২০২২, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ ৫১২৩, সৌরঃ২৫ পৌষ, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৫ পৌষ মাস ১৪২৯, ভারতীয় সিভিলঃ ২৫ পৌষমাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ৮ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

আবহাওয়া

অংশত, মেঘলা আকাশ। ঝোড়ো হাওয়া সহ বৃষ্টি হতেপারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২২.০১ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৩.০৪ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে৯১শতকরা এবং ৪৪শতকরা। বৃষ্টি হয়নি সোমবার। জোয়ার- সকাল ৭টা ২০ মিনিট এবং রাত-৭টা ২০মিনিট। ভাটা-সকাল-৭টা ২০মিনিট। রাত-৭টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় হবে আজঃ ৬ টা ১৭মিনিট এবং সূর্য অস্ত যাবে আজঃ ৫ টা -০৫মিনিটের মধ্যে হবেই আজকের দিনে আবহাওয়া।

রাশিফল

মেষ রাশিঃআপনি আপনার আবেগ নিযন্ত্রণ করুন এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনার ভয় থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার চেষ্টা

বৃষ রাশিঃআপনার ওজনের উপর নজর রাখুন এবং বেশি খাওয়ায় প্রশ্রয় দেবেন না। কারও সাথে পরামর্শ না করে আজ আপনার অর্থ বিনিয়োগ করা উচিত হবে

মিথুন রাশিঃস্বাস্থ্য ভালো যাবে। বিবাহের যোগ। সংসারে শান্তি।

কর্কট রাশিঃএকটি আমোদপ্রমোদ এবং মজার দিন। তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেবেন না- বিশেষ করে ব। আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে।

সিংহ রাশিঃআপনার আকাঙ্খা এবং উচ্চাশা ভয় দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার উচ্চ সম্ভাবনা রয়েছে।

কন্যা রাশিঃঅপ্রয়োজনীয় ভাবনায় শক্তিক্ষয় না করে একে সঠিক দিশা দিন। আশীর্বাদ এবং সৌভাগ্য আপনার পথে আসায়

তুলা রাশিঃনিজের মত জানাতে দ্বিধা করবেন না। আত্মবিশ্বাসের অভাব আপনার পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে দেয়।শুভদিন

বৃশ্চিক রাশিঃনিজেকে সুস্থ এবং সু ঃদর রাখতে উচ্চ ক্যালোরির খাবার এড়িয়ে চলুন।। অর্থ ব্যয়।

ধনু রাশিঃআপনার স্ত্রীর মনোরম মেজাজ আপনার দিনকে উজ্জ্বল করে তুলতে পারে। আজ, আপনি আপনার পরিবারের সিনিয়রদের কাছ থেকে আর্থিক। শুভদিন।

মকর রাশিঃপরিবারের সদস্যদের সাথে সময় কাটানোর মাধ্যমে একলা এবং একাকীত্বের অনুভূতি কাটিয়ে উঠুন। আর্থিক সংকটে।

কুম্ভ রাশিঃআজ আপনি আশার জাদু মন্ত্রের কবলে। অপরিকল্পিত উৎস থেকে টাকাপয়সা লাভ আপনার দিন উজ্জ্বলতর করতে তুলবে। বিবাহের যোগ হবেই।

মীন রাশিঃমদ্যপানের অভ্যাস থেকে মুক্তি পাওয়ার পক্ষে এটি একটি অত্যন্ত শুভ দিন। আপনার অবশ্যই বোঝা উচিত যে ওয়াইন

জয়নগর ও কুলতলিতে দিদির দূতেরা কাজ শুরু করছে বলে সাংবাদিক বৈঠকে জানালেন দুই বিধায়ক

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৯ জানুয়ারি ঃ রাজ্যে শুরু হচ্ছে দিদির সুরক্ষা কবচ। আর এই কর্মসূচির অধীন দিদির দূতরা বিরোধী দলের বাড়িতে

গিয়েও অভিযোগ শুনবে। দিদির দূতরা বিরোধী দলের লোকজনদের বাড়িতে গিয়েও অভিযোগ শুনবে। সমস্যার সমাধান করে দেবে। সোমবার দুপুরে দিদির সুরক্ষা কবচ এর কর্মসূচি তুলে ধরে এমনই বললেন জয়নগর ও কুলতলির বিধায়ক। এদিন, জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস বলেন, জয়নগর বিধানসভায় ১৫৭৫ দূতেরা দিদির সুরক্ষা কবচ নিয়ে মাঠে নামবে। অন্যদিকে, কুলতলির বিধায়ক গনেশ মন্ডল প্রচার কর্মসূচি তুলে ধরে বলেন, সুন্দরবনে বাঘের কামড়ে মৃতদের সাহায্যের জন্য একটি স্কিমের পরিকল্পনা চলছে। বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে কথা চলছে। এছাড়া নদীর পাড়ে আরও ম্যানগ্রোভ বসানোর কর্মসূচিও নেওয়া হয়েছে। দিদির দূতেরা প্রতি বাড়িতে গিয়ে সরকারি প্রকল্পের সুযোগ পাচ্ছে কিনা মানুষ তারও খোঁজ নেবে। উল্লেখ্য আগামী ১১ জানুয়ারি থেকে রাজ্যে দু মাস ধরে চলবে দিদির সুরক্ষা কবচ নামে গ্রামে গ্রামে জনসংযোগ কর্মসূচি। আর কর্মসূচির বিস্তারিত তুলে ধরা হয় জয়নগর ও কুলতলিতে।

বিষ্ণুপুরে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, বাইকে বাসের ধাক্কায় মৃত পুলিশ কর্মী

দুরন্ত বার্তা, ডায়মন্ড হারবার, ৯ জানুয়ারি ঃ ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। বাস ও বাইকের সংঘর্ষে মৃত্যু হল এক পুলিশ কর্মীর। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, মৃত পুলিশ কর্মীর নাম পলাশ সাহা। মগরাহাট থানার বাসিন্দা তিনি। ১৭৭ নম্বর ব্যাচের ওই কনস্টেবল হাওড়া সিটি পুলিশের অধীনে টেলিকম দপ্তরে কর্মরত ছিলেন। সোমবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের অন্তর্গত ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে বাইক নিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। পথে ঘটে যায় দুর্ঘটনা। দ্রুত গতিতে আসা ডায়মন্ড হারবারগামী একটি বেসরকারি বাস ধাক্কা দেয় ওই বাইকে থাকা ওই পুলিশ কর্মীকে। সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় ছিটকে পড়েন পলাশ। এরপর বাসটি পুলিশ কর্মীর শরীরের উপর দিয়ে চলে যায়। স্থানীয়রা টের পাওয়ামাত্রই পুলিশ কর্মীকে উদ্ধারের কাজে হাত লাগায়। খবর দেওয়া হয় থানায়। গুরুতর আহত অবস্থায় পলাশবাবুকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনার পর সঙ্গে থাকা নথি থেকে মৃতের পরিচয় জানা গিয়েছে। ইতিমধ্যেই পরিবারে খবর দেওয়া হয়েছে। দেহ ময়নাতদন্তের পর তুলে দেওয়া হবে পরিবারের হাতে।

সামান্য পারদ কমল তিলোত্তমায়, ঠান্ডা থেকে নিস্তার নেই দুই বঙ্গের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ জানুয়ারি ঃ আপাতত তাপমাত্রার খুব একটা হেরফের হওয়ার সম্ভাবনা নেই, তবুও আগের দিনের তুলনায় সোমবার সামান্য বাড়ল কলকাতার তাপমাত্রা। এদিন কলকাতার তাপমাত্রা বেড়ে ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে পৌঁছেছে। গত তিন দিন যে ভাবে হাড় কাঁপানো ঠান্ডায় কাবু হয়েছিল মহানগরী, সোমবার শীতের সেই দাপট উধাও হয়ে গিয়েছে। তবে স্বাভাবিকের চেয়ে তাপমাত্রা কম রয়েছে সোমবারও। সোমবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি কম, ১৩.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকবে ২৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তিলোত্তমায় তাপমাত্রা বাড়লেও, জেলায় জেলায় শীত বেশ ভালোই মালুম হয়েছে। কনকনে ঠান্ডায় কেঁপেছে গ্রাম বাংলা। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা ঘন কুয়াশাচ্ছন্ন ছিল। এদিকে, তাপমাত্রা বৃদ্ধির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। আবহবিদরা জানিয়েছেন, আগামী দু'দিন তাপমাত্রার খুব একটা হেরফের না হলেও তার পর থেকে তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বাড়বে। সপ্তাহের শেষে ২ থেকে ৩ ডিগ্রি তাপমাত্রা বাড়তে পারে কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায়। উধাও হয়ে যেতে পারে শীতের আমেজ।

বাসের ধাক্কায় আহত দুই স্কুল ছাত্র

দুরন্ত বার্তা, বারাকপুর, ৯ জানুয়ারি ঃ বেলঘড়িয়ায় রেল ব্রিজের উপরে বেপরোয়া বাসের ধাক্কায় আহত হল দুই স্কুল ছাত্র। ঘটনাকে কেন্দ্র করে সোমবার এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা রয়েছে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় ওই দুই ছাত্রকে উদ্ধার করে পাশেই বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘাতক বাসের চালক পলাতক। ঘটনাস্থলে বেলঘড়িয়া থানার পুলিশ। এদিন স্কুলে যাওয়ার পথে বেলঘরিয়া হাইস্কুলের দু'জন ছাত্রকে ধাক্কা মারার অভিযোগ ওঠে ২০১ নম্বর রুটের একটি বাসের বিরুদ্ধে। স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে যান। এক টোটো চালকের সহায়তায় বাসটিকে আটক করা গেলেও, বাসের চালক এবং কন্ডাকটর বাস থেকে নেমে পালিয়ে যান। স্থানীয় বাসিন্দাদের তৎপরতায় রক্তাক্ত অবস্থায় দুই ছাত্রকে উদ্ধার করে স্থানীয় এক বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ঘটনার জেরে রীতিমতো ক্ষোভ প্রকাশ এলাকাবাসীদের। এলাকাবাসীদের অভিযোগ, প্রায়শই বেলঘরিয়া ব্রিজে এই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থলে রয়েছে বেলঘরিয়া থানার পুলিশ। এলাকায় উত্তেজনা রয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত বাস চালক ও কন্ডাকটরের খোঁজে তল্লাশি চলছে।

সফল প্রবর্তন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের

মালিগাঁও, ৯ জানুয়ারি ঃ নিউ জলপাইগুড়ি জংশনে ০৬ জানুয়ারি, ২০২৩ তারিখে বিদ্যমান প্যানেল ইন্টারলকিং-এর পরিবর্তে বৃহত্তম ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং সিস্টেম প্রবর্তন করেছে উত্তর -পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে। আমবাড়ি ফালাকাটা-নিউ জলপাইগুড়ি-রাঙ্গাপানি সেকশনে

(মোট ১৭ কিমি) প্রথম অটোমেটিক ব্লক সিগনালিং চালু করা হয়েছিল। প্রথম ট্রিপল লজিক টেকনোলজি সহ এই ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং সিস্টেমটি উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মধ্যে সর্ববৃহ। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মধ্যে এটি হলো সর্ববৃহৎ ডিস্ট্রিবিউটেড ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং সিস্টেম। সিঙ্গল ভিজুয়াল জিসপ্লে ইউনিটের জন্য ট্রিপল মনিটর ব্যবহার করা হয়েছে। মুখ্য কার্যালয়ের সাথে মেন্টানেন্স টার্মিনাল কনসোল নেটওয়ার্কিং সম্পন্ন হয়ে গেছে। আমবাড়ি ফালাকাটা-নিউ জলপাইগুড়ি-রাঙ্গাপানি সেকশনে অটোমেটিক ব্লক সিগনালিঙে ০৩টি লেভেল ক্রসিং গেট ইন্টারলক করা হয়েছে। অটোমেটিক ব্লক সিগনালিং কাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত আমবাড়ি ফালাকাটা ও রাঙ্গাপানি স্টেশন ইয়ার্ডে অল্টারনেশনও করা হয়েছে। ভিজুয়াল ডিসপ্লে ইউনিটের মাধ্যমে সমস্ত মাল্টি সেকশন ডিজিটাল অ্যাক্সেল কাউন্টার রিসেটিং করা হবে। নিউ জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি জংশন ন্যারো গজ সেকশনে হাই এভেইলেবিলিটি সিঙ্গল সেকশন ডিজিটাল অ্যাক্সেল কাউন্টার সহ ইউনিভার্সাল ফেইল সেফ ব্লক ইন্টারফেস প্রদান করা হয়েছে। প্রত্যেকটি ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং কেবিনের জন্য ইন্টিগ্রেটেড পাওয়ার সাপ্লাই ও আর্থ লিকেজ ডিটেকটর প্রদান করা হয়েছে। ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং সিস্টেম ও ভিজুয়াল ডিসপ্লে ইউনিট চালু হওয়ার ফলে আমবাড়ি ফালাকাটা-নিউ জলপাইগুড়ি-রাঙ্গাপানি সেকশনে ট্রেন পরিচালনা আরও সুবিধাজনক হয়ে উঠবে। স্টেশন ইয়ার্ডে শান্টিং আরও সহজে করা যাবে। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে আগমনের জন্য ট্রেন স্টপেজের সময় হ্রাস হবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে।

হাম ও রুবেলা প্রতিরোধে সর্বাত্মক টিকাকরণ শুরু বঙ্গে, চলবে ১১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ জানুয়ারি ঃ হাম ও রুবেলা প্রতিরোধে সর্বাত্মক টিকাকরণ অভিযান শুরু হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। এম আর ভ্যাকসিনেশন নামে এই কর্মসূচী চলবে আগামী ১১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। ৯ মাসের শিশু থেকে শুরু করে ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত যে কেউ বিনামূল্যে এই প্রতিষেধক পেতে পারে। কলকাতায় ১০ লক্ষ এবং রাজ্যে ২ কোটি ৩৩ লক্ষ শিশুকে টিকা দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। কলকাতার স্কুলগুলিতে টিকাকরণের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। কলকাতা পুর এলাকায় আড়াই হাজার স্কুলে টিকাকরণ কর্মসূচি শুরু হয়েছে। জেলাগুলিতে সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও হাসপাতালগুলিতে টিকা পাওয়া যাচ্ছে। শিশু ও কিশোরদের হাম এবং রুবেলা খুবই কষ্টদায়ক অসুখ। সঠিক সময় চিকিৎসা না করাতে পারলে এই রোগে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। তাই টিকাকরণের মাধ্যমেই এই রোগগুলি প্রতিরোধের বিষয়টি স্থির হয়েছে। ৯ জানুয়ারি, সোমবার থেকে শুরু হওয়া টিকাকরণ চলবে ১১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। হাম এবং রুবেলার মতো রোগের টিকাকরণে গতি আনতে স্কুলস্তরকে কাজে লাগিয়ে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের সচেতনতার লক্ষ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপও করেছে সরকার।

চেতলায় ঝুপড়িতে আগুন, আহত ২ শিশু-সহ দম্পতি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ জানুয়ারি ঃ কলকাতার চেতলায় ঝুপড়িতে ভয়াবহ আগুন লেগে আহত হয়েছেন ৪ জন। দুই শিশু ও তাঁদের বাবা-মা আহত হয়েছেন। সোমবার সকাল ৭টা নাগাদ ৬২২ চেতলা হাট রোডের ওই ঝুপড়িতে আগুন লাগে। তা ছড়িয়ে পড়ে পাশের ঘরেও। স্থানীয়রাই প্রথমে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান। পরে ঘটনাস্থলে যায় দমকলের ২টি ইঞ্জিন। ঘরের দেওয়াল ভেঙে দেড় ও ৫ বছরের দুই শিশু ও মা- বাবাকে উদ্ধার করা হয়। চারজনকেই এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। গ্যাস সিলিন্ডারের পাইপ লিক করে আগুন লাগে বলে স্থানীয়দের দাবি। দমকল কর্মীদের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে।

আদিবাসী মানুষদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৯ জানুয়ারি ঃ সামনের পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে হরিপাল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সোমবার আদিবাসী সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। এই উপলক্ষ্যে হরিপাল লোকো মঞ্চের ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কৃষি বিপণন ও পঞ্চায়েত দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বেচারাম মান্না, হরিপালের বিধায়িকা ডাক্তার করবী মান্না, হরিপাল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দেবাশীষ পাঠক সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। জানা গেছে প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও হরিপাল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি পালন করা হল । এই বস্ত্র দান কর্মসূচিতে আদিবাসীদের ধামসা মাদল টিম সহ প্রায় তিন হাজার আটশত ধুতি-শাড়ি বিতরণ করা হয়।

ব্যাঙ্কে চুরির চেষ্টা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৯ জানুয়ারি ঃ হাওড়ার শ্যামপুরে পরপর দুটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে চুরির চেষ্টা । রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটে । সোমবার সকালে কর্মচারীরা ব্যাঙ্কে এসে দেখেন দরজা ভাঙা। তখন তারা স্থানীয় থানায় খবর দেন। শ্যামপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ সূত্রে খবর চুরি করার উদ্দেশ্যে দরজা ভাঙা হয়েছিল বলে প্রাথমিক অনুমান । তবে কিছু চুরি হয়নি বলে প্রাথমিক তদন্তে সামনে উঠে আসছে। এদিকে যে দুটি জায়গায় ব্যাঙ্ক দুটি অবস্থিত সেখানে রাস্তায় কোনো সিসি টিভি ক্যামেরা নেই। তবে ব্যাঙ্কের ভিতর ক্যামেরা আছে। তবে রাতের বেলায় ব্যাঙ্কের ঘর অন্ধকার ছিল। স্থানীয় সূত্রে খবর ব্যাঙ্কের জানালার কাঁচ ভাঙা ছিল। তাই পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত এই ঘটনায় কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

সাঁকরাইলেও দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচি, গৌতম চৌধুরী ইস্যুতে মুখ খুললেন সাঁকরাইলের তৃণমূল বিধায়িকা

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ৯ জানুয়ারি ঃ সাঁকরাইলেও হল দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচি। গৌতম চৌধুরী ইস্যুতে এবার মুখ খুললেন সাঁকরাইলের তৃণমূল বিধায়িকা। পিছন থেকেও যদি দলের সিম্বলটা সরে যায় উনিও জিরো হয়ে যাবেন। গৌতম চৌধুরী ইস্যুতে এদিন মন্তব্য করেন সাঁকরাইলের তৃণমূল বিধায়িকা। সোমবার দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচিতে সাংবাদিক সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে প্রিয়া পাল বলেন, আমি এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করব না। কারণ আমরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শ এবং তাঁকে দেখেই দল করি। সুতরাং যিনি (গৌতম চৌধুরী) একথা বলেছেন, আমি মনে করি তাঁর পিছন থেকেও যদি দলের সিম্বলটা সরে যায় উনিও জিরো হয়ে যাবেন। পাশাপাশি রাজ্যের বিরোধী দলনেতাকে তিনি মেন্টাল হাসপাতালে ভর্তি হবার কথা বলেন। তিনি বলেন উনি কি বলছেন তা আমার বোধগম্য নয়। দলে ওনার ঠিকমত জায়গা নেই। ভুলভাল বকেন। ওনার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। আপনারা দেখুন ওনাকে কোনও মেন্টাল হাসপাতালে ভর্তি করা যায় কিনা। সোমবার দিদির সুরক্ষা কবচ নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে আবাস যোজনা নিয়ে প্রিয়া পাল বলেন একথা অস্বীকার করা যায় না যে যাদের পাকা বাড়ি আছে তারাও নাম লিখিয়েছে। কিন্তু সেগুলো যাচাই করে সেই সমস্ত নাম বাতিল করা হয়েছে। হয়ত কোনও গরিব মানুষের নাম সিলেক্ট হয়েছে অনেকের এখনও নাম আসেনি। আজ ১০ জানুয়ারি থেকে শুরু করা এই দিদির সুরক্ষা কবচ শিবিরে মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে আমরা সেই নামের তালিকা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরবো। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তিস্কপ্রসূত নানা জনমুখী প্রকল্প যাতে সমস্ত শ্রেণীর মানুষ , শুধু তৃণমূল নয় সমস্ত রাজনৈতিক দলের মানুষরা এই সুবিধা পায় তার জন্য ১০ জানুয়ারি থেকে আমরা মানুষের দুয়ারে দুয়ারে যাব দিদির সুরক্ষা কবচের একজন প্রতিনিধি হিসেবে।

এদিন নিজের বিধানসভা এলাকার কয়েক হাজার জরি শিল্পীদের বিকল্প আয়েরও পরামর্শ দেন সাঁকরাইলের বিধায়ক প্রিয়া পাল। তিনি বলেন, আমার এলাকার কয়েক হাজার জরি শিল্পী রয়েছেন। কিন্তু জরি শিল্পের অবস্থা সত্যিই ভালো নয়। বিকল্প পথের সন্ধান করতে হবে। আমি জরি শিল্পীদের পরামর্শ দেবো বিকল্প চেষ্টা করুন। কোনও কাজ ছোট নয়। এটা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও বলেছেন। কোভিডের পর পরিস্থিতি সব শিল্পেরই খারাপ হয়ে গিয়েছে। এই মুহূর্তে এছাড়া আর উপায় নেই। সাঁকরাইলের জরি হাব কি ভাবে কাজে লাগানো যায় তা চেষ্টা করা হবে। তিনি আরও বলেন জরি শিল্পীদের রেডিমেড পোশাক তৈরির কাজে ট্রেনিং দেবারও কথাবার্তা চলছে। এদিন বিধায়িকাকে আবাস যোজনায় দুর্নীতি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ইতিমধ্যেই প্রচুর গরিব মানুষ ঘর পেয়েছেন। তবে এটা অস্বীকার করার জায়গা নেই পাকা বাড়ি রয়েছে অথচ আবাস যোজনায় নাম এসেছে এরকম ক্ষেত্রে সেই নাম অবশ্যই কাটার ব্যবস্থা করা হবে। আমরা চাই প্রকৃত গরিব মানুষ এই প্রকল্পের সুবিধা পান। প্রত্যেক গরিব মানুষ যারা এই সুবিধা পাবার যোগ্য সুরক্ষা কবচ কর্মসূচির মাধ্যমে আমরা সেই নামের তালিকা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দেব।

বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে শুরু হল তিনদিনের পুরন্দরপুর হাইস্কুলের ৭৫ তম বর্ষ পূর্তির অনুষ্ঠান

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, রায়দীঘি, ৯ জানুয়ারি ঃ বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সোমবার থেকে তিনদিনের শুরু হল রায়দীঘির পুরন্দরপুর হাইস্কুলের ৭৫ তম বর্ষ পূর্তির অনুষ্ঠান। বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শুরু হল পুরন্দরপুর হাইস্কুলের ৭৫ তম বর্ষ পূর্তির অনুষ্ঠান। সোমবার এই অনুষ্ঠানের সূচনা করেন রায়দিঘীর বিধায়ক ডঃ অলক জলদাতা। পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিকভাবে সূচনা হয়। ৩ দিন ধরে এই অনুষ্ঠান চলবে। এই উপলক্ষ্যে স্কুলের পক্ষ থেকে আজ এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয়। এই শোভাযাত্রায় স্কুলের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রছাত্রী সহ স্কুলের হিতাকাঙ্খীরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে এক কঠিন পরিস্থিতিতে এই স্কুল স্থাপিত হয়েছিল। সেসময় এলাকায় উচ্চশিক্ষার জন্য কোনো ভালো বিদ্যালয় ছিল না। এলাকার ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার জন্য প্রায় ১৪ থেকে ১৫ কিমি দূরের স্কুলগুলিতে পড়তে যেতে হত। ফলে তাদের কাছে পড়াশোনা করায় খুব কঠিন হয়ে দাঁড়াত সেসময়। এই সমস্যা সমাধানে এলাকায় স্থাপিত হয় পুরন্দরপুর হরমোহন হাজী দেরাজতুল্লা হাইস্কুল। এই স্কুলের জন্য হরমোহন ও হাজী দেরাজতুল্লার পরিবার জমি দান করে এলাকায় হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতির অনন্য নজির সৃষ্টি করেন। সেই থেকেই স্কুলের নাম হয়ে যায় পুরন্দরপুর হরমোহন হাজী দেরাজতুল্লা হাইস্কুল। তারপর থেকে কেটে গিয়েছে প্রায় ৭৫ টি বছর। অনেক ভাঙাগড়ার মধ্যে দিয়ে উঠে এসেছে বর্তমান স্কুলটি। স্কুলে বর্তমানে আধুনিক মানের ক্লাসরুম থেকে শুরু করে পানীয় জলের ব্যবস্থা সবই রয়েছে। এদিন পতাকা উত্তোলন, প্রদীপ প্রজ্বলন এবং স্কুলের ঐতিহ্য তুলে ধরতে একাধিক ট্যাবলো বের করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠান নিয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিরঞ্জন দাস জানান, স্কুলের ৭৫ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানের সূচনা হয়েছে। এরপর থেকে আগামী ৩ দিন একাধিক অনুষ্ঠান চলবে। অনুষ্ঠানে মধ্যে মাজিক শো ও বিশিষ্ট সংগীত শিল্পীর মাধ্যমে সংগীত পরিবেশন এই অনুষ্ঠানটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলবে। এলাকার মানুষের সহায়তায় আগামী দিনে এই ভাবে এগিয়ে চলতে চাই আমরা।

খুব শীঘ্রই উত্তর হাওড়ায় মা ক্যান্টিন, ঘরে ফেরা প্রকল্পও শীঘ্র চালু হতে চলেছে জানালেন উপ-প্রশাসক

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৯ জানুয়ারি ঃ খুব শীঘ্রই উত্তর হাও।ায় চালু হবে মা ক্যান্টিন। ঘরে ফেরা প্রকল্পও শীঘ্র চালু হতে চলেছে। প্রকল্প এলাকা সরোজমিন করে জানালেন পুরসভার উপ-প্রশাসক। পুরসভার এনইউএলএম দপ্তরের উদ্যোগে উত্তর হাওড়ায় এবার মা ক্যান্টিন এবং ঘরে ফেরা এই দুই প্রকল্প শীঘ্র চালু হতে চলেছে। প্রকল্পের কাজ সোমবারই পরিদর্শন করেন পুর আধিকারিকরা। উত্তর হাওড়ার বাঁধাঘাট এলাকায় পুরসভার এনইউএলএম দপ্তরের তরফ থেকে মা ক্যান্টিন এবং শেল্টার ফর আরবান হোমলেস ফর মেল এই দুটি প্রকল্প চালু হতে চলেছে। এই প্রকল্প শুরুর আগে সোমবার দুপুরে প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন হাওড়া পুরনিগমের প্রশাসকমন্ডলীর ভাইস চেয়ারপার্সন সৈকত চৌধুরী, পুরসভার সেক্রেটারি সহ বিভিন্ন বিভাগীয় আধিকারিকরা। সৈকত চৌধুরী বলেন, আমরা খুব শীঘ্রই সেখানে মা ক্যান্টিন চালু করতে চলেছি। এবং ঘরে ফেরা অর্থাৎ শেল্টার ফর আরবান হোমলেস ফর মেল এই দুটি প্রকল্প সেখানে চালু করতে চলেছি। সালকিয়ার বাঁধাঘাট এলাকায় যেখানে এই প্রকল্প হচ্ছে তার টপ ফ্লোরে থাকবে মা ক্যান্টিনের কিচেন। যেখানে রান্নাবান্না হবে। এবং তার নিচের তলাটি শেল্টার ফর আরবান হোমলেস ফর মেল, এদের জন্য ব্যবহার করা হবে। ইতিমধ্যেই হাওড়ার কৈপুকুরে শেল্টার ফর আরবান হোমলেস ফর উওম্যানদের জন্য

একটি সেন্টার রয়েছে। যাদের ঘরবাড়ি নেই এরকম মহিলারা সেখানে থাকেন। সেরকমই উত্তর হাওড়ার বাঁধাঘাটে আশ্রয়হীন পুরুষদের জন্য সেন্টার করা হচ্ছে। এই দুটি প্রকল্পই আমরা খুব শীঘ্রই চালু করতে চলেছি, এনইউএলএম দপ্তরের তরফ থেকে। উত্তর হাওড়ার বিধায়ক গৌতম চৌধুরী সঙ্গে আমাদের কথা হযেছে। আমরা আশা করছি এই দুটি প্রকল্প চালু হলে একদিকে যেমন মা ক্যান্টিনের মাধ্যমে নিম্নবিত্ত এলাকার বহু মানুষ মাত্র পাঁচ টাকার বিনিময় দুপুরের ভাত, ডাল, ডিমের তরকারি পাবেন, এর পাশাপাশি ওই হোমলেস শেল্টারে প্রায় ২৫ জনের মতো আশ্রয়হীন পুরুষ থাকতে পারবেন যাদের মাথার ওপর ঘর নেই।

আবাস যোজনার দুর্নীতির প্রতিবাদে রায়দীঘিতে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ বিজেপির

দুরন্ত বার্তা, রায়দীঘি, ৯ জানুয়ারি ঃ আবাস যোজনার দুর্নীতির প্রতিবাদে রায়দীঘির কোম্পানির ঠেকে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালো বিজেপি। ঘটনাস্থলে পুলিশ গেলেও অবরোধ তুলতে অনড় বিজেপি কর্মীরা। এরই জেরে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে রায়দীঘি রোড। বিজেপির সুন্দরবন জেলা সভাপতি প্রদ্যুৎ বৈদ্যের অভিযোগ, আবাস যোজনার তালিকায় যোগ্য প্রাপকদের নাম নেই। তৃণমূল ঘনিষ্ঠ ও তৃণমূল নেতাদের যাদের পাকা বাড়ি রয়েছে তালিকায় তাদের নাম রয়েছে। এরই প্রতিবাদে সোমবার দুপুরে মথুরাপুর দু'নম্বর ব্লকে বিজেপির পক্ষ থেকে ডেপুটেশন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। কিন্তু বিডিও অফিসে বিডিও ও জয়েন্ট বিডিও উপস্থিত না থাকায় বিজেপি কর্মীরা কোম্পানির ঠেক মোড় অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করে। ঘটনাস্থলে রায়দীঘি থানার পুলিশ পৌঁছে অবরোধকারীদের সাথে কথা বললেও নিজেদের অবস্থানে অনড় বিজেপি কর্মীরা। যার জেরে দীর্ঘক্ষন অবরুদ্ধ রায়দীঘি রোড। অন্যদিকে মথুরাপুর ২ নম্বর ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক জানান, গঙ্গাসাগর মেলার জন্য তিনি বাইরে রয়েছেন ডেপুটেশন জমা করার জন্য অফিসে নির্দিষ্ট প্রতিনিধি রয়েছে। পথ অবরোধের ঘটনা কাম্য নয়।

গোঘাটে কংসাবতী ক্যানেলের জলে বিঘার পর বিঘা আলু জমি নষ্ট হচ্ছে

গোপাল রায়, আরামবাগ, ৯ জানুয়ারি ঃ কংসাবতী কোরানের জলে বিঘার পর বিঘা আলু জমিতে জলে ডুবতে বসেছে। ঘটনাটি ঘটেছে গোঘাট এক নম্বর ব্লকের সাওরা, কুমোরশা বালি অঞ্চলে। হঠাৎ করি কংসাবতী ক্যানেলের জল রবিবার রাত থেকে হু হু করে জল ডুকছে আলু জমিতে। কোনরকম ভাবে পাম্পের সহজে আলু জমি থেকে জল বের করে দিচ্ছে। যে চাষীরা জল বের করতে পারছে না আলু পচে যাওয়ার আতঙ্কে আলু চাষীরা। চাষীরা জানান, বিঘা প্রতি কুড়ি হাজার পঁচিশ হাজার টাকা খরচ করে আলু বসিয়েছেন। হঠাৎ করে এই অকাল বান নাই আলু নষ্ট হয়ে গেলে চাষীরা পথে বসে যাবে মনে করছেন। কেউ কেউ আলু চাষিরা ব্যাংক থেকে ও মহাজনের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে আলু বসিয়েছেন। কিভাবে তারা ঋণ শোধ করবে তাই চিন্তায় আলু চাষীরা। চাষীদের দাবি অবিলম্বে এই ক্যানেলগুলি মেরামত করা খুবই দরকার নইলে বিগার-পড় বিগার আলু জমি নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে। কারণ এই জল জমিতে ঢুকে গেলে ৪-৫ দিন আলু জমিতে জল জমে থাকবে। এরপরই আলু পচন ধরবে বলে মনে করছেন আলু চাষীরা। গতকাল রাত থেকে এখনো পর্যন্ত হুব করে জল ঢুকছে।

পঞ্চায়েত ভোটের আগে আবার উদয়নারায়ণপুরে বড়সড় ভাঙ্গন বিজেপিতে

দুরন্ত বার্তা, উলুবেড়িয়া, ৯ জানুয়ারি ঃ পঞ্চায়েত ভোটের আগে আবারও উদয়নারায়ণপুরে বড়সড় ভাঙ্গন বিজেপিতে। গত বিধানসভা নির্বাচনে উদয়নারায়নপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সুমিত রঞ্জন কাঁড়ার যোগ দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসে।

কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে ও নিত্য প্রয়োজনীয় মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে উদয়নারায়নপুরের ভবানীপুরে প্রতিবাদ সভা করে উদয়নারায়নপুর কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেস। সেই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভাতেই তৃণমূলের দলীয় পতাকা তুলে নিলেন বিধানসভার নির্বাচনের তার প্রতিদ্বন্দ্বী তথা বর্তমান বিধায়ক সমীর পাঁজার হাত থেকে । এদিন প্রায় দু'হাজার কর্মী বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেয়। এই যোগদানের ফলে পঞ্চায়েত ভোটের আগেই কার্যত বিরোধী শূন্য হয়ে পড়ল উদয়নারায়নপুর কেন্দ্রের পঞ্চায়েতগুলি।

হুগলি জেলা জুড়ে শুরু হল হাম ও রুবেলার টিকাকরণ অভিযান

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৯ জানুয়ারি ঃ সারা রাজ্যের সঙ্গে আজ হুগলি ইমামবাড়া জেলা হাসপাতালে সকাল ১১টায় শুরু হয় হাম ও রুবেলার টিকাকরণ অভিযান। এই উপলক্ষ্যে সেখানে উপস্থিত ছিলেন হুগলি জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক রমা ভূঁইয়া। প্রথমে একটি নয় মাসের শিশুকে এবং পরে একটি পনের বছরের কিশোরীকে টিকা দিয়ে এই কার্যক্রম শুরু হয়। জানা গেছে হাম ও রুবেলা প্রতিরোধে প্রায় সাড়ে এগারো লক্ষ শিশু ও কিশোর কিশোরীকে হাম ও রুবেলার টিকা দেওয়া হবে। আগামী পাঁচ সপ্তাহ ধরে এই টিকাকরণ চলবে। জেলার সিঙ্গুর গোলাপ-মহিনি মল্লিক বিদ্যালয় এবং হরিপাল সহ জেলার অন্যান্য স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এই টিকাকরণ শুরু হয়েছে। পাঁচ হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে হাম ও রুবেলার টিকা দেওয়া হবে। জানা গেছে একটি টিকার মাধ্যমে হাম রুবেলা প্রতিরোধ করা যাবে।

ইস্পাত এক্সপ্রেসের কাপলিং খুলে দুর্ঘটনায় চার কর্মী সাসপেন্ড

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৯ জানুয়ারি ঃ ওড়িশাগামী ইস্পাত এক্সপ্রেসের কাপলিং খুলে দুর্ঘটনায় চার কর্মীকে সাসপেন্ড করা হয়েছে বলে জানা গেছে। রবিবার সকাল ৮টা ৪৩ মিনিট নাগাদ হাওড়া ছাড়ার পর ট্রেনটি হাওড়ার বাকসাড়া গেট পেরানোর সময় আচমকাই ৩ ও ৪ নম্বর বগির মাঝের কাপলিং খুলে যায়। ফলে ওই ট্রেনটির ইঞ্জিন ট্রেনের মাত্র দুটি কামরা নিয়ে বেরিয়ে যায়। বাকি কামরা লাইনের ওপরেই দাঁড়িয়ে পড়ে। ঘটনার সময় ট্রেনের গতি কম থাকায় কোনও বড়ো বিপদ ঘটেনি। রবিবার সকালে ঘটনার পরই দক্ষিণ - পূর্ব রেল ওই ঘটনার বিভাগীয় তদন্ত শুরু করে। প্রাথমিক তদন্তে উঠে আসে সাঁতরাগাছি কারশেড ইউনিট কোচ দুটি জোড়ার কাজ করেছিল। এরপর ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন নেওয়া হয় তাদের বিরুদ্ধে। দক্ষিণ- পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক জানান, এদের সাসপেনশন চলবে। তদন্তে গাফিলতি পাওয়া গেলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে দিদির রক্ষাকবচের কথা ঘোষণা করলেন মনোজ তিওয়ারি

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৯ জানুয়ারি ঃ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্বেই ঘোষণা করেছিলেন রক্ষাকবচের কথা। এদিন সোমবার শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী

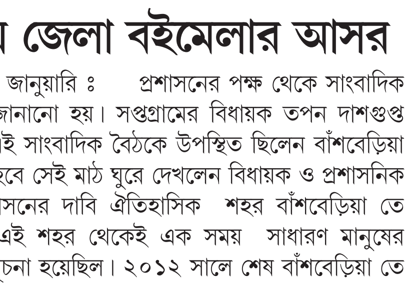

মনোজ তিওয়ারি তার নিজের হাওড়া কদমতলায় সাংবাদিক সম্মেলন করে ঘোষণা করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অনুসারে মানুষের কাছে জনমুখী বার্তা পৌঁছে দেবার জন্য সমস্ত কর্মী ও নেতা-নেত্রী বর্গদের । উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কর্পোরেশনের ভাইস চেয়ারপারসন দেবাংশু দাস , শিবপুর ব্লক তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী রিনা মল্লিক, শিবপুরের সভাপতি মহেদ্র শর্মা ও যুব সভাপতি শুপ্রভাত মশাট ও আই এন টি টি উ সির সভাপতি স্বপনেন্দু সাহা সহ আরো অনেকে।

বাঁশবেড়িয়ায় জেলা বইমেলার আসর

বনস্পতি দে, হুগলি, ৯ জানুয়ারি ঃ প্রশাসনের পক্ষ থেকে সাংবাদিক বৈঠক করে এই খবর জানানো হয় । সপ্তগ্রামের বিধায়ক তপন দাশগুপ্ত সহ প্রশাসনের কর্তারা এই সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বাঁশবেড়িয়া তে, যে মাঠে বইমেলা হবে সেই মাঠ ঘুরে দেখলেন বিধায়ক ও প্রশাসনিক অফিসাররা । জেলা প্রশাসনের দাবি ঐতিহাসিক শহর বাঁশবেড়িয়া তে আছে নানান সাংস্কৃতি এই শহর থেকেই এক সময় সাধারণ মানুষের গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল । ২০১২ সালে শেষ বাঁশবেড়িয়া তে জেলা বইমেলা হয়েছিল তারপর অনেক অপেক্ষার পর আবার ১০ বছর পর এখানে হচ্ছে জেলা বইমেলা। এবার ৩৬ তম জেলা বইমেলা আযজেনের মাধ্যমে বাঁশবেড়িয়াকে ইতিহাসের পাতায় সম্মান দেওয়ার জন্য এখানে আয়োজন করা হয়েছে । জেলা প্রশাসন জানিয়েছে ১১ জানুয়ারি থেকে ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত বইমেলা চলবে। ১০০ টি বইয়ের স্টল থাকবে এই মেলার উদ্বোধন করবেন গ্রন্থাগার মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী এছাড়া সঙ্গে থাকবেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক নলিনী বেরা এছাড়াও শিল্পী কলা কুশলীরা মেলার দিনগুলিতে থাকবেন। থাকছে অনেক প্রকাশনা সংস্থা ।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৮ বর্ষ, দৈনিক ৪১ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ২৫ পৌষ, ১৪২৯

পশ্চিমবঙ্গে জঙ্গি

পশ্চিমবঙ্গ সীমান্ত অঞ্চল হওয়ার ফলে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা এনআইএ কড়া নজর রাখতে শুরু করে দিয়েছে। তারওপরে রয়েছে এসটিএফ। এসটিএফও এখন সন্ত্রাসবাদী জঙ্গিদের ব্যাপারে গোপনে খোঁজ খবর নিতে শুরু করে দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গিদের নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে দিয়েছিল আইএস। আইএসদের সঙ্গে বাংলার জঙ্গি সংগঠনের যোগাযোগ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। কলকাতা পুলিশের এসটিএফ এবং স্পেশাল টাস্ক ফোর্স জানিয়েছে যে হাওড়ার টিকিয়াপাড়া থেকে ধৃত সনেহদভাজন জঙ্গিরা শুধু জেহাদি তৎপরতার মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখেনি। তারা রীতিমতো সুইসাইড স্কোয়াড তৈরি করতে উদ্যোগী হয়েছিল। এদের সঙ্গে পাকিস্তানের আইএসআইয়ের যোগ ছিল বলে জানতে পারা গিয়েছে। পাকিস্তানের আইএসআই এখন ভারতের অভ্যন্তরে জঙ্গিদের সক্রিয় করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। জি-২০ সম্মেলনে যাতে কোনও রকম জঙ্গি হামলা না হতে পারে তার জন্য গোপনে নজরদারি ব্যবস্থা করেছে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ। এসটিএফ জানতে পেরেছে যে কলকাতা বেশ কয়েকটি স্পর্শকাতর এলাকায় জঙ্গি প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু হয়েছিল। এসটিএফ দাবি করেছে যে ধৃতদের গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সব খবর প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। এখনও বহু তথ্য অজানা রয়েছে। সেই সব তথ্য খোঁজার চেষ্টা করা হচ্ছে। কীভাবে ভিন দেশি জঙ্গিদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হতো তাও খতিয়ে দেখা শুরু হয়েছে। সমাজ মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রুপ খুলে সেখান থেকে ক্যাডার সংগ্রহ করা হতো। তারপরে তাদের সঙ্গে রীতিমতো সুসম্পর্ক তৈরি করে প্রলোভন দেখিয়ে তাদেরকে দলের মধ্যে নিয়ে আসা হতো। তারপরে চলতো প্রশিক্ষণ। এই সব প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের প্রয়োজন হলে বিদেশ থেকে ট্রেনিং দেওয়ার ব্যাবস্থা করা হতো। ইদানিং তারা অস্তর এবং বিস্ফোরক জোগাড় করার ব্যবস্থা করছিল। প্রজাতন্ত্র দিবসের আগে কোনও রকম নাশকতার তৈরি করার পরিকল্পনা ছিল কিনা তা খতিয়ে দেখতে শুরু করে দিয়েছে এসটিএফ। ধৃতদের আরও জিজ্ঞাসাবাদ করতে দিল্লির থেকে এনআইএ গোয়েন্দারা কলকাতায় আসছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। এদিকে বিএসএফকে সতর্ক হয়ে থাকতে বলা হয়েছে। সীমান্ত পার হয়ে কোনও সন্দেহজনক ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে যেন গ্রেফতার করা হয়। এসটিএফ থেকে দাবি করা হযেছে যে ধৃতদের সঙ্গে আইএসআইএস সঙ্গে যোগ ছিল। সেখান থেকে বার্তা এসে জঙ্গি শিবিরে পৌঁছাত। সেই সব বার্তায় সাংকেতিক ভাষা লেখা থাকতো। তা উদ্ধার করা হয়েছে। সেই সব সাংকেতিক ভাষাকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। জঙ্গিদের শাখা কোথায় কোথায় আছে তার অনুসন্ধান শুরু হয়েছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। সমাজমাধ্যমে টেলিগ্রাম ব্যবহার করে যোগাযোগ স্থাপন করা হতো। টেলিগ্রামগুলিতে জেহাদি প্রচার করা পাশাপাশি আত্মঘাতী বাহিনী তৈরি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হতো। আত্মঘাতী বাহিনীর সদস্য করা হতো যার কোনও পিছু টান ছিল না এই রকম সব যুবকদের ধরে। তাদেরকে গোপনে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল জঙ্গির শিবির। এই সম্পর্কে জড়িত রয়েছে বেশ কিছু চ্যানেল। সেই সব চ্যানেলগুলির সঙ্গে পশ্চিম এশিয়ার সিরিয়া দেশসহ বিভিন্ন দেশের জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। টেলিগ্রাম চ্যানেলের মাধ্যমে জঙ্গিরা তাদের তৎপরতা বৃদ্ধি করতে শুরু করেছিল। সৌদি জঙ্গিদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে শুরু করে দিয়েছিল বলে জানতে পারা গিয়েছে। তবে এই সব জঙ্গি সংগঠনের মাথা কে তার খোঁজার চেষ্টা করা হচ্ছে। আসল নেতা কে তা এখনও জানতে পারা যায়নি। তবে তার সন্ধান শুরু হয়েছে। সে ভারতে থাকেন কিনা তাও জানা যায়নি। তবে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। ল্যাপটপ, মোবইল দিয়ে জঙ্গিরা বাইরের জঙ্গিদের সঙ্গে কথা বলতো। তাদের সঙ্গে ভিডিও আলোচনা হতো বলে জানতে পারা গিয়েছে। সেই সব আলোচনা হতো প্রায় রাত গভীর হলে। সকলেই যখন ঘুমিয়ে পড়তো তখন সারা রাত জেগে এই সব ভিডিও জঙ্গি কথাবার্তা চালু হতো বলে জানতে পারা গিয়েছে। লালবাজার পুলিশ তৎপরতার সঙ্গে এই সব দিকের ওপরে গভীর নজর রাখতে শুরু করে। তার ফলে অতি দ্রুত সব কিছু পরিস্কার হয়ে গিয়েছিল লালবাজারের গোয়েন্দাদের কাছে। হাতে সময় নষ্ট না করে তারা গ্রেফতার করতে শুরু করে। কলকাতার আর কোথায় কোথায় ঘাঁটি রয়েছে তা জানার চেষ্টা করা হচ্ছে। সেই সব গোপন স্থানে তল্লাসি করা শুরু করে দিয়েছে লালবাজারের গোয়েন্দা পুলিশ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতর থেকে বারবার বলা হয়েছিল যে জঙ্গি সংগঠন তৈরি যাতে না হতে পারে তার দিকে নজর রাখতে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে খবর ছিল যে সীমান্ত পার হয়ে বহু জঙ্গিরা পশ্চিমবঙ্গে আত্মগোপন করার চেষ্টা করছে। তারা বাংলাদেশে থাকতে পারছে না। বাংলাদেশ সরকার তাদের ধরলে একেবারে ফাঁসি দিয়ে দিতে পারে বা আজীবন কারাদণ্ড দেওয়ার কথা ভাবতে পারে। সেই কারণে তারা আত্মগোপন করে পশ্চিমবঙ্গে থাকার চেষ্টা করতে শুরু করে দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করা অতি সহজ ব্যাপার। কোনও রকমভাবে বনগাঁ রেল ধরতে পারলে একেবারে শিয়ালদহ। তার পরে ভিড়ের মধ্যে মিশে যাওয়া। এদিকে কলকাতা পুলিশ সাদা পোশাকে পুলিশকে চারদিকে ছড়িয়ে দিতে শুরু করে দিয়েছে। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হতে শুরু করেছে জি-২০ সম্মেলন। এই সম্মেলন যাতে বাধা সৃষ্টি না করতে পারে তার দিকে কড়া নজরদারির ব্যবস্থা করেছে কলকাতা পুলিশ। ভিআইপিদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা কঠোর করা হয়েছে। সর্বত্র নজর রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এদিকে লালবাজার থেকে জানতে পারা গিয়েছে যে ধৃতদের নির্দিষ্ট কেনও পরিকল্পনা ছিল কিনা তা জানার চেষ্টা করা হচ্ছে। তবে সব কিছুই জানার চেষ্টা চলছে। নির্দিষ্ট করে বলার সময় এখনও আসেনি। আবার তল্লাসির জন্য সব কথা খুলে বলাও সম্ভব নয় বলে লালাবাজার থেকে জানতে পারা গিয়েছে। এসটিএফ সূত্র থেকে বলা হয়েছে যে সাদ্দাম মাথা হিসাবে কাজ করছিল। সইদকে জঙ্গি সংগঠনে যুক্ত করেছিল সে।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

যার কাছ থেকে সকল ধরনের সহযোগীতা পেয়ে, পালন পোষণ পেয়ে আজ আমি পূর্ণ, তার শরীর হতে আমার শরীর আর এই মহান মানুষটিকেই আমরা পিতা বলি।।।।

কালী সাধক বামাক্ষ্যাপা

আসলে মা তারাপীঠই হচ্ছে মা। তিনি শক্তি। ভক্তি। তার মতো শক্তি আর কারোর নেই। শ্যামা ভবতারিণীর শক্তি সবচেয়ে বেশি। গোটা বিশ্বকে পরিচালিত করার ক্ষমতা রাখে মা কালী। তিনি হচ্ছেন আদ্যাশক্তি মাতা। শশ্মানচারিনী মাতা। জীবনে চলতে গেলে শশ্মানচারিনী মাতার শক্তির প্রয়োজন। আদ্যাশক্তির প্রয়োজন রয়েছে। শশ্মানচারিনী মাতার বলেও চলাফেরা করা সম্ভব। সেই শশ্মানচারিনী মাতার শক্তি দিয়েই মানুষ চলাফেরা করে। তিনি অসীম শক্তির অধিকারিণী। এই শক্তি অনুভব করা যায় চোখে দেখতে পাওয়া যায় না। শশ্মানচারিনী মাতা বিপদ থেকে সবাইকে মুক্ত করতে পারেন। আদ্যামা সবাইকে অভয় দান করে থাকেন। শশ্মানচারিনী মাতা বামাক্ষ্যাপাকে বলেছিলেন, ভয় কি আমি আছি। আমি তোকে যে শক্তি দিয়েছি। তুই পারবি বিপদ থেকে মানুষকে উদ্ধার করতে। বামাক্ষ্যাপা তা পেরেছিলেন। অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করতে সক্ষম হন।

পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল কবি কেশরি নাথ ত্রিপাঠী

তিনি বিশ্বাস করতেন রাজনীতি মানেই হচ্ছে মানব উন্নয়ন

রবীন্দ্রকুমার শীল

পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল কেশরি নাথ ত্রিপাঠী ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। তিনি ভালো কবিতা লিখতে পারতেন। রাজনীতির করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সাহিত্য রচনা করার প্রতি আকৃষ্ট হন। কলকাতার রাজভবনে থাকার সময়ে তিনি বাংলার কবিদের নিয়ে কবি সভার আয়োজনও করতেন। তবে তিনি যখন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ছিলেন তখন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজ একেবারে উত্তাল হয়ে উঠেছিল। তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য হয়ে ছাত্রদের বলেছিলেন রাজনীতি ছেড়ে পাঠে মনোসংযোগ করতে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের আসার একটি মাত্র উদ্দেশ্য হল ভালোভাবে শিক্ষা গ্রহণ করা। রাজনীতি করা নয়। কিন্তু ছাত্র সমাজ তাঁর কথাকে একেবারে গ্রাহ্য করেনি। বরং আরও বেশি করে ছাত্র সমাজ উগ্র মূর্তি ধারন করতে শুরু করে দিয়েছিল। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে সহ্য করতে পারছিল না ছাত্র সমাজ। তাঁকে উপাচার্য পদ থেকে চলে যাওয়ার দাবি উঠতে শুরু করে। সেই সময়েকার শিক্ষা মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গেও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংঘাত চরমে উঠেছিল। একটি সময়ে ছাত্র সমাজ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে অংশ গ্রহণ করতে একেবারে রাজি ছিল না। তারা কনভোকেশন বয়কট করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। কিন্তু কিছু কিছু ছাত্র ছাত্রী আবার কনভোকেশনে যোগ দিয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শংসাপত্র রাজ্যপাল কেশরি নাথ ত্রিপাঠির হাত থেকে নিতে অস্বীকার করে। তারা পরিস্কার করে মঞ্চে দাঁড়িয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং বেশ কয়েকজন প্রশাসনিক কর্তাদের বিরুদ্ধে স্লোগান তুলেছিল। তাদেরকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে প্রবেশ না করতে দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে ছাত্র সমাজ। ছাত্র সমাজের সঙ্গে যখন চরম দ্বন্ধে উপস্থিত সেই সময়ে উপাচার্য অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে সরিয়ে দেওয়া হল। তাঁকে অন্যত্র উপাচার্য করা হয়। যাদবপুর বিশবিবিদ্যালয়ের বিশৃঙ্খলা রুখতে সেখানে উপাচার্য হয়ে আসেন সুরঞ্জন দাস। তিনি তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। সুরঞ্জন দাস উপাচার্য হয়ে আসার পর পরিস্থিতি খানিকটা স্বাভাবিক হয়েছিল। রাজ্যপাল ত্রিপাঠী কোনও সময়ে সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মত দেননি। তিনি যেটাকে ভুল বলে মনে করতেন সেই বিলের ব্যাপারে মন্ত্রীসভার সঙ্গে আলোচনা করে তার সমাধান সূত্র বের করতেন। তার ফলে রাজনৈতিক উত্তেজনা ছাত্র সমাজে বইতে থাকলে রাজ্যপাল কেশরি নাথ ত্রিপাঠী বেশ বুদ্ধি করে তার সমাধান করতেন। তিনি ধৈর্যশীল রাজ্যপাল ছিলেন। ১০ জানুয়ারি ১৯৩৪ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১৪ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত রাজ্যপাল হিসাবে পশ্চিমবঙ্গে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এছাড়াও তিনি বিহার, মিজোরাম এবং মেঘালয়ের রাজ্যপাল ছিলেন। ভারতীয় জনতা পার্টির সদস্য ছিলেন। উত্তর প্রদেশের বিধানসভার স্পিকার এবং উত্তর প্রদেশে ভারতীয় জনতা পার্টির সভাপতি ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেন শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আদর্শকে গ্রহণ করে। শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় একজন প্রকৃত ভারত প্রেমী ছিলেন বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় শুধু রাজনীতিবিদ

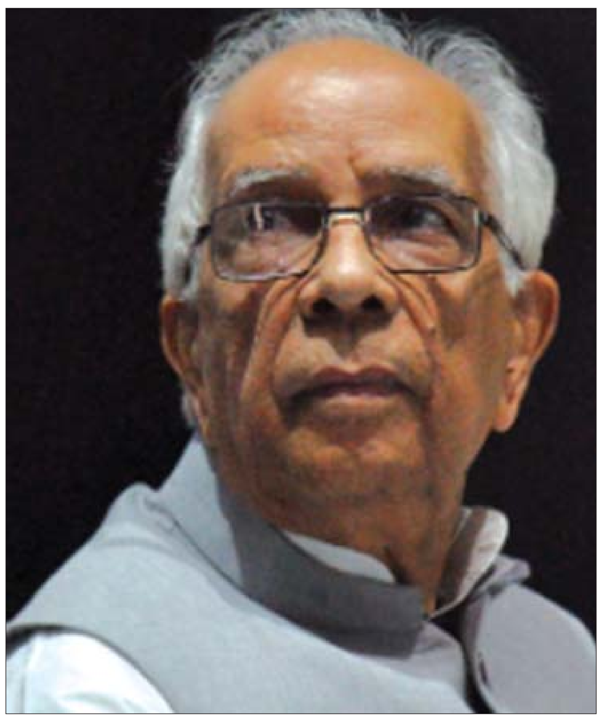

ছিলেন না তিনি শিক্ষাবিদও ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তাঁর পিতা স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় স্বনাম ধন্য উপাচার্য ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের। শ্যামা প্রসাদের আদর্শকে সমানে রেখে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেন কেশরিনাথ ত্রিপাঠী। তিনি ছাত্র জীবন থেকেই শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের একজন গুণমুদ্ধ ভক্ত ছিলেন। তিনি কবিতা রচনা করতে বেশি আগ্রহী। তাঁর রচিত কবিতা একটি সময়ে বহু পত্রপত্রিকায় প্রকাশ লাভ করে। পিতার নাম হরিশ চন্দ্র ত্রিপাঠী। মাতার নাম শিব দেবী। তিনি ছয় বার বিধানসভার সদস্য হয়েছিলেন। ১৯৭৯ সালে উত্তর প্রদেশে ক্যাবিনেট মন্ত্রীও ছিলেন। ১৯৮০ সালে তিনি বিজেপিতে যোগদান করেন। তবে কেশরি নাথ ত্রিপাঠী একেবারে গান্ধিবাদী নেতা হিসাবে পরিচিত ছিলেন। তিনি গান্ধি দর্শনের ভক্ত ছিলেন বলা যেতে পারে। তিনি এলাহাবাদ হাইকোর্টে আইনজীবী হিসাবে কাজও করেছেন। তিনি সাহিত্য রচনায় পারদর্শী ছিলেন। তাঁর রচনা কবিতার বইগুলির নাম হল 'মননুকৃতি' এবং 'আয়ুপঞ্ছ'। রাজভবনের থাকার সময়ে তিনি বাংলা ভাষা শেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি রাজভবনে থাকার সময়ে বাংলা ভাষা চর্চা করতে শুরু করেন। তিনি বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে গেলে বাংলা ভাষা পড়তে এবং বুঝতে হবে। তবেই রবীন্দ্রনাথকে বুঝতেপারা সম্ভব হবে। রবীন্দ্র সাহিত্য রস গ্রহণ করা সম্ভব হবে যদি বাংলা ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করা যায়। হিন্দি কবি হিসাবে তিনি খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তিনি কয়েকটি বইও লিখেছিলেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'দ্য এজ অব উইংস', 'সঞ্চয়িতা', 'গন্তব্য যিশু', 'দ্য ইমেজ' ইত্যাদি। রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করলেও তিনি রাজনৈতিক দ্বন্ধকে এড়িয়ে চলতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন রাজনীতি মানেই হচ্ছে মানব উন্নয়ন। সেখানে কোনও বিবাদ থাকতে পারে না। রাজনীতিবিদদের উচিত হচ্ছে মানব বিকাশকে সহযোগিতা করা। তিনি প্রধানমন্ত্রী মোদির প্রতি বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি মনে করতেন মোদি যেভাবে ভারতকে একটি মহান দেশে পরিণত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন তার মধ্যে সত্য লুকিয়ে রয়েছে। ভারতকে বিকাশশীল দেশে পরিণত হতে হবে। তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। কেন্দ্র রাজ্য বিবাদ মিটিয়ে ফেলে উভয় সরকারকে একযোগে দেশের বিকাশকে অগ্রসর করিয়ে দেওয়া উচিত। রাজ্য কেন্দ্র বিবাদ থাকলে উন্নয়নে গতি একেবারে শ্লথ হতে থাকবে। উন্নয়ন হবে না। মানব বিকাশ একেবারে থমকে যাবে। সেই কারণে তিনি কোনও সময়ে কেন্দ্র রাজ্য বিবাদকে বেশি প্রশ্রয় দিতেন না। কেন্দ্র রাজ্য বিবাদের মধ্যে তিনি মৈত্রীর সেতু হয়ে কাজ করতেন কেশরিনাথ ত্রিপাঠী। এখানেই তাঁর রাজনৈতিক করিশমা। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী যখন বিজেপি বিরোধী তখন কিন্তু খুবই ঠাণ্ডা মাথায় পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনকে পরিচালনা করে গিয়েছেন। বিধানসভার কোনও বিল তৈরি করতে বাধা দান করেননি। তিনি মনে করতেন পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনিক কর্তা হয়ে বহু কাজ করতে হবে। তাঁর নামেই যখন বাংলার প্রশাসন কাজ করে তখন সেই প্রশাসনিক কাজ যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে পারে তার দেখভাল তাঁকেই করতে হবে। সেই কারণে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আন্দোলনকে তিনি সমর্থন করতে পারেননি। আবার উপাচার্য যেভাবে ছাত্র সমাজের কাছে অপ্রিয় হতে শুরু করে দিয়েছিল তাতে তিনি অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। উপাচার্য ছাত্র সমাজের উন্নতির কথা বলবে। তারে পঠনপাঠনের দিকে নজর রাখবে। ছাত্র সমাজের সঙ্গে উপাচার্যের কোনও রকম কোন্দল হলে তার সমাধান করার পথ রচনা করতে হবে। কিন্তু বছর ধরে ছাত্র সমাজ উপাচার্যের বিরুদ্ধে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্মের সমালোচনা করতে থাকবে এবং পঠনপাঠন গ্রহণ করতে অপরাগ হবে তাতে মেনে নেওয়া যেতে পারে না। সেই কারণে তিনি মধ্যপন্থা অবলম্বন করে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন।

বলেছিলেন, রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেন শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আদর্শকে গ্রহণ করে। শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় একজন প্রকৃত ভারত প্রেমী ছিলেন বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় শুধু রাজনীতিবিদ ছিলেন না তিনি শিক্ষাবিদও ছিলেন।

বিলাতে জনপ্রিয় ঐতিহ্যবাহী ভবন 'ইণ্ডিয়া হাউস'

বিলাতে ভারতের হাইকমিশনের ভবন 'ইণ্ডিয়া হাউস' জগত বিখ্যাত একটি পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে ইতিহাসের পাতায় নাম লিখতে শুরু করে দিয়েছিল। একটি সময়ে এই ভবনটি সব পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হয়নি। তাতে ক্ষোভ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছিল। দীর্ঘকাল ধরে বিলাতের মানুষ সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পর্যটকদের আবদার ছিল ভারতীয় হাইকমিশনের ভবন 'ইণ্ডিয়া হাউস' দর্শকদের খুলে দিতে হবে। সবার জন্য দ্বার উন্মুক্ত করতে হবে। এবারে ভারতীয় হাইকমিশনার বিক্রম দোরাইস্বামী পর্যটকদের সেই আশা পূরণ করলেন। সব দর্শকদের ইণ্ডিয়া ভবনের দ্বার খুলে দেওয়া হল। ১৯২২ সালে এই 'ইণ্ডিয়া হাউস' তৈরি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। তখন কমিশনের নিজস্ব কোনও ভবন ছিল না। সেই সময়কার ভারতীয় হাই কমিশনার অতুল চট্টোপাধ্যায় এ ব্যাপারে উদ্যেগী হন। তিনি ছিলেন শিল্পানুরাগী ব্যক্তি। তিনি ইণ্ডিয়া ভবন তৈরি করার ব্যাপরে বিস্তর চিঠি লেখালেখি করতে শুরু করলেন। বারবার চিঠি লিখে ইণ্ডিয়া ভবন তৈরি করার প্রয়োজনের কথা বলতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তারপরে বহু কষ্ট করে তিনি তাঁর দফতর থেকে ইণ্ডিয়া ভবন তৈরি করা অনুমতি লাভ করেন। ব্রিটিশ স্থপতিবিদ হারবার্ট বার্কারকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল ভবনটি নির্মাণ করতে। কাজ শুরু হয়েছিল। ১৯৩০ সালে এই বিখ্যাত ইণ্ডিয়া ভবনের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়। ইংল্যাণ্ডের রাতা পঞ্চম জর্জ সোনালী চাবি ঘুরিয়ে এই ভবনের দ্বারোদঘাটন করেন। বলতে গেলে রাজা পঞ্চম জর্জ ছিলেন ভারত অনুরাগী রাজা। তিনি ভারত বর্ষের শিল্পকলা এবং সাহিত্য নিয়ে চর্চাও করেছিলেন। ভারতীয় সভ্যতা সম্পর্কে তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন। ইণ্ডিয়া ভবনের অন্দর সজ্জায় ভারতীয় শিল্পকলাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল। বাংলা থেকে মুলার আঁকতে চারজন বিখ্যাত শিল্পীকে বিলাতে

আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ললিত মোহন সেন, রণদাচরণ উকিল, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব এবং সুধাংশু শেখর চৌধুরী। বাংলার এই জগতখ্যাত শিল্পীরা বিলাতে গিয়ে ইণ্ডিয়া হাইসের শিল্পকলাকে প্রস্তুত করতে গিয়ে বাংলা তথা ভারতীয় শিল্পরীতিকে প্রাধান্য দিতে থাকেন। তার ফলে ইণ্ডিয়া হাউসের অভ্যন্তরে ভারতীয় শিল্পকলা একটি বিশেষ মর্যাদা লাভ করে। কেনসিংটনের রয়্যাল কলেজ অব আর্টসের অধ্যাপক স্যার রথেনস্টাইন কাছ থেকে এই সব শিল্পীরা দীর্ঘ ১৮ মাস ধরে তালিম নিতে থাকেন। তাঁরা আবার ইউরোপীয় শিল্পরীতির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য ইতালি রোম এবং ভেনিস সফর করেন। সেখানকার শিল্পরীতির বৈশিষ্ট্যকে গ্রহণ করলেও বাংলার শিল্পীরা ভারতীয় শিল্প স্থাপনার দিকে বেশি করে নজর দিয়েছিলেন শিল্পীরা। বলা যেতে পারে পাশ্চাত্য শিল্পরীতির প্রেক্ষিতে ভারতীয় শিল্পকলার প্রকাশ। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও একটি সময়ে এই ইণ্ডিয়া হাউসের শিল্পকলা দেখতে গিয়েছিলেন। তিনি আবার শিল্পীদের সঙ্গে শিল্পের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করে নির্দেশ দানও করেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন ভারতীয় শিল্প রীতির গোড়া থেকে শুরু করে আধুনিক শিল্পরীতিকে উপস্থাপিত করতে হবে। তার ফলে এই হাউসের অভ্যন্তরে প্রাচীন ভারতীয় শিল্পরীতির সঙ্গে বর্তমান ভারতীয় শিল্পরীতি বৈশিষ্ট দেখতে পাওয়া সম্ভব। শান্তিনিকেতনী শিল্প রীতিও এখনকার মুরালে দেখতে পাওয়া যায়। লণ্ডনের অন্যতম দিকচিহ্ন হয়ে রয়েছে এই ভবনটি। বহু লোকেদের দীর্ঘকাল ধরে বাসনা ছিল তারা এই ভবনটি চাক্ষুষ পরিদর্শন করবে। এবারে তার সমাধান হল। বিশ্বের যে কোনও দর্শকেরা এখন থেকে ইণ্ডিয়া হাউস পরিদর্শন করতে পারে। তার জন্য কাউকে অর্থ দিতে হবে না। তবে জানতে পারা গিয়েছে হাইকমিশনের নিজস্ব কাজের কক্ষগুলিতে কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। নির্দিষ্ট কয়েকটি কক্ষ দর্শকদের বিপুল অনুরোধের জন্য খুলে দেওয়া হল। ভারতীয় শিল্প রীতির উজ্জ্বলতম ভাস্কর নিদর্শন হচ্ছে বিলাতের ইণ্ডিয়া হাউস।

ভারতীয় জেনেরিক ওষুধের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে চিনে

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ আমজনতার বিক্ষোভে নীতি থেকে সরে এসেছে চিন। যদিও নতুন করে করোনায় বিপর্যস্ত হয়ে পরেছে চিন। এই অবস্থায় সেখানে ভারতীয় জেনেরিক ওষুধের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু আশঙ্কার কথা শোনাচ্ছে চিনের স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা। তারা সতর্ক করে জানিয়েছে, চাহিদার সুযোগ নিয়ে নকল ভারতীয় ওষুধে ছেয়ে গিয়েছে বাজার। এই অবস্থায় সাবধান হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে নাগরিকদের। জনতার চাপে গত ৭ ডিসেম্বরে জিরো কোভিড নীতি প্রত্যাহার করে চিন সরকার। এইসঙ্গে গোটা দেশে কোভিড বিধিনিষেধ শিথিল করা হয়েছে। বিদেশি পর্যটকদের জন্য বাধ্যতামূলক নিভৃতবাসের নিয়মও তুলে নেওয়া হয়েছে। যদিও অন্যদিকে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। এই অবস্থায় চিনের ইকমার্স প্ল্যাটফর্মে ভারতীয় জেনেরিক ওষুধের চাহিদা বেড়েছে। সরকারি ক্লিনিকগুলিতে ফাইজারের প্যাক্সলোভিড সরবরাহ হচ্ছে কম, এছাড়াও এই ওষুধের উপর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে প্রশাসনের। এই অবস্থায় ভারতের জেনেরিক ওষুধ প্রিমোভির, প্যাক্সিস্তা, মোলনুনেট এবং মোলনাট্রিসের চাহিদা বাড়ছে এই দেশে।জানা গিয়েছে, এর মধ্যে প্রিমোভির,প্যাক্সিস্তা প্যাক্সলোভিডের জেনেরিক সংস্করণ। বাকি দু'টি মলনিপি রাভিরের জেনেরিক সংস্করণ। এই ওষুধগুলি ভারতে ব্যবহারের অনুমোদন থাকলেও, চিনের ক্ষেত্রে এখনও অনুমোদন

পাওয়া যায়নি। এই বিষয়ে বেজিং মেমোরিয়াল ফার্মাসিটিক্যাল জানিয়েছে, ভারত থেকে নির্ভরযোগ্য তথা সাশ্রয়ী মূল্যের ওষুধ আনা হয়। কিন্তু অতিরিক্ত চাহিদার সুযোগ নিয়ে কালো বাজারি শুরু হয়েছে ওষুধের। ওই ওষুধ খাওয়ায় খারাপ প্রভাব পড়ছে রোগীর উপরে।প্রসঙ্গত, বিদেশি পর্যটকদের জন্য বিধিনিষেধও শিথিলের পর চিন প্রশাসনের অনুমান, আগামী ৪০ দিনে অন্তত ২০০ কোটি মানুষ চিনে যাতায়াত করবেন। উল্লেখ্য, চিনা নববর্ষ উদযাপন করতে প্রতি বছরই প্রচুর সংখ্যক মানুষ সেদেশে উপস্থিত হন। চিনের 'গ্রেট মাইগ্রেশন' নামে অভিহিত করা হয় এই বিষয়টিকে। অতিমারী পরবর্তী সময়ে সাধারণ মানুষের উৎসাহ আরও বেশি থাকবে বলেই অনুমান। প্রসঙ্গত, শনিবার থেকেই ৪০ দিন ব্যাপী চিনা নববর্ষের অনুষ্ঠানের সূচনা হয়েছে। জানা গিয়েছে, চীনে অভ্যন্তরীণ ও বিদেশফেরত ভ্রমণকারীদের জন্য আর কোয়ারেন্টিনে থাকার প্রয়োজন পরবে না। করোনা মহামারি ঠেকাতে প্রায় তিন বছর আগে আরোপ করা এ বিধি প্রত্যাহার করেছে বেইজিং। ২০২০ সাল থেকে শূন্য করোনা নীতির আওতায় চীনে করোনার কঠোর বিধিনিষেধ চলছিল। সম্প্রতি ওই বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে রাস্তায় নামেন দেশের অনেক শহরের বাসিন্দা। এরপর চলতি মাসের শুরুর দিকে বেশির ভাগ বিধিনিষেধ তুলে নেয় চীন সরকার। এবার কোয়ারেন্টিনের বিধিও তুলে নিল চীন। ২০২০ সালের মার্চ থেকে চীনে আরোপিত বিধি অনুযায়ী, অন্য দেশ থেকে চীনে ভ্রমণকারীদের বাধ্যতামূলকভাবে সরকারি অবকাঠামোগুলোয় আইসোলেশনে থাকতে হতো। শুরুতে এ কোয়ারেন্টিনের মেয়াদ ছিল তিন সপ্তাহ। এবারের তা কমিয়ে এক সপ্তাহ করা হয়েছিল। গত মাসে চীনা কর্মকর্তারা ঘোষণা করেচিলেন, কোয়ারেন্টিনের বাধ্যবাধকতা একেবারেই বাতিল করা হবে। ৮ জানুয়ারি থেকে এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়। ঘোষণাটির পর চীনা জনগণ বিদেশ ভ্রমণের পরিকল্পনা শুরু করেন। কারণ, ভ্রমণ শেষে দেশে ফেরার ক্ষেত্রে তাঁদের আর কোয়ারেন্টিনে থাকতে হবে না। জনপ্রিয় ভ্রমণ ওয়েবসাইটগুলোয় তাঁরা বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব খুঁজতে থাকেন। তবে সম্প্রতি চীনে নতুন করে প্রকোপ দেখা দেওয়ায় বিশ্বের ১২টির বেশি দেশ চীন থেকে ভ্রমণের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক করোনা পরীক্ষার বিধি আরোপ করেছে। সম্প্রতি করোনা বিধিনিষেধ প্রত্যাহারের পর চীনে নতুন করে করোনার প্রকোপ বাড়তে শুরু করে। চীনে করোনার প্রকোপ আরও বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে।

স্বনামধন্য শিল্পী সুবিনয় রায় এর আজ ২০-তম প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি

স্বনামধন্য শিল্পী সুবিনয় রায় এর আজ ২০- তম প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাই। (জন্মঃ ৮ নভেম্বর, ১৯২১,মৃত্যুঃ ০৯ জানুয়ারী, ২০০৪) সুবিনয় রায়'- এই নামটির সাথে অনিবার্য ভাবে উঠে আসে রবীন্দ্রনাথের নাম। তাঁরই স্নেহধন্য অনন্য কণ্ঠের অধিকারী এই শিল্পী আজকের মতো ১৯২১ সালের ৮ নভেম্বর জন্মেছিলেন। খুব ছোট বেলায় তিনি শান্তিনিকেতনে এসে পাঠভবনে ভর্তি হন। এরপর শুরু হয় তাঁর সঙ্গীত সাধনা। শিক্ষাগুরু হিসেবে ছিলেন সঙ্গীতজ্যোতিষ্ক শৈলজা রঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও পরবর্তীতে রমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়। সতীর্থ হিসেবে কিছুদিনের জন্য পেয়েছিলেন পঙ্কজ কুমার মল্লিক ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে। রবীন্দ্রনাথের গান বিশেষত ধ্রুপদী ও ব্রহ্ম সঙ্গীতের জগতে আজও তিনি চির জ্যোতিষ্ক। শান্তিনিকেতনে সঙ্গীত ভবনের অধ্যক্ষ হিসেবে জীবনের পরবর্তী সময়ে কাজ করেছেন তিনি।অবিস্মরণীয় এই সঙ্গীত ব্যক্তিত্বকে জন্মদিনের শ্রদ্ধাঞ্জলি। সুবিনয় রায় শিশুসাহিত্যিক অমরেন্দ্রনাথ দত্তের কন্যা ইন্দিরাকে বিবাহ করেন। তাদের দুই পুত্র সুরজিৎ ও সুরঞ্জন। সুরঞ্জন রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী। সুবিনয় রায় বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের দেশিকোত্তম ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সঙ্গীত আকাদেমি র আলাউদ্দিন পুরস্কারসহ বহু পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। কলকাতার টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট তাঁকে রবীন্দ্রতত্ত্বাচার্য উপাধিতে ভূষিত করে।সুবিনয় রায় তার স্ত্রীর মৃত্যুর চার দিন পর ২০০৪ খ্রিস্টাব্দের ৯ ই জানুয়ারি কলকাতার এক হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

পঞ্চায়েত ভোটে জয়ের বিষয়ে আত্মবিশ্বাসের সুর মন্ত্রীর গলায়

তনুজ জৈন, মালদা, ৯ জানুয়ারি ঃ পঞ্চায়েত ভোটের প্রাক্কালে জনসংযোগ বাড়াতে তৃণমূল কংগ্রেসের নতুন প্রকল্প দিদির দূত এবং দিদির রক্ষাকবচ। দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে প্রকল্পের সূচনা করলেন এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী। উন্নয়নের নিরিখেই আবার মানুষ ভোট দেবে তৃণমূলকে। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে আত্মবিশ্বাসের সুর মন্ত্রীর গলায়। সাথে বিরোধীদের আক্রমণের জবাব দিলেন তিনি। অন্যদিকে মানুষ দিদির দূতেদের দুই গাল লাল করে দেবে খোঁচা সিপিএমের। দূত হয়ে যাবে, ভূত হয়ে আসবে কটাক্ষ বিজেপিরও। পঞ্চায়েত ভোটের প্রাক্কালে তুঙ্গে রাজনৈতিক তরজা। সোমবার মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভায় দিদির দূত এবং দিদির রক্ষাকবচ প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন হরিশ্চন্দ্রপুরের বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেন। উপস্থিত ছিলেন মালদা জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক জম্মু রহমান, জেলা পরিষদের শিশু নারী ও ত্রাণ কর্মাধ্যক্ষ মর্জিনা খাতুন, হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লক তৃণমূলের সভাপতি তবারক হোসেন চৌধুরী, শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ মনিরুল ইসলাম, জিয়াউর রহমান সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী তাজমুল হোসেন বলেন, দিদিকে বলো প্রকল্প যে ভাবে সফল হয়েছিল তেমন ভাবে এটাও হবে। উন্নয়নের নিরিখে পঞ্চায়েতে মানুষ ভোট দেবে তৃণমূলকে। করোনা হোক বা অন্যান্য দুর্যোগের সময় বিরোধীরা মানুষের পাশে থাকেনি। থেকেছে তৃণমূলের সৈনিকরা। মানুষের কোন অভাব-অভিযোগ থাকলে এই প্রকল্পে মানুষ জানাবে। যারা ক্ষমতায় থেকে কাজ করেনি তাদের মুখে এসব কথা মানায় না। গতকাল চাঁচলের রাজনৈতিক সম্মেলন থেকে প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক মোস্তাক আলম কটাক্ষ করে বলেছিলেন দিদির দূতেদের মানুষ ঝাটাপেটা করবে। তার পাল্টা তাজমুল হোসেন বলেন, মানুষ কংগ্রেসকে দেখেছে। ক্ষমতায় থেকে কিছুই করেনি। মমতা ব্যানার্জির প্রকল্প জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের কাজে আসে। যদিও দিদির দূত প্রকল্প উদ্বোধনের দিনই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। দিদির দূতরা গ্রামে গ্রামে গেলে মানুষ তাদের দুই গাল লাল করে দেবে। সাথে মানুষ জোটবদ্ধ হতে চারিদিকে লাল আসছে। তীব্র কটাক্ষ বামেদের। বিজেপির দাবি পঞ্চায়েত ভোটের আগে এসব ভাঁওতাবাজি। দিদির দূত হয়ে যাবে, ভূত হয়ে আসবে। পঞ্চায়েত ভোটের প্রাক্কালে সরগরম এলাকার রাজনীতি। হরিশ্চন্দ্রপুরের বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেন বলেন, তৃণমূল সবসময় মানুষের পাশে আছে। মানুষের জন্য কাজ করছে। তৃণমূলের বিধায়ক, মন্ত্রী, সাংসদ, জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে সকল নেতারা মানুষের বাড়ি বাড়ি যাবে। যে সকল অভিযোগ আছে সব শুনবে। তৃণমূল মানুষের জন্য কাজ করে, মানুষরাই তৃণমূলকে দুই হাত ভোরে ভোট দিচ্ছে। আর বাম এবং কংগ্রেসকে শূন্য করে দিয়েছে। সারা ভারত ফরোয়ার্ড ব্লক সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য সুজিত সাহা বলেন, মানুষ তৈরি হয়ে আছে। দিদির দূতরা বাড়ি বাড়ি গেলে মানুষ দুই গাল লাল করে দেবে। সাথে মানুষ জোটবদ্ধ হচ্ছে। চারিদিকে লাল ঝাণ্ডা দেখা যাচ্ছে। আবারও লাল আসছে। বিজেপির জেলা কমিটির সদস্য কিষাণ কেডিয়া বলেন, পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে এসব তৃণমূলের ভাঁওতাবাজি। যেমন দিদিকে বলো একটা ভাঁওতাবাজি ছিল। আবাস যোজনায় চারিদিকে ব্যাপক দুর্নীতি করেছে। মানুষ এখন ক্ষুব্ধ হয়ে আছে। দিদির দূত হয়ে গেলে, ভূত হয়ে আসবে। প্রসঙ্গত হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভা এলাকা এক সময় ছিল বামেদের শক্ত ঘাঁটি। কংগ্রেসেরও যথেষ্ট শক্তি ছিল এই এলাকায়। কিন্তু ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত ভোট এবং পরবর্তী রাজনীতিতে বদলে যায় এলাকার রাজনৈতিক সমীকরণ। জমি হারায় কংগ্রেস এবং বাম। নিজেদের ব্যাপক শক্তি বৃদ্ধি করে তৃণমূল। কিছুটা হলেও নিজেদের অস্তিত্ব প্রকট করে বিজেপি। সেই জায়গা থেকে এই বছরের পঞ্চায়েত নির্বাচন ত্রিমুখী লড়াই। শেষ হাসি কে হাসে সেই দিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা।

প্রশাসনের দ্বারস্থ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৯ জানুয়ারি ঃ আবাস যোজনার তালিকায় নাম না থাকায় ব্লক প্রশাসনের দ্বারস্থ গ্রামের মহিলারা। সোমবার মানিকচক ব্লক প্রশাসনিক ভবন চত্বরে পৌঁছে স্মারকলিপি প্রশাসনের কাছে তুলে ধরলেন গ্রামের মহিলারা। খতিয়ে দেখে তাদের আবাস যোজনার সঙ্গে যুক্ত করা হোক, সেই দাবি গ্রামের মহিলাদের। মানিকচক ব্লকের অন্তর্গত ফতেনগর গ্রামের শতাধিক মহিলা সোমবার মানিকচক ব্লক প্রশাসনের দ্বারস্থ হন। তাদের দাবি, জরাজীর্ণ বাড়িতে তাদের বসবাস। সরকারিভাবে আবাস যোজনার ঘরের তালিকা বের হলেও তাদের নাম নেই। এমনকি গ্রামজুড়ে কোনরকম সার্ভেও হচ্ছে না। যারা পাওয়ার যোগ্য নয় তারাই যুক্ত হয়েছে। একাধিকবার তারাই পাচ্ছে। কিন্তু যারা পাওয়ার যোগ্য তাদের এই তালিকায় নাম নেই। তাই গ্রামের মহিলারা একত্রিতভাবে ব্লক প্রশাসনের কাছে দ্বারস্থ হয়েছেন। তাদের গ্রামজুড়ে সার্ভে করে তাদের আবাস যোজনার সঙ্গে যুক্ত করা হোক, সেই দাবি গ্রামবাসীদের। মিলিতভাবে গ্রামের মহিলারা একটি স্মারকলিপি ব্লক প্রশাসনের কাছে জমা দিই। প্রশাসন সূত্রে জানা যাচ্ছে, গ্রামবাসীদের যে সমস্ত দাবি অভিযোগ সমস্তটাই খতিয়ে দেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ভস্মীভূত কারখানা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৯ জানুয়ারি ঃ শিলিগুড়ির নকশালবাড়ি ব্লকের বেঙাইজোত এলাকার বটলিফ কারখানায় আগুনে পুড়ে গেল কারখানার যাবতীয় যন্ত্রাংশ। রবিবার রাতে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা। ঘটনায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি। টানা দু'ঘন্টার প্রচেষ্টায় আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনে দমকল কর্মীরা। নকশালবাড়ির বেঙাইজোতের বটলিফ কারখানায় রবিবার রাতে স্থানীয়রা ধোঁয়া ও আগুনের ফুলকি বের হতে দেখেন। স্থানীয়রাই প্রথম আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে দমকলের তিনটি ইঞ্জিন। টানা দু'ঘন্টার প্রচেষ্টায় আয়ত্বে আসে ভয়াবহ আগুন। এই অগ্নিকাণ্ডে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে চাপাতা তৈরির কারখানাটি। আগুনের লেলিহান শিখায় পুড়ে গিয়েছে কারখানার যাবতীয় মেশিন, কারখানার টিনের শেড। অল্পের জন্য রক্ষা পায় কারখানায় মজুত চা পাতার বস্তা। এই অগ্নিকাণ্ডের বিষয়ে কোনও কথা বলতে চাননি কারখানার মালিক পল্টু পাল। তবে কি কারণে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে তা স্পষ্ট নয় দমকল কর্মীদের। তদন্ত শুরু হয়েছে।

ভ্যাকসিন কর্মসূচী

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ৯ জানুয়ারি ঃ সারা রাজ্যের পাশাপাশি আজ থেকে ইসলামপুরেও শুরু হলো ৯ মাস থেকে ১৫ বছর পর্যন্ত হাম-রুবেলা ভ্যাকসিন দেওয়ার কাজ। সোমবার ইসলামপুর ব্লকের শ্রীকৃষ্ণপুর হাই স্কুলে হাম-রুবেলা টিকাকরণ কর্মসূচির সূচনা করা হয়। এদিনের এই টিকাকরণ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ইসলামপুর মহকুমা শাসক আব্দুল শাহিদ সহ ইসলামপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান কানাইলাল আগরওয়াল, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আরিকুল ইসলাম, শ্রীকৃষ্ণপুর হাই স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক অশোক কুমার বনিক এবং অন্যান্যরা। ইসলামপুর মহকুমা শাসক আব্দুল শাহিদ বলেন, গোটা মহকুমা এলাকায় প্রায় পাঁচ লক্ষ স্টুডেন্ট ও বাচ্চাদের এই টিকাকরণ করার লক্ষ্য রাখা হয়েছে। অন্যদিকে ইসলামপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান কানাইয়া লাল আগরওয়াল বলেন এদিন শ্রীকৃষ্ণপুর হাই স্কুলে এই কর্মসূচির উদ্বোধন করা হলো। শ্রীকৃষ্ণপুর হাই স্কুলের চারটা টিম করা হয়েছে, যারা এই টিকাকরণের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

পোড়া দেহ উদ্ধারে শোরগোল

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ৯ জানুয়ারি ঃ রাজ্যজুড়ে জাঁকিয়ে পড়েছে শীত। তার জেরে মানুষজন বেশ কাবু হয়ে পড়েছে। তাই শীত ঠেকাতে রাস্তায় বসে আগুনের তাপ নিচ্ছেন অনেকে। আর সেই আগুন লেগেই অগ্নিদগ্ধ হলেন এক ব্যক্তি। আর তাঁর দেহ উদ্ধার হতেই আলোড়ন পড়ে গেল আসানসোলে। ঘটনাটি কিভাবে ঘটল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। নেপথ্যে পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা কিনা তা নিয়ে তদন্ত করছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, সোমবার সকালে সেন্ট জোসেফ স্কুলের কাছ থেকে এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনাস্থলে গিয়েছিল আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ। তারপর সেখান থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য আসানসোল জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তদন্ত শুরুও করা হয়েছে। চলছে স্থানীয় বাসিন্দাদের জিজ্ঞাসাবাদ। মৃত ব্যক্তির নাম-পরিচয় এখনও জানা যায়নি। তবে প্রাথমিক অনুমান, শীতের রাতে পরিত্যক্ত জমিতে কাঠকুটো জ্বালিয়ে আগুন পোহাতে গিয়েই বিপত্তি ঘটে থাকতে পারে। স্থানীয় সূত্রে খবর, আজ সকালে ছেলে-মেয়েদের স্কুলে দিতে এসে অভিভাবকরা এক ব্যক্তির অগ্নিদগ্ধ দেহ দেখতে পান। তখন তাঁরাই ঘটনাটি নিয়ে স্কুলে খবর দেন। এমনকী ওখান থেকেই ফোন করে পুলিশের কাছে খবর পৌঁছে দেন। মৃতদেহের পাশ থেকে একটি সাইকেলও পড়েছিল। যা উদ্ধার করেছে পুলিশ। আর সেখানকার মানুষজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই এলাকায় আলোড়ন পড়ে গিয়েছে। এই বিষয়ে আসানসোল-দুর্গাপুরের ডেপুটি কমিশনার কুলদীপ এসএস বলেন, আগুনে পোড়া এক পুরুষের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এখনও তাঁর নাম-পরিচয় জানা যায়নি। আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ তদন্ত করছে। একইসঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দারা কিছু জানেন কিনা সেটা জানার চেষ্টা করা হচ্ছে।

গুলি চালিয়ে বাড়িতে ভাঙচুর

দুরন্ত বার্তা, বহরমপুর, ৯ জানুয়ারি ঃ বহরমপুরে শুটআউট! গুলি চালানোর পাশাপাশি ভাঙচুর করা হল ঘরবাড়ি। এই অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে বহরমপুর পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের শহিদাবাদ অঞ্চলের মুক্তি হালদারের বাড়িতে। রবিবার রাত ১০টা নাগাদ চারজন দুষ্কৃতী বহরমপুর পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের মুক্তি বাড়িতে হামলা চালায় বলে অভিযোগ। ঘটনায় তিনি থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন। তাঁদের অভিযোগ, দুষ্কৃতীরা বাড়িতে পৌঁছনোর পরেই অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। অভিযোগ, মুক্তি হালদারকে না পাওয়ায় তাঁর পরিবারের সদস্যদের প্রাণনাশের হুমকি দেয় দুষ্কৃতীরা। এরপরেই তাঁরা শূন্যে এক রাউন্ড গুলিও করে। গুলির খোল বাড়িতে পড়ে রয়েছে। দুষ্কৃতীদের মধ্যে একজনকে চিহ্নিত করে তার নামে বহরমপুর থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন পরিবারের সদস্যরা। তারা তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতী বলেই দাবি করেছেন পরিবারের সদস্যরা। ঘটনার পরে পুলিশের কোনও সাহায্য পাননি বলেই অভিযোগ জানান পরিবারের সদস্যরা। তবে কি শাসক দলের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কারণেই কি পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি? পরিবারের প্রশ্ন। পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, আচমকা গতকাল রাতে ৪ জন দুষ্কৃতী বাড়িতে চলে আসে। এরপর তারা বাড়িতে এসে ভাঙচুরের পাশাপাশি গুলি চালায় এবং প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেয়।

উত্তপ্ত বিশ্বভারতী

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ৯ জানুয়ারি ঃ ক্লাস বয়কট বিশ্বভারতীতে, ফের ছাত্র আন্দোলন শুরু। সাত ছাত্রের সাসপেনশন প্রত্যাহারের দাবিতে ক্লাস বয়কট করে বিশ্বভারতীতে ছাত্র আন্দোলনের প্রতি সমমর্মিতা জানালো পড়ুয়ারা। বিশ্বভারতীতে সোমবার বিশ্বভারতীর ভাষা ভবন, বিদ্যাভবন, সঙ্গীত ভবনের ছাত্র-ছাত্রীরা একটি ক্লাস করলে বাকি ক্লাস বয়কট করে ছাত্র আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানায়। সাত ছাত্রের সাসপেনশন প্রত্যাহারের দাবিতে বিশ্বভারতীতে যে রিলে আন্দোলন চলছে তার প্রতি নৈতিক সমর্থন জানাতেই এই সিদ্ধান্ত বলে জানান, আন্দোলনরত ছাত্র সোমনাথ সৌ। ছাত্র সোমনাথ সৌয়ের স্নাতকোত্তরে ভর্তি এবং মীনাক্ষী ভট্টাচার্যের পিএইচডি আটকে দেওয়া থেকে সাত ছাত্রকে এক বছরের জন্য সাসপেনশনে জেরবার বিশ্বভারতী। উল্লেখ্য, বিশ্বভারতীতে উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর তুঘলকি সিদ্ধান্তের জেরে ছাত্র-ছাত্রীদের ফল প্রকাশে বিলম্ব, বিভিন্ন সরকারি বৃত্তি পেতে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। দমন-পীড়নের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন উপাচার্য। বিশ্ববিদ্যালয় এখন মামলা, সাসপেনশন আর অবিশ্বাসের জায়গা হয়ে উঠেছে বলে অধ্যাপকদের একাংশের বক্তব্য। কিছু দিন আগে অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক সুদীপ্ত ভট্টাচার্যকে বেআইনিভাবে বহিষ্কার করা হয়।

আবাস ডেপুটেশন

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ৯ জানুয়ারি ঃ প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা নিয়ে বঞ্চনা সমেত একগুচ্ছ দাবি নিয়ে সোমবার কালিয়াগঞ্জের মালগাঁও পঞ্চায়েতে ডেপুটেশন দিল বিজেপি। এদিন দুপুরে বিজেপির কালিয়াগঞ্জ ২৮ নম্বর গ্রাম মন্ডল সভাপতি বেনু দেবশর্মার নেতৃত্বে মালগাঁও পঞ্চায়েতের তৃণমূলী প্রধান নীলিমা রায়ের হাতে ১৪ দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। বিজেপির এই ডেপুটেশন ঘিরে অশান্তি মোকাবিলায় মালগাঁও পঞ্চায়েতে মোতায়েন ছিল পুলিশ। এদিনের ডেপুটেশনে বিজেপি যে সকল দাবি তুলেছে, তার অন্যতম প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার তালিকায় বঞ্চনা। আবাস যোজনার প্রথম তালিকায় যে সমস্ত দরিদ্র মানুষদের নাম ছিল। তাদের মধ্যে বহু মানুষের নাম বাদ পড়েছে চূড়ান্ত তালিকায়। এই সকল যোগ্য মানুষদের নাম আবাস তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং যে সমস্ত অযোগ্য মানুষের নাম আছে আবাস তালিকায়, তা বাদ দিতে হবে। চূড়ান্ত তালিকা প্রতিটি বুথের সমসংখ্যক নাম নথিভুক্ত করতে হবে। আবাস যোজনায় যোগ্য ব্যক্তিদের ঘর দেবার পরবর্তীতে কাটমানি নেওয়া যাবে না। দুয়ারে সরকার শিবিরে আবেদন করা সত্ত্বেও এখনো জবকার্ড পাচ্ছে না কেন? বিরোধী জনপ্রতিনিধিদের যোগ্য সম্মান দিতে হবে।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল কলেজ ছাত্রীর

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৯ জানুয়ারি ঃ পরীক্ষা দিতে যাওয়ার পথে বেসরকারি বাসের ধাক্কায় মৃত্যু মৃত্যু হল এক কলেজ ছাত্রীর। গুরুতরভাবে জখম হলেন আরও এক কলেজ ছাত্রী। সোমবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে মালদার চাঁচল থানার গোবিন্দ পাড়া এলাকার ৮১ নম্বর জাতীয় সড়কে। ঘটনায় যখন ছাত্রীর অবস্থা আশঙ্কাজনক, তাকে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ করে রাখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ছাত্রীর নাম শামীম মিনারা পারভিন (২১), আহত ছাত্রীর নাম মুসকান আরজু (২১)। তাদের বাড়ি মালদার চাঁচলের ভেবা এলাকার কালিগঞ্জ গ্রামে। সোমবার থেকে শুরু হয়েছে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ মালদার চাঁচল কলেজের পঞ্চম সেমিস্টারের পরীক্ষা। মৃত ছাত্রী শামীম মিনারা পারভিন ও আহত ছাত্রী মুসকান আরজুর পরীক্ষা কেন্দ্র পড়েছিল সামসি কলেজে। পরীক্ষার সময়সূচি অনুযায়ী, দাদার বাইকে বেরিয়েছিল পরীক্ষা দেওয়ার জন্য। কিন্তু গোবিন্দপাড়া এলাকায় হঠাৎই দ্রুত গতিতে আসা একটি বেসরকারি বাস সেই চলন্ত বাইকটিকে সামনে থেকে সজোরে ধাক্কা মারে। বাসের চাকার তলায় গড়িয়ে চলে আসে পরীক্ষার্থী শামীম মিনারা পারভিন। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় শামীম মিনারার। স্থানীয় বাসিন্দারা তড়িঘড়ি আহত আপর পরীক্ষার্থী মুসকান আরজুকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। ৮১ নম্বর জাতীয় সড়কের বেহাল রাস্তা থাকার কারণে প্রায় ঘটছে পথ দুর্ঘটনা। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে উদাসীনতার অভিযোগ তুলে বিক্ষোভে শামিল হন স্থানীয়রা। শুধু তাই নয়, একাধিক বেসরকারি বাস ও অন্যান্য যানবাহন সামসি থেকে চাঁচলের অভিমুখে ঢোকার পথে দ্রুতগতিতে আসে যার কারনে প্রায় ঘটছে পথ দুর্ঘটনা। স্থানীয় বাসিন্দা লাল মহম্মদ বলেন, জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার কারণে আজ এই ছাত্রীর মৃত্যু হল। এছাড়াও বেশ কিছু বেসরকারি বাস এই রুটে

চলাচলের সময় দ্রুতগতিতে চলাচল করে যার কারণে ঘটছে এই দুর্ঘটনা। প্রাণ যাচ্ছে পথচারীদের। কলেজ ছাত্রীর মৃত্যুতে দুর্ঘটনাস্থলে গিয়ে শোক প্রকাশ করেছেন চাঁচল কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ অজিত বিশ্বাস। তিনি বলেন, খুব মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। আমরা এভাবে এক ছাত্রীকে হারাবো ভাবতে পারিনি। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরও এক আহত ছাত্রীর দ্রুত সুস্থতা কামনা করি। চাঁচল থানার পুলিশ জানায়, বেসরকারি বাস সহ চালককে আটক করে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে।

মিড ডে মিলে মরা সাপ মেলায় আতঙ্কে অসুস্থ পড়ুয়ারা

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৯ জানুয়ারি ঃ মিড ডে মিলে পাওয়া গেল সাপ। এই নিয়ে সোমবার চাঞ্চল্য ছড়ায় বীরভূমের ময়ূরেশ্বরের মণ্ডলপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। খাবারে সাপ পাওয়া গেছে শুনে বমি করতে শুরু করে অনেক ছাত্র-ছাত্রী। অসুস্থদের রামপুরহাট মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, সোমবার মণ্ডলপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিডি ডে মিল বিতরণের কাজ চলছিল। তখনই ডালের বালতিতে পাওয়া যায় একটি গোটা মৃত সাপ। সঙ্গে সঙ্গে খাবার বিতরণ বন্ধ করে দেওয়া হয়। ওদিকে ততক্ষণে অনেক ছাত্র-ছাত্রী খাবার খেয়ে ফেলেছে। তাদের অনেকে খাবারে সাপ পাওয়া গেছে শুনে বমি করতে থাকে। সংজ্ঞা হারায় অনেকে। ওদিকে ততক্ষণে গোটা গ্রামেও রটে যায় মিড ডে মিলের খাবারে সাপ পাওয়ার খবর। সেকথা শুনে স্কুলে ছুটে আসেন অভিভাবকরা। অসুস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের প্রথমে সাঁইথিয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং পরে রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। ঘটনাস্থলে ছুটে আসে ময়ুরেশ্বর থানার পুলিশ। অভিভাবকদের অভিযোগ, যখন মুখ্যমন্ত্রী মিড ডে মিলে খাবারের মান বাড়ানোর কথা বলছেন। সপ্তাহে একদিন মুরগির মাংস দেওয়ার কথা বলছেন, তখন স্কুলে ডালের বালতিতে মরা সাপ। অভিযোগের তির রান্নার লোকের উপর। যদিও, তাদের কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় নি। তাদের আরও দাবি, মিড ডে মিল রান্নায় সঠিক নজরদারি থাকে না। যার জেরেই খাবারে সাপ পড়লেও কেউ টের পাননি। এব্যাপারে স্কুলের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

ওয়েবসাইট উদ্বোধন

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৯ জানুয়ারি ঃ এসজেডিএ-এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের উদ্বোধন করলেন শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী। নতুন এই ওয়েবসাইটে থাকবে ই-পেমেন্টের ব্যবস্থা সহ একাধিক সুবিধা। কোন কাজের জন্য সাধারন মানুষকে আর শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন পর্ষদের দপ্তরে আসতে হবে না, মানুষেরা এখন থেকে অনলাইনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কাজ করতে পারবেন। এছাড়াও এসজেডিএ-এর দ্বারা কি কি উন্নয়নমূলক কাজ করা হয়েছে সেই সমস্ত বিষয়ে ওয়েবসাইট থেকেই জানতে পারবেন সাধারণ মানুষ। সোমবার এসজেডিএ-এর আধিকারিকদের উপস্থিতিতে এই নতুন অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের উদ্বোধন করেন এসজেডিএ চেয়ারম্যান।

চালু হল সিসিটিভি

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৯ জানুয়ারি ঃ অপরাধ রুখতে করিমপুরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে বিধায়ক তহবিলের খরচে বসানো হচ্ছে সিসিটিভি। কিছু বিশেষ জায়গাতেও থাকবে লুকানো ক্যামেরা। কিছু ঘটলেই সিসিটিভি ফুটেজ দেখেই তদন্তে নামবে পুলিশ। এদিন করিমপুর থানা প্রাঙ্গনে ফিতে কেটে সিসিটিভির শুভ উদ্বোধন করা হলো। এদিনের এই উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন করিমপুরের বিধায়ক বিমলেন্দু সিংহ রায়, ছিলেন এসডিপিও, করিমপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক পিন্টু সরকার সহ আরও অনেকে। জানা যায়, করিমপুরের ৯টি স্থানে ১৬টি সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হচ্ছে।

মহকুমা উৎসব

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৯ জানুয়ারি ঃ সোমবার শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের দপ্তরে একটি বৈঠক করেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিংয়ের জেলাশাসক এস পন্নমবলম, মহকুমা শাসক প্রিয়াঙ্কা সিং, মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ সহ অন্যান্য আধিকারিকেরা। বৈঠকে শেষে গৌতম দেব জানান, আগামী ৩০ জানুয়ারি থেকে এই শিলিগুড়ি মহকুমা উৎসব শুরু হবে। সপ্তাহব্যাপি এই অনুষ্ঠানে রাজ্যের সংস্কৃতি, খেলাধুলো, বিভিন্ন প্রতিযোগিতা সহ একাধিক অনুষ্ঠান থাকবে এই উৎসবে।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে টেন্ডার

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং সি-এসআরসি-ওয়াইডি, তারিখ ০৬.০১.২০২৩। এরিয়া ম্যানেজার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, [illegible] ডিভিশন [illegible] নিম্নলিখিত কাজের জন্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে ওপেন টেন্ডার আহ্বান করছেন। যোগ্য টেন্ডারদাতাদের www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে কেবলমাত্র অনলাইনের মাধ্যমে নিম্নলিখিত কাজের জন্য আবেদন করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। এই টেন্ডারের জন্য কোনও অফলাইন টেন্ডার গৃহীত হবে না। বিস্তারিত বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে [illegible] আপলোড করা টেন্ডার নথিপত্র দেখে নেবেন। কাজের নাম : [illegible] টেন্ডার মূল্যমান : [illegible] টাকা। ইএমডি : [illegible] টাকা। টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য : ১০,০০০ টাকা (অফেরতযোগ্য)। টেন্ডার বন্ধের তারিখ : [illegible] দুপুর ৩টা।

(PR-992)

Office of the
Bagnan I Gram Panchayat
Bagnan,Howrah
GRAM PANCHAYAT TENDER NOTICE

Sealed Tenders are invited by the Pradhan, Bagnan I Gram Panchayat, Bagnan, Howrah, for 5 nos. of work vide **Memo No.- 172/BGP-1/2022-23. NIT No- WB/HOW/BAGI/BAG1/NIET-06/2022-23 , vide Memo No.- 173/BGP-1/2022-23. NIT NO-WB/HOW/BAGI/BAG1/NIET-07/2022-23, vide Memo No.- 174/BGP-1/2022-23. NIT No:-WB/HOW/BAGI/BAG1/NIET-08/2022-23, vide Memo No.- 175/BGP-1/2022-23. NIT No:-WB/HOW/BAGI/BAG1/NIET-09/2022-23 Dated-04.01.2023**, Date of Application: from **06.01.23. 5P.M to 24.01.2023. 11AM**, Date of Submission of Bid: **06.01.2023, 5PM to 24.01.23,11AM**, Date of Opening of Bid (Technical):- **27.01.2023, at 11AM pm.** Date of Opening of Bid (Financial):- To be Notified latter on Detail information available at this GP Office during the working hours.

Sd/- Pradhan,
Bagnan I Gram Panchayat, Bagnan, Howrah.

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer, Water Supply (West), KMC** invites e-tender for the following works:

(1) NIT No.: KMC/WS/West/W-75/T-05/2022-23
Name of Work: **Desilting of open nikashi drain near 23C, 23D etc. Kabitirtha Sarani at the back side of Watgunge Treatment Plant, Sahebpukur in Ward No.-75.** Estimated Amount: ₹ **2,98,995.00**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **45 days.** Last Date of receipt/opening of Tender (Online): **18.01.2023, 1.00 p.m./20.01.2023, 1.00 p.m.** The bid forms and other details are available from the **https://wbtenders.gov.in**

(2) NIT No.: KMC/WS/PG-66/T-02/2022-23
Name of Work: **Betterment for filter water supply by replacement of 150 mm dia existing C.I. pipe 19 (plot) East Topsia Road in Ward No.-66.** Estimated Amount: ₹ **2,75,477.00**. Earnest Money: ₹ **5,600.00**. Period of Completion: **09 days.**

(3) NIT No.: KMC/WS/West/W74/T-03/2022-23
Name of Work: **Improvement/Replacement of F.W. supply at 20/1, Chetla Hut Road (Bustee), 42, Raja Santosh Road (Bustee) and surrounding Bustee area in Ward No.-74.** Estimated Amount: ₹ **1,99,980.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of Completion: **20 days.**

(4) NIT No.: KMC/WS/West/W90/T-06/2022-23
Name of Work: **Restoration of F.W. supply by repairing of leakage on existing 300 mm dia. filtered water reserve main by M.S. jacketing on Rashbehari Avenue near Deshopriya Park.** Estimated Amount: ₹ **2,35,902.00**. Earnest Money: ₹ **4,800.00**. Period of Completion: **06 days.** Last Date of receipt/opening of Tender (Online): **21.01.2023, 1.00 p.m./24.01.2023, 1.00 p.m.** (For Sl. No. 2 to 4). The bid forms and other details are available from the websites : **https://etender.wb.nic.in** & **https://wbtenders.gov.in** (For Sl. No. 2 to 4).

The **Dy. Chief Engineer (C)/Park & Squares, KMC** invites quotation online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/DYCE(PS)/VIII/72/1/22-23 (1st Call)
Name of Work: **Maintenance of Thakur Ramkrishna Park located at crossing of Naresh Mitra Sarani, Sarat Bose Road and Bakul Bagan Row within in Ward No.-72, Br.-VIII.** Estimated cost: ₹ **1,66,617.62**. Earnest Money: ₹ **3,800.00**.

(2) NIT No.: KMC/DYCE(PS)/VIII/88/2/22-23 (1st Call)
Name of Work: **Development of Gym area of Mysore Garden by providing shed in Ward No.-88, Br.-VIII.** Estimated cost: ₹ **2,21,360.75**. Earnest Money: ₹ **4,800.00**. Period of Completion: **30 days** (For Sl. No. 1 & 2). Last date and time of submission of Bid: **18.01.2023 – 1.00 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details shall be available on and from **10.01.2023 (10.00 a.m.)** (For Sl. No. 1 & 2) from the website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 & 2)

The **Executive Engineer (E)/Ltg/Z-II, KMC** invites tender online percentage rate two bid systems for following work:

NIT No.: LTG/143/WD-26/Z-II/BR-IV/22-23
Name of Work: **Improvement of bustee lighting system with allied electrical works at 14, W.C. Banerjee Street Bustee, Bethune Row Bustee and other Bustee area in Ward No.-26 under Br.-IV.** Estimated Amount: ₹ **2,60,880.00**. Earnest Money: ₹ **5,500.00**. Period of Completion: **15 days.** Last date and time of submission of Bid: **20.01.2023 upto 2.30 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **10.01.2023 (6.00 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (E)/Ltg/Z-III, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following works:

(1) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2022-2023/246 (1st Call)
Name of Work: **Installation of street lighting pole with LED fittings damaged due to severe fire at Padda Pukur and Sarat Bose Road in Ward No.-72.** Estimated Amount: ₹ **1,64,785.54**. Earnest Money: ₹ **3,300.00**. Period of Completion: **30 days.**

(2) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2022-2023/247 (1st Call)
Name of Work: **Operation and maintenance of decorative lighting system in Ward No.-72.** Estimated Amount: ₹ **2,82,065.00**. Earnest Money: ₹ **5,700.00**. Period of Completion: **365 days.** Last Date and Time of submission of Bid: **19.01.2023 (12.00 noon)** (For Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **10.01.2023 (4.00 p.m.)** (For Sl. No. 1 & 2) from the website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 & 2).

The **Director General (Electrical), KMC** invites open tender online percentage rate two bid system for following work:

NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2022-2023/210
Name of Work: **Conversion of Trident pole to single arm pole along with LED Post top Fittings at both side of Metropolitan Co-Opt. Housing Main Road in Ward No.-57.** Estimated Amount: ₹ **4,98,931.75**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **30 days.** Last Date and Time of submission of Bid: **18.01.2023 – 5.00 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **10.01.2023 (5.00 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (E)/Ltg/Z-I, KMC** invites E-tender online percentage Bid system for the following work:

NIT No.: KMC/L-15/Z-1/W-29/22-23
Name of Work: **Operation & maintenance work of street lighting system in Ward No.-29.** Estimated Amount: ₹ **3,98,380.00**. Earnest Money: ₹ **8,000.00**. Period of Completion: **300 days.** Last date and time of submission of Bid: **24.01.2023 (12.00 noon).** The bid forms and other details are available on and from **10.01.2023 (5.00 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (E)/Ltg/Z-IV, KMC** invites tender online, two part Bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/245/22-23
Name of Work: **Operation and maintenance of street lighting system in Ward No.-92, Br.-X.** Estimated Amount: ₹ **4,55,870.00**. Earnest Money: ₹ **9,200.00**.

(2) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/246/22-23
Name of Work: **Operation and maintenance of street lighting system in Ward No.-96, Br.-X.** Estimated Amount: ₹ **4,85,185.00**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **365 days** (For Sl. No. 1 & 2). Last Date and Time of submission of Bid: **18.01.2023 upto 2.00 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2). The bid form and other details are available on and from **09.01.2023 from 2.00 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2) from the website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 & 2).

957/22-23

বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা

ই-টেন্ডার নং.: এলএমজি-৩৮-এলএমজি-২০২২-২৩-আরটি, তারিখঃ ০৪-০১-২০২৩। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নাম ও এর স্থানঃ** তিন বছর সময়ের জন্য লামডিং ডিভিশনের লামডিঙে ম্যাট্রিক্স এক্সচেঞ্জ-এর বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা। টেন্ডার মূল্যঃ ২,৮৩,২০০.০০ টাকা, বিড সিকিউরিটিঃ ৫,৭০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার **বন্ধ হবে** ২৭-০১-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং **খোলা হবে** ২৭-০১-২০২৩ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও নথির বিশদ বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে দেখা যেতে পারে।

ডিএসটিই, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

The Assistant Engineer, PWD Hooghly Construction Sub Division No II, Arambagh, Hooghly invites Tender vide **NIT No.06/Sub/II of 2022-23** for 01 (One) No work from bonafied resourceful agency having technical and financial capability of performing the job. The details will be available in the office notice board and from office within office hour. Last date of application- **17.01.2023.** Last date of receiving tender paper -**19.01.2023.**

Sd/- A. De
Assistant Engineer (PWD)
Hooghly Construction Sub Division No-II
Arambagh Hooghly

মেগা রিসোর্সেস লিমিটেড
U65999WB1993PLC058492
রেজি অফিস ঃ ১০, ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ সরণী (ক্লাইভ রো), ৩য় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১
কর্পোরেট অফিস ঃ ২৪/ ১/ ১, আলিপুর রোড, ৩য় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০২৭, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ফোন ঃ ০৩৩ ২৪৫০ ০৫০০, ইমেল ঃ **megaresourceslimited@gmail.com**

এতদ্বারা সূচিত করা যায় ইক্যুইটি শেয়ার হস্তান্তর করা হচ্ছে প্যান এবং অন্যান্য নথিপত্র না পাওয়ার জন্য ০১ ডিসেম্বর, ২০১৫ সম্পাদিত দলিল অনুসারে এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যায় যে বিভিন্ন সার্কুলার ভিত্তিতে যা জারি করেছে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি) সময় সময়, উল্লেখিত এবং মানসম্মত প্রক্রিয়ায় সিকিউরিটিজ হস্তান্তর বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে যা ধার্য্য রয়েছে ফিজিক্যাল মোডে যা বাতিল / ফেরত হয়েছে নথিপত্রের ঘাটতির জন্য।
কোম্পানি পেয়েছে ট্রান্সফার ডিড, আসল শংসাপত্র যার ফেস ভ্যালু ১০/- টাকা প্রতি এবং প্রয়োজনীয় নথিপত্র শেয়ার হস্তান্তর করতে ফিজিক্যাল ফর্মে কাট-অফ তারিখের পূর্বে যা স্থির করেছে সেবি যার সার্কুলার তারিখ ০২ ডিসেম্বর, ২০২০, বিস্তারিত নিম্নে উল্লেখিত ঃ

ক্র নং.	হস্তান্তরকারীর ফোলিও নং.	হস্তান্তরকারীর নাম এবং ঠিকানা	সার্টিফিকেট নং.	স্বতন্ত্র নং.	ইক্যুইটি শেয়ার সংখ্যা	হস্তান্তর যেখানে হবে তার নাম এবং ঠিকানা
১	৪২৬	খুশবু বিয়ারিং প্রা. লি. ২বি, গ্রান্ট লেন, কলকাতা-৭০০০১২	০০০০০০২৪	০০০৬৮৫৭০১ থেকে ০০০৭২৫৭০০	৪০০০০	ওনিক ইন্ডিয়া প্রা. লি. ২৬ বেলভেডার রোড, কলকাতা-৭০০০২৭, প.ব.
২	৪২৬	খুশবু বিয়ারিং প্রা. লি. ২বি, গ্রান্ট লেন, কলকাতা-৭০০০১২	০০০০০০২৩	০০০৬৩৫৭০১ থেকে ০০০৬৮৫৭০০	৫০০০০	-একই-
৩	৪২৭	বিহার পিপারস প্রা. লি. ৭১, বি.আর.বি.বি. রোড কলকাতা-৭০০০০১	০০০০০০২০	০০০৪৮৫৭০১ থেকে ০০০৫৩৫৭০০	৫০০০০	-একই-
৪	৪২৭	বিহার পিপারস প্রা. লি. ৭১, বি.আর.বি.বি. রোড কলকাতা-৭০০০০১	০০০০০০২১	০০০৫৩৫৭০১ থেকে ০০০৫৮৫৭০০	৫০০০০	-একই-
৫	৪২৮	জয়প্রীত হোটেলস প্রা. লি. ১এ, গ্র্যান্ট লেন, কলকাতা-৭০০০১২	০০০০০০১১	০০০১২৫৭০১ থেকে ০০০১৭৫৭০০	৫০০০০	-একই-
৬	৪২৮	জয়প্রীত হোটেলস প্রা. লি. ১এ, গ্র্যান্ট লেন, কলকাতা-৭০০০১২	০০০০০০১২	০০০১৭৫৭০১ থেকে ০০০২০৫৭০০	৩০০০০	-একই-
৭	৪২৮	জয়প্রীত হোটেলস প্রা. লি. ১এ, গ্র্যান্ট লেন, কলকাতা-৭০০০১২	০০০০০০১৬	০০০৩২৫৭০১ থেকে ০০০৩৬৫৭০০	৪০০০০	-একই-
৮	৪২৯	গুডফেথ সিমেন্ট প্রা. লি. ১৫৬এ, লেনিন সরণী, কলকাতা-৭০০০০১	০০০০০০১৭	০০০৩৬৫৭০১ থেকে ০০০৪০৫৭০০	৪০০০০	-একই-
৯	৪২৯	গুডফেথ সিমেন্ট প্রা. লি. ১৫৬এ, লেনিন সরণী, কলকাতা-৭০০০০১	০০০০০০২২	০০০৫৮৫৭০১ থেকে ০০০৬৩৫৭০০	৫০০০০	-একই-
১০	০২৮	আশিয়ানা বিনিময় প্রা. লি. ১৩৭, এন.এস. রোড, কলকাতা-৭০০০০১	০০০০০০২৮	০০০৯৬৫০০১ থেকে ০০১০০০০০০	৩৫০০০	-একই-
১১	০১৮	ম্যাগনেট বিনিময় প্রা. লি. ১৩৭, এন.এস. রোড, কলকাতা-৭০০০০১	০০০০০০১৮	০০০৪০৫৭০১ থেকে ০০০৪৪৫৭০০	৪০০০০	-একই-

উক্ত শেয়ারহোল্ডারগন লক্ষ্য করবেন যে কোনরূপ আপত্তি প্রাপ্ত না হলে এই নোটিস প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে আমাদের কর্পোরেট অফিস ঠিকানায় যা হল-২৪/ ১/ ১, আলিপুর রোড, ৩য় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০২৭, উপরিউল্লিখিত শেয়ারগুলি হস্তান্তরিতের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

মেগা রির্সোসেস লিমিটেড
স্বা /-
স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ১০.০১.২০২৩
মনোজিৎ পাত্র (DIN : 09345777)

বিজ্ঞান ও পরিবেশ

বি গার্ডেন চত্বরে আবর্জনার স্তূপে নষ্ট হচ্ছে সবুজ, প্রশাসনকে চিঠি দিচ্ছে কর্তৃপক্ষ

একি কাণ্ড। পাঁচিল টপকে ফেলা হচ্ছে শিশি- বোতল সহ নানান জিনিস। এই কাণ্ডটা হচ্ছে শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেন চত্বরে। নোংরা করা হচ্ছে ফেলা হচ্ছে প্লাস্টিকের বোতল বা প্লাস্টিকে ভরে আবর্জনা ফেলে । কে বা কারা ফেলছে তা নিয়ে কারুরই কোনও উত্তর জানা নেই। তবে কর্তৃপক্ষকে এই নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তারা বলেন পরিবেশ দূষণের জেরে ক্ষতি হচ্ছে গার্ডেনের গাছপালার। এই আবর্জনা গার্ডেনের নালা হয়ে মিশছে ২৪ টি পুকুরেও। যার জেরে গাছের জন্য সংরক্ষণ করা পুকুরের জলও দূষিত হচ্ছে। এই নিয়ে তারা প্রশাসনের নজরে আনার চেষ্টা করবেন। গার্ডেন কর্তৃপক্ষের দাবি করছেন, স্থানীয় বাসিন্দাদের সচেতনতার অভাবেই রয়েছে। আশপাশের বাড়ি বা বহুতল থেকে নোংরা আবর্জনা প্লাস্টিকে মুড়ে বোটানিক্যাল গার্ডেনের ভিতরে জঙ্গলে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। এমনকী পথচলতি মানুষও এ কাজ করছেন বলে তাদের অনুমান। এর জেরে নষ্ট হচ্ছে এশিয়ার বৃহত্তম বোটানিক্যাল গার্ডেন। গঙ্গার ধারে ২৭৩ একর জমির উপর তৈরি শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেন। অধিকাংশ এলাকাই পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। বি গার্ডেন কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, জঞ্জাল ফেলার বিষয়টি আন্দুল রোডের বকুলতলা গেটের কাছে বিশেষভাবে এই ঘটনা ঘটছে। ওখানকার স্থানীয়রা পাঁচিলের উপর দিয়ে গার্ডেন চত্বরে জঞ্জাল ফেলছেন। এমনকী, পথচলতি মানুষও অনেকসময় ওখানে প্লাস্টিকে মুড়ে আবর্জনা ফেলে দিচ্ছেন। এর জেরে গার্ডেনের বেশ কয়েকটি নিকাশি নালা বুজে গিয়ে গঙ্গার জল ওই নালা দিয়ে গার্ডেনের ভিতরের পুকুরগুলিতে প্রবেশ করতে পারছে না বা বর্ষার জল বেরোতে পারছে না। ব্রিটিশ আমল থেকেই শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনকে সুরক্ষিত রাখতে এই পুকুরগুলি তৈরি করা হয়েছিল। গার্ডেনের সাফাই কর্মীরা অভিযানে নেমে নালাগুলি থেকে প্রচুর আবর্জনা ভর্তি প্লাস্টিক, প্লাস্টিকের বোতল বা ওই ধরনের জঞ্জাল পেয়েছেন। বোটানিক্যাল গার্ডেনের জয়েট ডিরেক্টর দেবেন্দর সিং এই প্রসঙ্গে বললেন, গার্ডেন চত্বরে আবর্জনা না ফেলতে আশপাশের বাসিন্দাদের মধ্যে ইতিপূর্বেই সচেতনতা প্রচার করা হয়েছে। পাশাপাশি এই ব্যাপারে হাওড়া পুরসভার সঙ্গেও কথা বলা হবে। যাতে যতটা এলাকা নিয়ে বি গার্ডেন চত্বর রয়েছে সেখানে আরও বেশী করে পুরসভা ভ্যাট তৈরি করে। পুরসভা আরও ভ্যাট তৈরি করলে বাসিন্দারা পাঁচিল টপকে বি গার্ডেনের ভিতর আবর্জনা না ফেলে পুরসভার ওই ভ্যাটেই জঞ্জাল ফেলতে পারবেন।'' কিন্তু মানুষ নিজে যদি সচেতন না হন তাহলে কেউ তাদের সচেতন করতে পারবে না। বারবার বলা সত্ত্বেও কেউ তেমন সচেতন হতেই চান না। স্থানীয় এক চায়ের দোকানে দাঁড়িয়ে এই কথা গুলো বললেন, অজয় সামন্ত। তিনি পরিবার নিয়ে এই গার্ডেনেই বেড়াতে এসেছিলেন। তাঁর কথায় গার্ডেনটি আগের মতো নেই। এখানে কর্মীদেরও ব্যবহার প্রচন্ড খারাপ।

নাসার দৈত্যাকার উপগ্রহ আছড়ে পড়বে পৃথিবীতে!

ভেঙে গিয়েছে নাসার ৩৮ বছরের পুরনো কৃত্রিম উপগ্রহ। যাকে ঘিরে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। রবিবার রাত থেকে সর্বোচ্চ ১৭ ঘণ্টার মধ্যেই ওই উপগ্রহের ধ্বংসাবশেষ আছড়ে পড়বে বলেই জানিয়েছে মার্কিন মহাকাশ সংস্থা। তবে আদৌ কি এই ঘটনা নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু রয়েছে। এই বিষয়ে স্বস্তির উত্তর হল, না। নাসা জানিয়েছে, ওই উপগ্রহের ধ্বংসাবশেষ কারও মাথার উপরে ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা ৯ হাজার ৪০০ তে ১! সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে, কোনও দুর্ঘটনার সম্ভাবনা ক্ষীণতর। তাছাড়া ৫ হাজার ৪০০ পাউন্ড তথা ২ হাজার ৪৫০ কেজির ওই উপগ্রহের অধিকাংশ অংশই মাটিতে পড়ার আগে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। যেটুকু অংশ ভূপৃষ্ঠে আছড়ে পড়বে, তা খুবই কম। ঠিক কোথায় আছড়ে পড়তে পারে ওই উপগ্রহ, এই নিয়ে প্রশ্ন করা হলে বিজ্ঞানীরা তার উত্তরে জানাচ্ছেন, আফ্রিকা, এশিয়ার মধ্য প্রাচ্য কিংবা উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার পূর্ব কিংবা পশ্চিম অংশের কোথাও ভেঙে পড়বে নাসার পরিত্যক্ত উপগ্রহটি। 'দ্য আর্থ রেডিয়েন বাজেট স্যাটেলাইট' তথা ইবিআরএস নামের ওই উপগ্রহটি উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল ১৯৮৪ সালে। যদিও সেটির কর্মক্ষম থাকার কথা ছিল ২ বছর, তবুও ২০০৫ সাল পর্যন্ত একটানা কাজ করে গিয়েছিল উপগ্রহটি। নিয়মিত ওজন স্তর ও নানা বিষয় নিয়ে তথ্য পাঠিয়ে গিয়েছে ইবিআরএস। উল্লেখ্য, এই ধরনের ঘটনা এর আগেও ঘটেছে। যদিও অধিকাংশ রকেটের ভগ্নাংশ বায়ুমণ্ডলের সংস্পর্শে এসে জ্বলে পুড়ে যায় কিংবা সমুদ্রের জলে পড়ে ধ্বংস হয়ে যায়। সম্প্রতি চিনের মার্চ ৫ বি রকেটের ভগ্নাংশ ভেঙে পড়া নিয়ে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছিল। এবার আলোচনায় পরিত্যক্ত উপগ্রহ। যদিও তা কারও মাথায় ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা নেই, তবু বিষয়চর্চা নিয়ে চর্চা কম হচ্ছে না।

চাঁদের জন্ম নিয়ে চাঞ্চল্যকর দাবি গবেষকদের

চাঁদের মাটিতে মানুষ পা দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু এখনও স্বপ্ন ও বাস্তবের মাঝমাঝি অবস্থান করেরছে এই আশ্চর্য উপগ্রহটি। এক রহস্য চাঁদের জন্ম সংক্রান্ত। এবার চাঁদের সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে গবেষণায় দাবি করা হল, পৃথিবীর এই উপগ্রহটি তৈরি হতে শতাব্দীর পর শতাব্দী সময় লাগেনি। বরং কয়ে ঘণ্টার মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল চাঁদের। প্রায় তৎক্ষণাত্ ঘুরতে শুরু করে পৃথিবীকে কেন্দ্র করে। সাধারণ ধারণা হল চাঁদের সৃষ্টি হয়েছিল প্রায় সাড়ে চারশো কোটি বছর আগে। পৃথিবীতে ব।স। কোনও আলোড়নের ফলে পৃথিবীরই উপাদান ছিটকে বেরিয়ে চাঁদের সৃষ্টি হয় বলে মনে করা হয়েছে। তবে পৃথিবীর সঙ্গে চাঁদের গঠনের আশ্চর্য মিল নিয়ে চিন্তায় রয়েছে বিজ্ঞানীরা। এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেননি তারা। এর মধ্যেই ব্রিটেনের ডারহ্যাম ইউনিভার্সিটির অধীন ইনস্টিটিউট ফর কম্পিউটেশনাল কসমোলজির এক দল গবেষক জানিয়েছেন, চাঁদ সৃষ্টি হতে সময় লেগেছিল কয়ে ঘণ্টা মাত্র। মঙ্গল গ্রহের আকারের থিয়া নামের এক মহাজাগতিক বস্তুর আঘাতে চাঁদের সৃষ্ট হয়। ডারহ্যাম ইউনিভার্সিটির গবেষণা প্রকাশিত হয়েছে 'দ্য অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল জার্নাল লেটার্স'-এ। কৃত্রিম ভাবে মডেলের ব্যবহারে থিয়া ও পৃথিবীর সংঘর্ষের পুনঃর্নিমাণ করেও দেখিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। গবেষকদের দাবি, তীব্র সংঘর্ষে থিয়া ও পৃথিবী থেকে কিছুটা করে অংশ ছিটকে বেরিয়ে এসেছিল। সেই অংশ বা পদার্থই প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে শুরু করে। বর্তমান গবেষণার নেতৃত্বে থাকা জ্যাকব কেগেরেস নাসাকে এই বিষয়ে বলেছেন, এটি চাঁদের সৃষ্টতত্ত্ব নিয়ে গবেষণায় একটি সম্পূর্ণ নতুন পরিসর খুলে দিয়েছে। ডারহ্যাম ইউনিভার্সিটির গবেষণা চাঁদ ও পৃথিবীর সৃষ্টি ও মানুষের পৃথিবীতে আবির্ভাব সংক্রান্ত রহস্যে আলো দেখাতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে তা কবে তা বলা মুশকিল। তবে বিজ্ঞানীরা চেষ্টা চলিয়ে যাচ্ছেন বলে জানতে পারা গিয়েছে।

গুগলের দুই সেবায় আসছে চমক

গুগলের দুইটি জনপ্রিয় সেবা জিমেইল ও গুগল চ্যাটে তিনটি নতুন ফিচার যুক্ত হচ্ছে। এরফলে ব্যবহারকারীরা ওয়েব ও মোবাইল ডিভাইসে আরও উন্নত সার্চ সেবা পাবেন বলে জানিয়েছে গুগল। টেক জায়ান্তঞ' গুগল বলছে, জিমেইল ও গুগলের এসব নতুন আপডেটের ফলে ব্যবহারকারীরা আগের চেয়ে আরো নির্ভুলভাবে সার্চ অপশন ব্যবহার করতে পারবেন। একই সঙ্গে সার্চ সাজেশন, জিমেইল লেভেল ও রিলেটেড রেজাল্টেও নতুনত্ব আসছে। যদিও প্রাথমিকভাবে নতুন ফিচারগুলো নির্দিষ্ট কয়েকটি দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। পরবর্তীতে বিশ্বব্যাপী এটি অবমুক্ত করা হবে। তিনটি আপডেট ইতোমধ্যেই গুগলের ওয়ার্ক প্লেস কাস্টমার, লিগেসি জি সুইট বেসিক অ্যান্ড বিজনেস ব্যবহারকারীরা পেয়েছেন। আর চলতি মাসেই অ্যান্ড্রয়ের জন্য গুগল চ্যাটের নতুন ফিচার অবমুক্ত করা হবে। এদিকে গুগল একটি ব্লগ পোস্টে জানায, গুগল চ্যাটের সার্চ বাটনে সাজেশনস ফিচারটি ব্যবহারকারীর সার্চ করার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিষয় থেকে প্রদর্শিত হবে। ফলে তারা দ্রুততার সময়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মেসেজ পুনরায় দেখতে পারবেন। অপরদিকে জিমেইলের লেভেল বর্তমানে অ্যান্ড্রয়ে ও আইওএসভিত্তিক ডিভাইসের জন্য অবমুক্ত করা হয়েছে। ওয়েব ভার্সনের ফিচারও দ্রুত অবমুক্ত করা হবে।

স্ত্রীকে খুন করলেন ভারতীয় সেনার লেফটেন্যান্ট কর্নেল, নিজেও আত্মঘাতী

নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারি ঃ স্ত্রীকে খুনের পর গুলি চালিয়ে আত্মঘাতী হলেন এক সেনা আধিকারিক। রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে পাঞ্জাবের ফিরোজপুরে। ঘর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে সুইসাইড নোট। সোমবার ভারতীয় সেনা সূত্রে এই খবর প্রকাশ্যে এসেছে। মৃত সেনার ওই লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফিরোজপুরে কর্মরত ছিলেন। বিয়ের পর থেকে ওই দম্পতির প্রায়শই ঝামেলা হত বলে প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন। সেনা সূত্রে খবর, ওই দম্পতি নিয়মিত কাউন্সেলিং করাতেন। রবিবার রাতে পারিবারিক অশান্তির কারণেই স্ত্রীকে খুন করে ওই সেনা আধিকারিক আত্মঘাতী হন বলে প্রাথমিক ভাবে মনে করছে পুলিশ। সেনা আধিকারিকের ঘর থেকে সুইসাইড নোট উদ্ধার করা হয়েছে। স্ত্রীকে খুনের কথা সুইসাইড নোটে উল্লেখ করেছেন ওই সেনা আধিকারিক। ঘর থেকে দম্পতির দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ভারতীয় সেনা ও পাঞ্জাব পুলিশ। তবে মৃত সেনা আধিকারিকের নাম প্রকাশ করা হয়নি।

প্রতিরক্ষা উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াতে কাজ করছে ভারত ঃ রাজনাথ সিং

নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারি ঃ ড্রোন, সাইবার প্রযুক্তি এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে নিজস্ব প্রতিরক্ষা উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর দিকে কাজ করছে ভারত। বললেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। সোমবার নতুন দিল্লিতে রাষ্ট্রদূতদের সম্মেলনে বক্তৃতাকালে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেন, দেশের বৃহৎ জনসংখ্যা এবং প্রচুর দক্ষ জনবল উচ্চ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে স্টার্ট-আপগুলির নেতৃত্বে একটি উদ্ভাবনী ইকোসিস্টেম তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। তিনি বলেন, গত পাঁচ বছরে ভারতের প্রতিরক্ষা রফতানি আট গুণ বেড়েছে এবং ৭৫ টিরও বেশি দেশে রফতানি করছে ভারত। মেক ইন ইন্ডিয়ার গুরুত্ব তুলে ধরে রাজনাথ সিং বলেন, এই উদ্যোগটি মেক-ফর-দ্য-ওয়ার্ল্ডের উৎপাদনকে অন্তর্ভুক্ত করে। তিনি বলেন, আত্মনির্ভরতার উদ্যোগ অন্যান্য অংশীদার দেশের সঙ্গে অংশীদারিত্বের নতুন দৃষ্টান্তের সূচনা। রাষ্ট্রদূতদের সম্মেলনে ভারতের জি-২০ সভাপতিত্ব নিয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেন, জি-২০ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির মধ্যে ঐক্যমত্য গড়ে তুলে বিশ্বের জন্য আরও নিরাপদ, সমৃদ্ধ এবং দীর্ঘস্থায়ী এজেন্ডা তৈরী করাই দেশের মূল লক্ষ্য। অ্যারো ইন্ডিয়া-২০২৩- এর ১৪ তম সংস্করণ যা আগামী মাসে ১৩ থেকে ১৭ ফেব্রুয়ারি বেঙ্গালুরুতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে, এই প্রসঙ্গে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেছেন, বিমান ইন্ডাস্ট্রিতে তথ্য, ধারণা এবং নতুন প্রযুক্তিগত উন্নয়নের আদান-প্রদানের সুযোগ প্রদান করবে অ্যারো ইন্ডিয়া।

অর্চনা জোশী, জেনারেল ম্যানেজার, ৯ জানুয়ারি, ২০২৩-এ দক্ষিণ পূর্ব রেলের সদর দফতর গার্ডেন রিচে বডি বিল্ডিং দলকে সংবর্ধনা দিচ্ছেন।

গুজরাট সরকারের বিরুদ্ধে আবেদন খারিজ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারি ঃ অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কার্যকর করার বিষয়টি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ে করা হয়েছিল। কারণ হিসাবে সেখানে বলা হয়েছিল বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য কমিটি গড়া হোক। এই প্রস্তাব দিয়েছিল গুজরাট ও উত্তরাখণ্ডের সরকার। তার পরেই তার বিরোধিতা করে সুপ্রিম কোর্টে এই জনস্বার্থ মামলা। সোমবার সেই আর্জি খারিজ করে দিল প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চ। দুই সদস্যের বেঞ্চ জানিয়ে দিয়েছে, এই কমিটি গঠন করার ক্ষমতা আছে রাজ্যগুলির। তাই এহেন কমিটি গড়ার বিষয়টিকে চ্যালেঞ্জ জানানো যায় না। গুজরাটের বিধানসভা নির্বাচনের আগেই সেই রাজ্যে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কার্যকর করতে উদ্যোগী হয় বিজেপি সরকার। জানা যায়, গুজরাট হাই কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতির নেতৃত্বে একটি কমিটি গড়ার প্রস্তাব দেওয়া হয় বিজেপি সরকারের তরফে। তারপরেই এই কমিটি গঠনের বিরোধিতা করে জনস্বার্থ মামলা দায়ে করা হয় সুপ্রিম কোর্টে। অনুপ বারনওয়াল নামে এক ব্যক্তির মামলা সোমবারই খারিজ করে দেয় শীর্ষ আদালত। দুই বিচারপতির বেঞ্চ জানিয়েছে, রাজ্য সরকারগুলিকে এই কমিটি গঠন করার ক্ষমতা দিয়েছে সংবিধান। তাই এই কমিটি গঠন করার বিষয়টিকে চ্যালেঞ্জ করা যায় না। সেই সঙ্গে আদালতের পর্যবেক্ষণ, দুই রাজ্যের সরকার শুধুমাত্র কমিটি গঠন করেছে। এখনই আইনের কোনও পরিবর্তন করা হয়নি। তাছাড়া আইনসভার ক্ষমতার আওতায় থাকা বিষয় নিয়ে আইন প্রণয়ন করারও অধিকার রয়েছে রাজ্য সরকারগুলির। প্রসঙ্গত, ২০২২ সালের মে মাসে উত্তরাখণ্ডের সরকার অভিন্ন দেওয়ানি বিধির কার্যকারিতা খতিয়ে দেখতে কমিটি গঠন করে। বিজেপির বলছে, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কার্যকর হলে সামাজিক সৌহার্দ্য বজায় থাকবে। লিঙ্গবৈষম্য দূর হবে। মহিলারা শক্তিশালী হবেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এর ফলে সংবিধানের মূল ভাবধারা বজায় থাকবে। 'একটি রাষ্ট্রে দুই প্রধান, দুই নিশান ও দুই বিধান থাকতে পারে না।' শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ে এই বাক্যবন্ধ বিজেপির নীতি নির্ধারণে স্পষ্ট। উল্লেখ্য, ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই এক দেশ, এক আইনের পক্ষে সওয়াল করছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সরকার। ২০১৯ সালেও বিজেপির নির্বাচনী ইস্তাহারে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কার্যকর করার বিষয়টির উল্লেখ ছিল। তবে কেন্দ্রীয় স্তরে এখনও পর্যন্ত তা কার্যকর হয়নি। তবে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলি নিজেদের মতো করে এই বিধি কার্যকর করার উদ্যোগী হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।

তিরুপতি দর্শনে বুকিং শুরু, থাকাখাওয়ার খরচ বৃদ্ধি নিয়ে সরব বিজেপি

নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারি ঃ মাস দুয়েকের জন্য অনলাইনেও তিরুপতি মন্দিরের দর্শন করতে পারবেন ভক্তেরা। সোমবার থেকে বুকিং নেওয়া শুরু করলেন মন্দিরের কার্যনির্বাহী ট্রাস্ট তিরুমালা তিরুপতি দেবস্থনম (টিটিডি) কর্তৃপক্ষ। যদিও মন্দিরের আশপাশের অতিথিশালাগুলিতে থাকাখাওয়ার খরচ বাড়ানোয় বিজেপির সমালোচনার মুখে পড়েছে টিটিডি। তবে ট্রাস্টের যুক্তি, ওই অতিথিশালাগুলি সংস্কার করে আধুনিক সুযোগসুবিধার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। সেই কারণেই প্রায় ৩ দশক পর সেগুলিতে থাকাখাওয়ার খরচ বাড়িয়েছে তারা। টিটিডি জানিয়েছে, তাদের ওয়েবসাইট থেকে ৩০০ টাকার টিকিট কেটে অনলাইনে তিরুপতির শ্রীবেঙ্কটেশ্বরের মন্দিরের বিশেষ দর্শন করতে পারবেন ভক্তেরা। সোমবার থেকে টিকিটের বুকিং শুরু হয়েছে। ১২ জানুয়ারি থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অনলাইনে তিরুমালার এই মন্দির দর্শন করা যাবে। যদিও ফেব্রুয়ারির ২২-২৮ তারিখ 'বলয়ালম' উপলক্ষ্যে মন্দিরের গর্ভগৃহে বিশেষ পুজোপাঠ থাকায় এই 'দর্শন-কোটা' পাওয়া যাবে না। ২ জানুয়ারি থেকে তিরুপতির মন্দিরের 'বৈকুণ্ঠদ্বার' দর্শন শুরু হয়েছে। তা চলবে ১১ তারিখ পর্যন্ত। সে জন্য মন্দিরে ভক্তদের ভিড় জমেছে। প্রতি দিন প্রায় ৫০ হাজার দর্শনার্থী মন্দিরে আসছেন বলে দাবি করেছে টিটিডি। তবে মন্দিরের আশপাশে টিটিডির অতিথিশালা এবং কটেজগুলির তাঁদের থাকাখাওয়ার জন্য দশ গুণ খরচ বাড়ানো হয়েছে বলে দাবি। যা নিয়ে সরব হয়েছেন অন্ধ্রপ্রদেশের বিজেপি সভাপতি সোমু বীররাজু। তাঁর দাবি, তীর্থক্ষেত্রকে নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছে টিটিডি। বীররাজু বলেন, ''নারায়ণগিরি গেস্ট হাউসে আগে ৭৫০ টাকায় ভাড়া পাওয়া যেত। তবে তা এখন বেড়ে হয়েছে ১,৭০০। অন্য দিকে, স্পেশাল কটেজগুলিতে তার দাম পড়ছে ২,২০০ টাকা।'' যদিও টিটিডি জানিয়েছে, দর্শনার্থীদের অনুরোধে অতিথিশালা এবং কটেজগুলির সংস্কার করে তাতে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র, গিজার, কাঠের বিছানা-সহ আধুনিক আসবাবপত্রের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। সে কারণেই এখানে থাকাখাওয়ার খরচ বেড়েছে।

বাস দুর্ঘটনায় মৃত ৩, আহত ১৮ জন

কনৌজ, ৯ জানুয়ারি ঃ উত্তরপ্রদেশের কনৌজে আগ্রা-লখনউ এক্সপ্রেসওয়েতে বাস দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। আহত হয়েছেন ১৮ জন। দিল্লির আনন্দ বিহার থেকে উত্তরপ্রদেশের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল বাসটি। সোমবার ভোররাতে আগ্রা-লখনউ এক্সপ্রেসওয়ে ঘন কুয়াশায় ঢাকা থাকার জেরেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। দুর্ঘটনাটি কনৌজের থাথিয়া থানার আওতাধীন পিপরাউলি গ্রামে। জানা গিয়েছে, মোট ৩০ জন যাত্রী নিয়ে উত্তরপ্রদেশ রওনা দিয়েছিল বাসটি। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। যাদের মধ্যে একজন ১১ বছরের কিশোর। দুর্ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছন যোগী আদিত্যনাথ।

বরপেটারোডে সংগঠিত গুলিকাণ্ডে তিন অভিযুক্ত গ্রেফতার

অসম, ৯ জানুয়ারি ঃ বরপেটারোডে সংগঠিত গুলিকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত তিন অভিযুক্তকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। ধৃত তিন অভিযুক্তকে যথাক্রমে বরপেটারোডের বালাভিটা গ্রামে শ্রীধর মণ্ডল, চেঙেলিয়ার আবু তাহের এবং কলহভাঙার বাসিন্দা খুশি সূত্রধর বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। গত শুক্রবার ৬ জানুয়ারি সন্ধ্যা নাগাদ বরপেটারোড শহরের বুকচিরে ধাবিত ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের কলহভাঙায় সংগঠিত হয়েছিল গুলিচালনার ঘটনা। বরপেটারোড কলহভাঙার মেসার্স রাধেকৃষ্ণ হার্ডওয়ার নামে একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে চার দুবৃত্ত ঢুকে এলোপাতাড়ি গুলি বর্ষণ করে নগদ ৫০ হাজারের বেশি টাকা লুট করে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। দুটি বাইকে এসেছিল চার জনের দুব্বৃত্ত দলটি। ঘটনার পর দুর্বৃত্তদের ধরতে ব্যাপক অভিযান চালায় বরপেটারোড পুলিশ। পুলিশের তদন্তকারী অফিসার জানান, ঘটনার মূল মাস্টারমাইন্ড শ্রীধর মণ্ডলকে নাগাল্যান্ডের ডিমাপুর থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সেদিন ব্যবহৃত পিস্তলও ইতিমধ্যে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান থেকে লুট করে নেওয়া ৫০ হাজারের মধ্যে ২৬ হাজার ৫০০ টাকা উদ্ধার তাদের হেফাজত থেকে পুলিশ উদ্ধার করেছে, জানান তিনি। ঘটনার সঙ্গে জড়িত চতুর্থ দুব্বৃত্তকে শীঘ্রই জালে তোলা হবে বলে জানান তিনি।

Name Change
I, SOGRA KHATUN (OLD NAME) daughter of SHAHADAT HUSSAIN residing at A/23 UTTARAYAN SARANI, NOWDAPARA, North 24 Parganas 700056, have changed (shall henceforth be known) as SOGRA KHATOON vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 10th January ' 2023. SOGRA KHATUN and SOGRA KHATOON, all are same and one identical person.

Name Change
I, AMIRUL ISLAM MOLLA S/O JAMELUDDIN MOLLA RESIDENT OF VILL. & P.O.-KHARAMPUR , P.S. - HASNABAD, DIST. - NORTH 24 PARGANAS, WEST BENGAL - 743456, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AMIRUL MOLLA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT BASIRHAT ON 04/01/2023 .

Name Change
I, CHANDRA NATH PAL (old name) S/O BENI MADHAB PAUL resident of 48,C.R. PARK NATAGARGH, SODEPUR, PIN-700113 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) CHANDRA NATH PAUL, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 07/01/2023. CHANDRA NATH PAL and CHANDRA NATH PAUL all are same and one identical person.

Name Change
I, RAOSAN ARA BEGUM (old name) W/O SALAUDDIN KAZI resident of T-461, PANCH PARA LANE, PO-BARTALA, PS-RAJA BAGAN, KOLKATA-700018 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) RAWSHAN ARA BEGUM, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 07/01/2023. RAOSAN ARA BEGUM and RAWSHAN ARA BEGUM all are same and one identical person.

Name Change
I, ANIS ABDULLAH HAZRAT (old name) S/O ABDULLAH HAZRAT resident of 33A, Mcleod Street, Park Street, Kolkata- 700017 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) ANIS HAZRAT, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 07/01/2023. ANIS ABDULLAH HAZRAT and ANIS HAZRAT all are same and one identical person.

Name Change
I, TAFSILA BIBI (old name) W/O SEKH ERFAN ALI resident of T-324, PANCH PARA ROAD, PS-RAJA BAGAN, KOLKATA- 700018 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) TOFSILA BIBI, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 07/01/2023. TAFSILA BIBI and TOFSILA BIBI all are same and one identical person.

Name Change
I RATAN DATTA (old name) S/O RAMESH DUTTA resident of 21/A GOKUL MITRA LANE, HATKHOLA, KOLKATA-700005 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) RATAN DUTTA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 07/01/2023. RATAN DATTA and RATAN DUTTA all are same and one identical person.

Name Change
I, HOMAIRA BEGUM (old name) W/O GOLAM MALI resident of W-105, HAZI RATAN LANE, PO-BARTALA, PS-RAJA BAGAN, KOLKATA-700018 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) HOMAIRA MALI, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 07/01/2023. HOMAIRA BEGUM and HOMAIRA MALI all are same and one identical person.

Name Change
I, MD BADRUDDOJA MOLLA (old name) S/O ISPAHAN MOLLA resident of W- 202/5, HAZI RATAN LANE, PO-BARTALA, PS-RAJA BAGAN, KOLKATA-700018 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) MD BADRUDDOZA MOLLA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 07/01/2023. MD BADRUDDOJA MOLLA and MD BADRUDDOZA MOLLA all are same and one identical person.

Name Change
I, ROMIT GUPTA resident of 45-Nandlal Mitra Lane, Flat No-701, 7 th Floor, Near Hooghly Dock, Salkia, Haora (M.Corp), Howrah-711106 WEST BENGAL, do hereby solemnly affirm & declaring my daughter's actual name SHAYANA GUPTA instead of SHAYANNA GUPTA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 07/01/2023. SHAYANA GUPTA and SHAYANNA GUPTA all are same and one identical person.

Name Change
I, SALONI AGARWALLA (old name) W/O SOUMIL BAJAJ resident of 188/1C, Manicktala Main Road, Kankurgachi, Kolkata- 700054 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SALONI BAJAJ, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 07/01/2023. SALONI AGARWALLA and SALONI BAJAJ all are same and one identical person.

Name Change
I, BUDHESWAR MONDAL(old name) S/O HIRU MONDAL(Old Name) resident of Debipur, South Twenty Four Parganas, Pin-700104 WEST BENGAL, India I have changed my & my father's name to (shall henceforth be known as) BUDDHADEB MONDAL S/o HIRULAL MONDAL, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 07/01/2023. BUDHESWAR MONDAL S/O HIRU MONDAL and BUDDHADEB MONDAL S/o HIRULAL MONDAL all are same and one identical person.

Name Change
I , Uday Kr Guha S/O- Kinkar Bhusan Guha resident of Baranilpur Road, P.O.-Sripally, P.S.-Burdwan Dist- Purba Bardhaman, W.B.-713103, shall henceforth be known as 'Uday Kumar Guha' vide an affidavit before the notary public at Purba Bardhaman on 22/12/2022

Name Change
I, NITESH KUMAR GUPTA (old name) S/O MAHESH KUMAR GUPTA resident of 98, Christopher Road, Brindaban Garden, Building No. 22, 2 nd Floor, Flat No. 3 & 4, PO-Gobind Khatick Road, PS-Topsia, Kolkata-700046 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) NITESH GUPTA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 07/01/2023. NITESH KUMAR GUPTA and NITESH GUPTA all are same and one identical person.

Name Change
I , Mohammad Zahurul Islam @ Md Zahurul Islam @ Md Zahirul Islam S/O- Md Soleman Ali resident of Ichapur, P.O.+ P.S.-Memari, Dist- Purba Bardhaman, W.B.-713146, shall henceforth be known as 'Md Zahural Islam' vide an affidavit before the notary public at Purba Bardhaman on 06/01/2023

Name Change
I , Ganesh Chandra Paul S/O- Dibakar Pal resident of Vill- Kumna, P.O.-Roll, P.S.-Indus, Dist- Bankura, W.B.-722205, shall henceforth be known as 'Ganesh Paul' vide an affidavit before the notary public at Purba Bardhaman on 22/12/2022.

Name Change
I , Asit Kumar Mondal S/O- Ramhari Mondal resident of Khirpai, Kadamkundu, Dist-West Medinipur, W.B.-721232, shall henceforth be known as 'Asit Mondal' vide an affidavit before the notary public at Purba Bardhaman on 22/12/2022.

Name Change
I , SK Habibar Rahman S/O- Sekh Yead Rahaman @ SK Yead Rahaman resident of Golahat, Barabalidanga, P.O.-Sripally, P.S.- Burdwan Dist- Purba Bardhaman, W.B.-713103, shall henceforth be known as 'SK Habibur Rahaman' Vide an affidavit before the notary public at Purba Bardhaman on 22/12/2022

Name Change
I , Shaikh Sariful S/O- Shaikh Asraf Ali @ Sk Asraf Ali resident of Vill- Muralipur, P.O.-Chotkhanda, P.S.- Memari, Dist- Purba Bardhaman, W.B.-713146, shall henceforth be known as 'SK Sariful Ali' vide an affidavit before the notary public at Purba Bardhaman on 22/12/2022.

Name Change
I , Dulal Ch Roy S/O- Guruprasad Roy resident of Baranilpur Road, P.O.-Sripally, P.S.-Burdwan Dist- Purba Bardhaman, W.B.-713103, shall henceforth be known as 'Dulal Chandra Roy' vide an affidavit before the notary public at Purba Bardhaman on 22/12/2022.

Name Change
I, ATIYAR MOLLA S/O JABBAR MOLLA resident of Vill.-Paschim Dandirhat, P.O.- Dandirhat, P.S.-Basirhat, Dist. North 24 Parganas, West Bengal - 743412 , shall henceforth be known as 'ATIYAR MOLLA S/O JUBBAR MOLLA' vide an affidavit before the notary Public at Basirhat, North 24 Parganas on 09/01/2023, both ATIYAR MOLLA S/O JABBAR MOLLA and ATIYAR MOLLA S/O JUBBAR MOLLA is the same and identical person.

Name Change
I, GOUTAM PATRA alias GAUTAM PATRA (old name) S/O LATE GORACHAND PATRA resident of 735, Purbachal Road, PO- Haltu, PS-Garfa, Kolkata - 700078 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) GAUTAM KUMAR PATRA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 09/01/2023. GOUTAM PATRA, GAUTAM PATRA and GAUTAM KUMAR PATRA all are same and one identical person.

Name Change
I, ASIR UDDIN (old name) S/O SHEKH KHAYARUDDIN resident of Taldharia, PO-Tadharia Kapasia, Dist- North 24 Parganas, Pin-700130 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SK ACHHIR UDDIN, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 09/01/2023. ASIR UDDIN and SK ACHHIR UDDIN all are same and one identical person.

Name Change
I, AZHAR UDDIN (old name) S/O SK ACHHIR UDDIN resident of Taldharia, PO-Tadharia Kapasia, Dist- North 24 Parganas, Pin-700130 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SK AZHAR UDDIN, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 09/01/2023. AZHAR UDDIN and SK AZHAR UDDIN all are same and one identical person.

Name Change
I, NABAMI DAS (old name) D/O NIRANJAN DAS resident of VILL MACHINAN PO GOPALNAGAR EAST MEDINIPUR PIN 721130 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) LAKSHIRANI DAS, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 09/01/2023. NABAMI DAS and LAKSHIRANI DAS all are same and one identical person.

Name Change
I, PUSKAR JAISWAL (OLD NAME) son of ASHOK KUMAR JAISWAL residing at 27 B T ROAD, PRASAD NAGAR, BLOCK-B2, FLAT-006, KAMARHATI, North 24 Parganas 700058, have changed (shall henceforth be known) as PUSHKAR JAISWAL vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 9th January '2023. PUSKAR JAISWAL and PUSHKAR JAISWAL, all are same and one identical person.

সংস্কৃতি চক্র সম্মানে ভূষিত মনোহর নন্দী

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৯ জানুয়ারি ঃ সংস্কৃতি চক্র সম্মানে ভূষিত হলেন বিশিষ্ট কবি, চিত্রশিল্পী মনোহর নন্দী। রবিবার সন্ধ্যায় বাঁকুড়া শহরের তাজগঞ্জ হলে ভারতীয় সংস্কৃতি চক্র আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তাকে এই সম্মান প্রদান করা হয়। প্রয়াত সঙ্গীত শিল্পী জয়দেব বরাট ও প্রয়াত বিশিষ্ট সাংবাদিক, নাট্যব্যক্তিত্ব ও শিল্পী জয়ন্ত বরাটের স্মৃতিতে জেলার গুণী শিল্পীদের সংস্কৃতি চক্র প্রদান করে চলেছে ভারতীয় সংস্কৃতি চক্র।এবছর এই সম্মানে ভূষিত হলেন মনোহর বাবু। তাকে এই সম্মান প্রদান উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট আবৃত্তিকার পার্থ কুন্ডু, সমাজসেবীও ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স সোসাইটির সম্পাদক বিপ্লবাস মিদ্যা, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ সুদেব সিনহা, সমাজসেবী সুশান্ত বিশ্বাস, প্রাক্তন সহকারী স্কুল পরিদর্শক চিত্তরঞ্জন কুন্ডু। সকলেই মনোহর বাবুর শিল্পকর্ম, কবিতা ও ছড়া রচনা, তার সহজ সরল জীবন চর্চা তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে তার হাতে স্মারক তুলে দেন সংস্থার সহ-সম্পাদক বৃন্দাবন পাল, উত্তরীয় পরিয়ে সম্মান জ্ঞাপন করেন সম্পাদক বৃন্দাবন বরাট, পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন সুশান্ত নন্দী, উপহার প্রদান করেন হরসুন্দর দত্ত। মানপত্র পাঠ করেন আবৃত্তিকার পার্থ কুন্ডু। অনুষ্ঠানে প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন সহসভাপতি সোমনাথ বরাট। অনুষ্ঠানে শক্তি মায়া সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ বৃন্দাবন বরাটের পরিচালনায় গীতিনাট্য পরিবেশিত হয়। পূজা পর্যায়ের রবীন্দ্র সঙ্গীত সহযোগে এই নৃত্যনাট্য, পরিচালনা করেন শ্রাবন্তী। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন চৈতালি দরিপা।

আবাস বিতর্কে সড়ক অবরোধ

দুরন্ত বার্তা, তপন, ৯ জানুয়ারি ঃ প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে বহু যোগ্য নাম। প্রতিবাদে রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন নাগরিক মঞ্চের সদস্যরা। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে তপন থানার হারদিঘি এলাকায়। প্রায় ২ ঘণ্টা অবরোধ চলার পর ব্লক প্রশাসনিক কর্তাদের আশ্বাসে অবরোধ ওঠে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপন ব্লকের মোট ১১টি গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রায় ২ লক্ষ ৭০ হাজার ভোটার রয়েছেন। কিন্তু আবাস যোজনায় প্রায় ৪০ হাজার আবেদন জমা পড়েছে। প্রায় ২০০ আধিকারিককে দিয়ে আবেদন খতিয়ে দেখার কাজ শুরু হতেই প্রায় কয়েক হাজার নাম কাটা পড়েছে। তালিকা থেকে নাম কাটা পড়তেই তপনের বিভিন্ন এলাকায় ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। কোথাও রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান গ্রামের বাসিন্দারা। আবার কোথাও গ্রাম পঞ্চায়েতে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখানো হয়। শুধু গ্রামের সাধারণ মানুষ নয়। আবাস যোজনার দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন বিরোধীরাও। এবার রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাল তপন ব্লকের গুড়াইল গ্রাম পঞ্চায়েতের নাগরিক মঞ্চের সদস্যরা। এদিন দুপুর হতে গুড়াইল গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন গ্রামের মানুষজন হারদিঘিতে জমায়েত হন। অবরোধে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজন ধামসা-মাদল বাজিয়ে অংশ নেন। নালাগোলা, ভিকাহার রুটের হারদিঘিতে রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখানোর ফলে আটকে পড়েন মালদা, বালুরঘাট, গঙ্গারামপুর সহ দূরদূরান্তের যাত্রীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান তপন ব্লকের যুগ্ম বিডিও এবং তপন থানার আইসি। প্রায় দুইঘণ্টা পর অবরোধ ওঠে।

‘অনুব্রত মণ্ডলকে আমরা দিল্লি দর্শন করাবোই’

ঘোষণা বিজেপির রাজ্য সভাপতির

অনিরুদ্ধ সরকার, বাঁকুড়া, ৯ জানুয়ারি ঃ ‘অনুব্রত মণ্ডলকে আমরা দিল্লি দর্শন করাবোই।’ বিস্ফোরক দাবি বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের। বরবারই বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির নিশানার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন কেষ্ট। সোমবার দলের বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার বাঁকুড়া-২ মণ্ডলের ডাকে আঁকুড়াবাদ কালী মন্দির সংলগ্ন মাঠে ‘পঞ্চায়েতি কর্মী সম্মেলনে’ যোগ দিতে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জেলবন্দি নেতাকে এমনই মন্তব্য করলেন সুকান্ত। তিনি বলেন, গরু পাচার মামলায় বীরভূমের জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল এই মুর্হূর্তে আসানসোল কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে বন্দি। দীর্ঘদিন ধরে অনুব্রত মণ্ডলকে দিল্লি নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের চেষ্টা করেছে ইডি। দিল্লির রাউস এভিনিউ কোর্টের নির্দেশের পর বীরভূমের তৃণমূলকর্মী খুনের মামলায় কেষ্টর দিল্লি যাত্রায় বাধা পড়ে। নতুন করে আবার কেষ্টকে দিল্লি নিয়ে যাওয়ার জন্য তেড়েফুঁড়ে নেমেছে ইডি। তখনই সুকান্তর এই মন্তব্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। ‘ভারত জোড়ো যাত্রা’ নিয়ে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর ভূয়সী প্রশংসা শোনা গিয়েছিল তৃণমূল সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহার গলায়। আসানসোলের সাংসদের সেই মন্তব্যকে ‘ব্যক্তিগত মতামত’ বলে তৃণমূল এড়িয়ে গেলেও এই নিয়ে কটাক্ষ শোনা যায় বিজেপি রাজ্য সভাপতির গলায়। তিনি বলেন, শত্রুঘ্ন সিনহাকে কি কেউ সিরিয়াসলি নেয়! আপনারা নিচ্ছেন নিন। আবার কখন ‘খামোশ’ বলে দেবে তখন সবাই চুপ করে যাবেন। বিহারে বন্দে ভারত একপ্রেসে ঢিল ছোঁড়ার বিষয়ে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে বিজেপি রাজ্য সভাপতি বলেন, অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। পাশাপাশি নাম না করে খোঁচা দিয়ে সুকান্ত বলেন, কিছু মানুষ আছে যারা ভারতবর্ষের উন্নতি সহ্য করতে পারেনা। এদেশে থাকে, খায় আর গুণগান গায় অন্য দেশের। সম্প্রতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের দুয়ারে সরকার প্রকল্প কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে পুরস্কার পেয়েছে। দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিম ভট্টাচার্যের হাতে সেই পুরস্কার তুলে দেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। সেই প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে সুকান্ত বলেন, দুয়ারে সরকার কোনও পুরস্কার পায়নি। দুয়ারে সরকার ডিজিট্যাল প্লাটফর্ম ব্যবহারের বিষয়টি পুরস্কার পেয়েছে। তৃণমূল এতদিন সরকারে থাকার পরও কেন এত মানুষকে দুয়ারে সরকারের লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে? সম্প্রতি বিজেপির সর্বভারতীয় সহসভাপতি দিলীপ ঘোষ ‘দিদির দূত’দের গাছে বেঁধে রাখার নিদান দিয়েছিলেন। এদিন দিলীপের মন্তব্যে কার্যত স্বীকৃতি দিয়েছেন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত। তিনি বলেন, মানুষ ভূত দেখলে তো বেঁধে রাখবেই। দূত বা ভূত হিসেবে যারা যাবে তারা তো অনেকেই চাকরি বা আবাস যোজনার নামে টাকা নিয়েছে। গ্রামের মানুষ বেঁধে তো রাখবেই। এদিকে এদিনের সভায় দলের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ও স্থানীয় সাংসদ সৌমিত্র খাঁ পৌঁছানোর আগেই পুলিশের সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তিতে জড়িয়ে পড়েন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা।দলের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ও স্থানীয় সাংসদ সৌমিত্র খাঁ পৌঁছানোর আগেই পুলিশের সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তিতে জড়িয়ে পড়লেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা।আর তাতেই তৈরী হয় ধুন্ধুমার পরিস্থিতি। পাশাপাশি এদিন কোতুলপুরের সভা মঞ্চ থেকে দাঁড়িয়েও দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, তৃণমূলের যেসব নেতা আপনাদের ভয় দেখাচ্ছে তাদের লিস্ট বানিয়ে আমাদের হাতে ধরিয়ে দিন, আমরা তাদের ব্যবস্থা করব। কারণ পুলিশ কিছু করবে না, দিদির পুলিশ তৃণমূলদের দেখে টেবিলের তলায় গিয়ে লুকোবে, আর দিদির হাওয়াই চটির গুনগান করবে। বীরভূমের বাঘের বাচ্চা বলে পরিচয় দেওয়া অনুব্রত মণ্ডলের মত নেতাকে আমরা সার্কাসের বাঘে পরিণত করেছি। মাঠে ধান হলে কৃষকদের মহাজনদের থেকেও বেশি ইঁদুরের আনন্দ হয়। এই উপমা দিয়ে তৃণমূল নেতাদের কটাক্ষ করে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৮২০০ কোটি টাকা আপনাদের মাথায় ঘর পৌঁছে দেওয়ার জন্য পাঠিয়েছেন। তবে নামের সেই লিস্ট তৈরি করে পঞ্চায়েত। পঞ্চায়েতের দায়িত্ব বিডিওদের দাযিত্ব। কিন্তু সেই ঘরের টাকা তৃণমূল নেতারা খাচ্ছেন বলেই তিনি জানান।

গৃহহীন প্রতিবন্ধীদের নাম আবাস যোজনার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার আবেদন জেলায়

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ৯ জানুয়ারি ঃ গৃহহীন প্রতিবন্ধীদের প্রধানমন্ত্রী আবাস তালিকাভুক্ত করার জন্য জেলার সব বিডিওর কাছে দাবি জানালেন প্রতিবন্ধীরা। একে বাড়িতে প্রতিবন্ধী, তার উপর মাথায় ছাদ নেই। উভয় সংকট নিয়ে বেঁচে থাকা মানুষগুলোর পাকা বাড়ি করার জন্য অবহেলার শেষ নেই, বারবার জনপ্রতিনিধি, প্রধান, পঞ্চায়েতের কাছে দরখাস্ত করেও বিশেষ সুরাহা না হওয়ায় পথে নেমে এদিন সারা জেলাজুড়ে প্রায় সব ব্লকেই বিডিওর কাছে অবস্থানে সামিল হলেন প্রতিবন্ধীরা। খাদ্য-বস্ত্র-চাকুরী নয়, যেসব প্রতিবন্ধী পরিবারের কাঁচা বাড়ি তাদের অবিলম্বে পাকা বাড়ি করে দিতে হবে এই ছিল এদিনের দাবি। চন্ডিপুর, হলদিয়া, খেজুরি, ময়না, এগরা, ভগবানপুর, নন্দীগ্রাম, শহীদ মাতঙ্গিনী প্রায় সব ব্লকেই দুপুর ২টা থেকে প্রতিবন্ধীরা জড়ো হয়ে এদিন সব বিডিওর কাছে স্মারকলিপি দেন- অবিলম্বে পাকা বাড়ি চাই। প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নে অধিকার রক্ষা সমিতির পক্ষে রবীন্দ্রনাথ সামন্ত জানান, আমরা ঘরের দাবি নিয়ে পথে নেমে সাধারণ মানুষের মধ্যে বেশ সাড়া পেয়েছি। দুর্ভাগ্য আমাদের স্বাধীনতার ৭৫ বছর হয়ে গেল, এখনও আমাদের কাঁচা বাড়ি। আমরা সরকারের নৈতিক মানবিক ও সাংবিধানিক দাযিত্ব পালন করুক এটাই চাইছি। সংস্থার সাধারণ সম্পাদক জানান, গৃহহীন প্রতিবন্ধীদের অবিলম্বে প্রধানমন্ত্রী আবাস তালিকাভুক্ত করে বাধ্যতামূলক পাকা বাড়ির জন্য সরকারকে বিশেষ সিদ্ধান্ত নিতে হবে এটাই আমাদের দাবি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সরকার সেই দায়িত্ব পালন করুক এটাই আমাদের আবেদন। ২০২৩ সালের মধ্যে না হলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলন করব। আগামী দিনে আমরা বনধ ডাকতে বাধ্য হব।

সরকারি ওষুধ বেআইনিভাবে মজুত ও পাচারের অভিযোগে বর্ধমানে গ্রেফতার

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৯ জানুয়ারি ঃ সরকারি হাসপাতালের জন্য বরাদ্দ জীবনদায়ী ওষুধ, সার্জিক্যাল সামগ্রী, কটন সহ বিভিন্ন চিকিৎসা সংক্রান্ত উপকরণ বেআইনিভাবে মজুত, পাচার ও বিক্রির অভিযোগে বর্ধমানে গ্রেফতার হল এক ওষুধ ব্যবসায়ী। সংবাদ মাধ্যম সূত্রে খবর পেয়ে বর্ধমান শহরের পাঞ্জাবী পাড়া এলাকায় সমীরণ রায় নামে ওই ব্যবসায়ীর বাড়িতে আচমকা অভিযান চালায় বর্ধমান থানার পুলিশ এবং কলকাতার ড্রাগ কন্ট্রোল বিভাগ। ধৃত ব্যক্তির পাঁচতলা ফ্লাট সহ একাধিক গোডাউনে তল্লাশি চালানো হয়। এই সমগ্র অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন পূর্ব বর্ধমান ট্রাফিক ২ রাকেশ চৌধুরী, বর্ধমান সদর থানার আই সি সুখময় চক্রবর্তী সহ বর্ধমান থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী এবং কলকাতা থেকে আসা মতিউর শেখ ও রাজিবুল আলম নামে দুই ড্রাগ কন্ট্রোল বিভাগের আদগিকারিক। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, সমীরন রায় নামে ওই ব্যক্তি এবং তার ভাইদের সার্জিক্যাল ইন্সট্রুমেন্ট ও ঔষধের বড় ব্যবসা আছে। সরকারি হাসপাতালের জন্য ব্যবহৃত ওষুধ ও সার্জিক্যাল ইন্সট্রুমেন্ট যা বিক্রি করা অপরাধ সেগুলি হাত বদল হয়ে তাদের কাছে আসতো অনেক কম পয়সার মাধ্যমে। তারা সেগুলি দুই বর্ধমান বীরভূম সহ একাধিক জেলায় বেশী দামে পাচার করত। এমনকি বর্ধমানের বহু নার্সিংহোমে ওই ওষুধগুলি সাপ্লাই করা হত বলে ধৃত নিজেই স্বীকার করেছে। নার্সিং হোমগুলি স্বল্প দামে ওষুধগুলি কিনে তা চড়া দামে রোগীদের বিক্রয় করত। ওষুধগুলির প্যাকেটে ‘নট ফর সেল’ লেখা থাকলেও দীর্ঘ ১৪-১৫ বছর ধরে তারা নিজেদের ব্যবসার আড়ালে এই কাজ করত। কোটি কোটি টাকার এই বেআইনি চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত আছে তা জানার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ।

কৃষকদের প্রতিবাদ

মহম্মদ জাকারিয়া, করণদিঘী, ৯ জানুয়ারি ঃ সোমবার দুপুরে সর্বভারতীয় কৃষক খেত মজদুর সংগঠনের পক্ষ থেকে সারের কালোবাজারি বন্ধ করতে এবং এমআরপি দরে সার বিক্রি করার দাবিতে উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘীর গোপালপুর স্ট্যান্ডে পথ অবরোধ করে আন্দোলন কৃষকদের। এদিন হাজার হাজার কৃষক পথ অবরোধ করে আন্দোলন করে বলে জানা যায়। সর্বভারতীয় কৃষক খেত মজদুর সংগঠনের করণদিঘী ব্লক সেক্রেটারি মহম্মদ জাহির উদ্দিন জানান, সকাল ৯ টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত সার দোকান চালু থাকার কথা। সেখানে গত তিনদিন ধরে সারের দোকান বন্ধ থাকে। আজ এক সারের দোকানদার দোকান খোলেন, চাষিরা জানতে পারেন, প্রায় ১০-১৫ জন চাষি দোকানের সার কিনতে চান এমআরপি রেটে। তারপর দোকানদার দোকান বন্ধ করে চলে যান। তিনি আরও জানান, গত ৫ জানুয়ারি করণদীঘির এডিও অফিসে ডেপুটেশন দিয়েছিলাম। এডিও অফিসার বলেছিলেন কোন দোকানদার যদি এমআরপি রেটে সার না দেয় তাহলে আমাকে ফোন করবেন। এডিও অফিসারকে বার বার ফোন করলেও কোন সুরাহা মেলেনি। আমিনুল ইসলাম নামে এক কৃষক বলেন, আমরা ন্যায্য মূল্যের সার নেওয়ার জন্য আন্দোলনে নেমেছি। আমরা দোকানদারের কাছে সার আনতে গেলে ন্যায্য মূল্যে পাচ্ছি না। এমআরপি ১৩০০ টাকা থাকলেও ১৪০০, ১৫০০, ১৮০০, ২২০০ টাকা পর্যন্ত দাম চাইছে বলেও তার অভিযোগ। এদিন উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা ইনচার্জ নোলুল কর্মকার, ব্লক সেক্রেটারি মহম্মদ জাহির উদ্দিন, সদস্য সোকুল রাম, ভাগেন্দ্রনাথ সিংহ, আবদুল মাজেদ সহ অন্যান্য স্থানীয় কৃষকরা।

প্রয়াত সাহিত্যিক

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ৯ জানুয়ারি ঃ পশ্চিম বর্ধমানের সাহিত্য সেবক, তথা ঐক্য পত্রিকার সম্পাদক তারাপদ হাজরা(৫৯) চলে গেলেন। শোকের ছায়া সাহিত্য জগতে। কয়েক দিনের অসুস্থতায় তাঁকে পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোল মহকুমার গোগলা গ্রাম থেকে এনে ভর্তি করা হয় দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে। সেখানে পরীক্ষায় তার ক্যান্সার ধরা পড়ে। রবিবার তাঁর অসুস্থতা বাড়লে তাঁকে নিয়ে এসে ভর্তি করা হয় হাওড়ার একটি বেসরকারি হাসপাতালে। সোমবার সেখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কয়লাখনি অঞ্চলের জনজীবন, লড়াই আর কালোমাটির গ্রাম ও মানুষকে নিয়ে তাঁর লেখালেখি। দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব ছিল বাউলপ্রেমী কোলিয়ারির অফিসার সোমনাথ দাস চাণ্ডিল্যের সঙ্গে। দুজনে মিলেই শুরু করেন ঐক্য পত্রিকা এবং প্রকাশন। কালোমাটির দেশে তাঁরাই শুরু করেন ২১ শে ফেব্রুয়ারি ভাষা শহীদের স্মরণে প্রথম অনুষ্ঠান। তারাপদ বাবুর বাড়িতে রয়েছেন স্ত্রী নূপুর, বৃদ্ধা মা, দুই ছেলে এবং পুত্রবধূরা। সেইসঙ্গে রয়েছে তাঁর সম্পাদিত অগণিত বই।

প্রশিক্ষণ শিবির

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৯ জানুয়ারি ঃ দিদির দূত নিয়ে প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হলো জামালপুরে। সোমবার জামালপুরের সেলিমাবাদের তরুণ সংঘের মাঠে সেই প্রশিক্ষণ দেওয়া হলো। প্রশিক্ষণ দেন জামালপুর ১ নং পঞ্চায়েতের উপপ্রধান তথা ব্লকের জয়হিন্দ বাহিনীর সভাপতি সাহাবুদ্দিন মন্ডল। এই প্রশিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি, ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ভূতনাথ মালিক, আইএনটিটিইউসি-র ব্লক সভাপতি তাবারক আলী মন্ডল সহ সমস্ত শাখা সংগঠনের সভাপতি ও অন্যান্য নেতৃত্বরা। ১১ টি অঞ্চলের প্রায় ২৫০০ জন প্রশিক্ষণ নেন। যারা আগামীতে ব্লকের বিভিন্ন বুথে বুথে দিদির দূত হিসাবে মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে।

সাড়ে ছ’ঘণ্টা টানা জিজ্ঞাসাবাদ কাঁথি থানার আইসিকে

দুরন্ত বার্তা, কাঁথি, ৯ জানুয়ারি ঃ কাঁথি পুরসভার টেন্ডার দুর্নীতি মামলায় আইসি অমলেন্দু বিশ্বাস নিজাম প্যালেসে পৌঁছনোর পরই তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। প্রায় সাড়ে ছ’ঘণ্টা টানা জিজ্ঞাসাবাদের পর সন্ধ্যায় নিজাম প্যালেস থেকে বেরোন তিনি। আর বেরিয়েই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে আইসি অমলেন্দু বিশ্বাস বলেন, মহামান্য আদালতের নির্দেশে তদন্ত চলছে এই বিষয়ে আমার কিছু বলার নেই। যদি ডাকা হয় আবার আসব। সিবিআই সূত্রে খবর, এদিন সকাল ১১টায় কাঁথি থানার আইসি অমলেন্দু বিশ্বাসকে নিজাম প্যালেসে তলব করেছিল সিবিআই। কিন্তু, নির্দিষ্ট সময়ের আগে সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ হাজিরা দেওয়ার জন্য নিজাম প্যালেসে পৌঁছে যান আইসি অমলেন্দু বিশ্বাস। তারপরই কাঁথি পুরসভার টেন্ডার দুর্নীতি মামলায় তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন গোয়েন্দা আধিকারিকেরা। মূলত রাম পণ্ডার বিবৃতির প্রেক্ষিতেই কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা কাঁথি থানার আইসিকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন বলে সূত্রের খবর। তাঁর সমস্ত বয়ান রেকর্ড করা হচ্ছে। এদিন প্রায় সাড়ে ছ’ঘণ্টা টানা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। প্রসঙ্গত, কাঁথি পুরসভার টেন্ডার দুর্নীতি মামলায় অভিযুক্ত ঠিকাদার রাম পণ্ডা। গত ২৭ ডিসেম্বর তাঁকে গ্রেফতার করে কাঁথি থানার পুলিশ। রাম পণ্ডাকে গ্রেফতার করিয়ে শাসকদল আদতে শুভেন্দু অধিকারীকে চাপে ফেলতে চাইছেন বলে অভিযোগ ওঠে। গত বৃহস্পতিবার জামিনে মুক্তি পেয়েই পুলিশ থেকে নবান্নের সরকারি আধিকারিকদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেন রাম পণ্ডা। তাঁকে টার্গেট করে ২০টি মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে অভিযোগ করে রাম পণ্ডা বলেন, কাঁথি থানা থেকে ৩০ তারিখ আমাকে সকাল ৯টার সময় বলা হল তমলুক কোর্টে নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু, নন্দকুমার পেরিয়ে আমাকে একটা চুন কারখানার কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর আমাকে একটা ফাঁকা ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশের তরফ থেকে বলা হয় নবান্ন থেকে বড় বড় অফিসাররা আসছেন ঠিকঠাক করে উত্তর দেবেন। এরপর দেখি তিন জন অফিসার ঢুকলেন। ঘরে ঢুকেই রিভলভার বের করলেন। গলা উঁচিয়ে বললেন, শুভেন্দু অধিকারীর টাকা কোথায় বল। না বললে ৮৭টা কেস দেব। রাজ্যের সমস্ত জেলে ঘুরিয়ে আনব। আর যদি বলতে না চাস তাহলে আমরা বয়ান লিখব। সই করবি। সেটা মিথ্যা হোক, সত্যি হোক। বন্দুকের নলের সামনে বসিয়ে তাঁর উপর মানসিক অত্যাচার করা হয়েছে বলেও অভিযোগ করেছেন রাম পণ্ডার আইনজীবী অনির্বাণ চক্রবর্তী। শুভেন্দু অধিকারীকে ভালবাসার জন্যই তাঁকে ফাঁসানো হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন রাম পণ্ডা।

বিজেপির পতাকা পুড়িয়ে দেওয়ায় উত্তেজনা বাঁকুড়ায়

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৯ জানুয়ারি ঃ বিজেপির পতাকা পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে বাঁকুড়ার বড়জোড়ার ছোটো মানাচর এলাকায়। রাতের অন্ধকারে বিজেপির দলীয় পতাকা পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেন দলের বড়জোড়া ১ মন্ডল সভাপতি গোবিন্দ ঘোষ। বড়জোড়া ব্লকের দামোদর নদের ছোটো মানাচর রামকৃষ্ণ পল্লীর ৫৩ নং বুথে সোমবার সকালে দেখা যায় বিজেপির দলীয় পতাক আধ পোড়া অবস্থায় বাঁশের উপর বাঁধা রয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মানাচর এলাকায় চাঞ্চল্য যেমন ছড়িয়েছে, তেমনি একটা চাপা উত্তেজনাও রয়েছে। তবে কে বা কারা এই ধরনের কাজ করেছে তা কেউ বলতে না পারলেও বিজেপি তৃণমূলের দিকেই আঙ্গুল তুলেছে। দলের মন্ডল সভাপতি গোবিন্দ ঘোষ বলেন, পঞ্চায়েত নির্বাচনের মুখে এলাকায় সন্ত্রাস কায়েম করতে তৃণমূল এই সব কান্ড করছে।তিনি বলেন পঞ্চায়েতে গতবার বিরোধীদের নমিনেশন জমা করতেই দেয়নি তৃণমূল। এবার মানুষ কড়ায় গন্ডায় তার হিসেব বুঝে নেবে। আর সেটা বুঝতে পেরে তৃণমূলী দুস্কৃতিরা নির্বাচনের আগে সন্ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাইছে। এই পতাকা কারা পুড়িয়েছে তার তদন্ত দাবি করে বড়জোড়া থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন গোবিন্দ বাবু। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে বড়জোড়া তৃণমূল বিধায়ক অলক মুখার্জি বলেন, তৃণমূল এই ঘটনার সঙ্গে বিন্দুমাত্র জড়িত নয়। কারন তৃণমূল কখনো নোংরা রাজনীতি করে না। তবে যারা এই কাজ করেছে তারা দুষ্কৃতী।

সনৎ করের প্রয়াণে স্মৃতি মেদুর ছাত্ররা

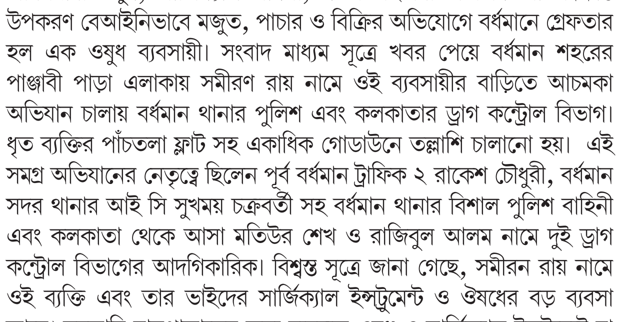

দেবশ্রী মজুমদার, শান্তিনিকেতন, ৯ জানুয়ারি ঃ ক্লাসে না এলে, ছাত্রদের হোস্টেলে ধাওয়া করে ক্লাসে পাকড়ে নিয়ে আসতেন কলাভবনের অধ্যাপক সনৎ কর। সোমবার ভোরে ওপারের ডাকে চলে গেলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। শ্যামবাটির শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। দীর্ঘদিন কলাভবনে অধ্যাপনা করেন। দিনকর যখন অধ্যক্ষ ছিলেন সেই সত্তরের দশকে তিনি কলাভবনে যোগদান করেন। শান্তিনিকেতনের রতন পল্লীতে থাকতেন। কয়েকদিন থেকে বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন। তাঁর ছেলে সায়ন কর খড়গপুর আইআইটির অধ্যাপক। তিনিই এসে শেষের কয়দিন বাবার সঙ্গে ছিলেন। তাঁর কথা বলতে গিয়ে কলাভবনের অধ্যাপক শিশির সাহানা বলেন, আজকের কলাভবনের নব্বই শতাংশ অধ্যাপক ওনার ছাত্র। আমি ওনাকে শিক্ষক হিসেবে পেয়েছি। চিত্র ও ছাপাই শিল্প দুই মাধ্যমে তিনি সমানভাবে সফল ছিলেন। তখন কলাভবন ছোট ছিল। হোস্টেল ছিল কলাভবন লাগোয়া। সকাল সাড়ে সাতটার মধ্যে কলাভবনে স্যার চলে আসতেন। থাকতেন দুপুর গড়িয়ে বিকেল পর্যন্ত। কোনো ছাত্র না এলে খোঁজ নিতেন। এমনকি হোস্টেলেও চলে যেতেন। শুধু তাই নয়, হোস্টেল থেকে ছাত্রদের ধরে নিয়ে এসে ক্লাসে বসিয়ে দিতেন। ছাত্র-শিক্ষকের এক অপূর্ব সম্পর্ক। খুব পজিটিভ মানসিকতার মানুষ ছিলেন। ফোনে যোগাযোগ ছিল। খোঁজ নিতেন, ছাত্রদের কি শেখাচ্ছি। মনটা খারাপ হয়ে গেল। শিল্পী সুশোভন অধিকারী বলেন, খুবই ছাত্র দরদী অধ্যাপক ছিলেন সনৎ কর। তাঁর মৃত্যুতে অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল। সনৎ কর, গণেশ হালুই, যোগেন চৌধুরী। তিনজনেরই জন্ম গত শতকের ত্রিশের দশকে মধ্য ও শেষ ভাগে, তিন জনেরই শিল্পপাঠ প্রতিষ্ঠান কলকাতার গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজ। স্বাধীনতা উত্তরকালে, বেঙ্গল স্কুল পরবর্তী সময়ে বাংলার শিল্পে নবধারা ও আধুনিকতার সংযোজনে এই তিন শিল্পীর অবদান স্মরণীয়। সনৎ করের ছাপচিত্র চর্চা ও ‘প্লাইউড ইন্তাল্লিয়ো’র প্রবর্তন ভারতশিল্পকে পৌঁছে দিয়েছে বৈশ্বিক উত্তরণভূমিতে।

কর্মবিরতি প্রত্যাহার

দুরন্ত বার্তা, চালসা, ৯ জানুয়ারি ঃ জলপাইগুড়ির মেটেলি ব্লকের মঙ্গলবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের চিকিৎসক ও নার্সরা হেনস্তার অভিযোগ তুলে কর্মবিরতিতে শামিল হলেন । যার জেরে সোমবার সকাল থেকেই সমস্যায় পড়েন হাসপাতালে আসা রোগীরা। এদিন সকাল থেকেই হাসপাতালের আউটডোর বন্ধ ছিল। তবে ইমারজেন্সি বিভাগ খোলা ছিল। রোগীদের হাসপাতালের বাইরে ভিড় করে থাকতে দেখা যায়। দুপুর দেড়টা নাগাদ কর্মবিরতি উঠে যায়।

পূর্ব রেলওয়ে

শিয়ালদহ ডিভিশনের বিভিন্ন অবস্থানে ২০০টি জেনারেল মাইনর কেটারিং ইউনিট (জিএমইউ)-এর অ্যালটমেন্ট

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, [illegible]

(SDAH-257/2022-23)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

গুজরাট এনআরই কোক লিমিটেড-তরলীকরণে

নিলামের জন্য গনবিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা নিম্নস্বাক্ষরকারীর তরফে জনস্বার্থে বিজ্ঞাপিত করা যায় যে নিম্ন উল্লেখিত সম্পত্তি যার মালিক **গুজরাট এনআরই কোক লিমিটেড-তরলীকরণে (‘‘জিএনসিএল’’)**, বিক্রয় করা হবে **‘ই-নিলাম মাধ্যমে’** শর্ত এবং চুক্তি মেনে যা নিম্নে উল্লেখ্য। বিক্রয় হবে কোনরূপ ওয়ারেন্টি এবং ক্ষতিপূরণ ছাড়া।

১	নিলামের তারিখ	**সোমবার, ০৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩, ১১.০০ ঘটিকা থেকে বিকাল ৫.০০ ঘটিকা।** এবং সময় প্রতি নিলাম হবে অনির্দিষ্ট সময়সীমায় প্রতি ৫ মিনিটের, যেমন ই-নিলাম শেষের সময় বাড়ানো হবে ৫ মিনিট প্রতি ক্ষেত্রে যদি দর শেষ হয় নিলাম শেষ হওয়ার ৫ মিনিট পূর্বে।
২	সম্পত্তি / সামগ্রী বিক্রয় করা হবে	পাওয়ার প্ল্যান্ট সামগ্রী (সংগৃহীত) সেট গুজরাট এনআরই কোক লিমিটেড (তরলীকরণে) ধারওয়াদ, কর্নাটকা, এবং অতালিকাভুক্ত ইক্যুইটি শেয়ারে বিনিয়োগ, যার বিস্তারিত তথ্যাবলী পাওয়া যাবে প্রোসেস মেমোরাণ্ডাম ওয়েবসাইটে- www.gujratnrecoke.com।
৩	সংরক্ষিত মূল্য	**ব্লক এ ঃ** পাওয়ার প্ল্যান্ট সেট সামগ্রী-আইএনআর **আইএনআর ১৮,৯৫,২৬,১০৩ (টাকা ১৮.৯৫ কোটি)** **ব্লক বি ঃ** অতালিকাভুক্ত ইক্যুইটি শেয়ারে বিনিয়োগ-আইএনআর **আইএনআর ৪,৪৭,৭৯,৩৪০ (টাকা ৪.৪৮ কোটি)** (উপরোক্ত সংরক্ষিত মূল্য কোনরূপ প্রযোজ্য কর ছাড়াই)
৪	নিলামে অংশগ্রহণ	সমস্ত আগ্রহী ক্রেতাদের যুক্ত হতে হবে অনুসারী সমস্ত নিয়ম এবং শর্তাবলী বা প্রোসোসে মেমোরাণ্ডাম (যা প্রযোজ্য হবে) মেনে যা বিক্রয় নোটিসে উল্লেখিত। উভয় নথি পাওয়া যাবে-www.gujratnrecoke.com।
৫	ইএমডি জমা করার শেষ তারিখ	শুক্রবার ০৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ সন্ধ্যা ৭.০০ ঘটিকায়
৬	সম্পত্তি পরিদর্শন	পরিদর্শনের জন্য আবেদন জানান liquidator.gncl@decoderesolvency.com বিস্তারিত তথ্যের সাথে অনুরোধ জানান।

সমস্ত আগ্রহী দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া যায় নিম্নস্বাক্ষরকারীর সাথে যোগাযোগ করতে শুধুমাত্র ইমেল মাধ্যমে, লিখিত আকারে-liquidator.gncl@decoderesolvency.com, অন্য কোন পদ্ধতিতে যোগাযোগ গ্রহণযোগ্য নহে।

সুমিত বিনানী
তরলীকারক
sumit_binani@hotmail.com
আইবিবিআই রেজিস্ট্রেশান নাম্বার ঃ আইবিবিআই / আইপিএ-০০১/ আইপি-এন০০০০৫/ ২০১৬-১৭/ ১০০২৫

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ১০ জানুয়ারি, ২০২৩

Office of the Executive Officer
e-TENDER NOTICE
Digitally signed and encrypted e-Tender is invited from the eligible Bidder for online submission for tender reference no: **1796/EO & 1799/EO, Dt. 06.01.23** for Construction of 2 nos. Civil works within Singur Panchayat Samity, Hooghly, WB. Last date for the online Bid submission is **14.01.23 & 16.01.23.** Detail will be available at the website: **www.wbtenders.gov.in (Tender ID 2023_ZPHD_442908_1, 2023_ZPHD_443060_1).**
Sd/- Executive Officer
Singur Panchayat Samity

ANANDANAGARE GRAM PANCHYAT
Anandanagare*Singur*Hooghly
NOTICE INVITING E TENDER No: 05/AGP, Date:-06/01/23
NOTICE INVITING E TENDER No: 06/AGP, Date:-06/01/23
NOTICE INVITING E TENDER No: 07/AGP, Date:-06/01/23
Sealed Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of total 5(five) Nos. similar nature of works. Date of download of Tender form on **06-01-23 to 13-01-23 (up to 3pm).** Last date of submission of tender paper on or before **13-01-23 up to 5 PM.** Date of Opening of Technical and Financial bid on **16-01-2023 at 3.00 pm.** For details please visit office of the undersigned.
Sd/- Prodhan
Anandanagare Gram Panchayat

Balarampur Panchayat Samiti
Vill+ P.O. Rangadih , P.S.:- Balarampur , Dist:- Purulia Pin-723143
NOTICE INVITING E-TENDER
Notice inviting e-tender office of the Executive Officer, Balarampur Panchayat Samiti, Dist: Purulia the details in the table below: Website: **wbtenders.gov.in**

Sl. No.	NIT No.	Last date
1	WB/EO/BLRP/PS/NIeT-08/ 2022-23 3rd Call	13.01.2023 up to 6.55 pm

Sd/- Executive officer
Balarampur Panchayat Samiti

Choapara Gram Panchayat
NIeT No.: 011/CGP/15 th CFC/2022-2023
Date of Publishing **09/01/2023 (18.00 hrs.).** Start Date of submission Tender **09/01/2023(18.00 hrs.).** Last date of submission **17/01/2023 (12.00 hrs.).** Date of Bid Opening: **20/01/2023 (12.30 hrs.).** For more information please visit: **wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Choapara Gram Panchayat

Choapara Gram Panchayat
NIeT No.: 010/CGP/15 th CFC/2022-2023
Date of Publishing **09/01/2023 (18.00 hrs.).** Start Date of submission Tender **09/01/2023(18.00 hrs.).** Last date of submission **17/01/2023 (12.00 hrs.).** Date of Bid Opening: **20/01/2023 (12.30 hrs.).** For more information please visit: **wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Choapara Gram Panchayat

Choapara Gram Panchayat
NIeT No.: 009/CGP/15 th CFC/2022-2023
Date of Publishing **09/01/2023 (18.00 hrs.).** Start Date of submission Tender **09/01/2023(18.00 hrs.).** Last date of submission **17/01/2023 (12.00 hrs.).** Date of Bid Opening: **20/01/2023 (12.30 hrs.).** For more information please visit: **wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Choapara Gram Panchayat

Hooghly-Chinsurah Municipality
Mahendra Mitra Road, Pipulpati,
PO & Dist. - Hooghly, West Bengal.
Tel.: (033) 2680-2899/2319, TeleFax.: (033) 2680-609
E-Tender Notice
E-tenders are invited by the undersigned vide this office **Tender Notice No. WBMAD/C/HCM/Light/NIT1/1e/23 (2 nd call) and E-Tender ID No. 2023_ MAD_443606_1 to 3** (3 nos. of works) for Supply, Erection, Testing & Commissioning of 9 mtrs Octagonal Pole with carriage for installation at 4 nos 120 watt LED Flood Light in 3 different location within this Municipal area. The last date of submission of e-Tender is : **18/01/ 2023 at 11:00 hrs.** For more details and bidding online please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-Chairman,
Hooghly-Chinsurah Municipality

Notice Inviting Tender
e-tenders are invited for execution of 1no.(Deep tubewell) for works under **NIT PGP/03/2023, Dated :- 09-01-2023** for details the bidders may visit at **http:// wbtenders.gov.in** and at the office of the undersigned in any working days. Last date of document download for participation in tender is **18-01-2023 up to 10.30 AM. Tender ID 2023_ZPHD_443665_1.**
Sd/- Prodhan
Parbatipur Gram Panchayat

স্কাইয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ৮৩-র বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক

নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারিঃ গত বছরের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকেই খবরের শিরোনামে সূর্যকুমার যাদব। তাঁর ব্যাটের জাদুতে মুগ্ধ গোটা বিশ্ব। দক্ষিণ আফ্রিকার কিংবদন্তি এবি ডে ভিলিয়ার্সের ৩৬০ ডিগ্রি নামে ভাগ বসিয়েছেন তিনি। নতুন ৩৬০ ডিগ্রিকে পেয়ে বেজায় খুশি ক্রিকেট প্রেমীরা। তিনি মাঠে নামলে যে ঝড় উঠবে, তা সকলের ডানা। এ বার সূর্যকুমারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ৮৩-র বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক কপিল দেব। তাঁর কথায়, সূর্যের প্রশংসা করার জন্য নাকি তাঁর কাছে শব্দের অভাব হচ্ছে। বর্তমানে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে আইসিসি ব্যাটারদের ক্রমতালিকায় শীর্ষ স্থানে রয়েছে ভারতের মিডল অর্ডারে তারকা ব্যাটার সূর্যকুমার যাদব। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে শেষ টি২০ ম্যাচে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স তাঁর। দাসুন শানাকাদের বিরুদ্ধে তৃতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ৫১ বলে ১১২ রানে অপরাজিত থেকে মাঠ ছাড়েন তিনি। সেই সঙ্গেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কেরিয়ারে ২০টি শতরানের রেকর্ড গড়ে ফেলেছেন। তাঁর দুর্দান্ত ফর্মের বর্ণনা করার মতো শব্দ খুঁজে পাচ্ছেন না বিশ্বকাপ জয়ী ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক কপিল দেব।

সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে কপিল বলেন, ''সূর্য যে ফর্মে রয়েছে তাতে স্পষ্ট, ভবিষ্যতে সচিন, বিরাট, রোহিতদের মতো কিংবদন্তি ক্রিকেটারদের দলে নাম লেখাবে ও।'' তাঁর কথায়, তিনি এবি ডে ভিলিয়ার্স, সচিন তেন্ডুলকর, রিকি পন্টিংদের মতো ক্রিকেটারদের খেলা দেখেছেন। কিন্তু তাঁর মতে, সূর্যকুমারের মতো পরিষ্কার করে ব্যাটে বল ছোঁয়াতে কম ক্রিকেটারই পারেন। মিস্টার ৩৬০ ডিগ্রির পারফর্ম্যান্সে যে প্রাক্তন ক্যাপ্টেন বেজায় খুশি, তা তাঁর কথাতেই স্পষ্ট। তিনি বলেন, ''সূর্যের মতো ক্রিকেটাররা শতাব্দীতে এক বার আসে। বোলারদের রীতিমতো ভয় পাইয়ে দেয় ও। ওকে ফুল ডেলিভারি করতে বোলাররা বেশ ভয় পায়।'' কপিল আরও বলেন, ''সব ক্রিকেটারদের বোলারের বল কোথায় এসে পড়বে তা বোঝার ক্ষমতা থাকে না। তবে সূর্যের মধ্যে ঈশ্বর প্রদত্ত ক্ষমতা রয়েছে। তাই ও আগে থেকেই অনুমান করতে পারে বোলারের বল কোথায় এসে পড়বে।'' সূর্য যে কপিল দেবের মন জিতে নিয়েছেন, তা ভালোভাবেই প্রমাণ হয়ে গিয়েছে তাঁর কথাতেই।

সিরিজ শুরুর আগেই ছিটকে গেলেন বুমরা

মুম্বই, ৯ জানুয়ারিঃ চোটের জন্য অনেক দিন মাঠের বাইরে ছিলেন। এ বার শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজ থেকেও ছিটকে গেলেন জসপ্রীত বুমরা। গত বছর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দেশের মাঠে টি-টোয়েন্টি সিরিজ থেকেই কোমরের চোটে ভুগছিলেন ভারতীয় পেসার। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও দেখা যায়নি বুমরাকে। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজে রাখা হয়েছিল ভারতের ইয়র্কার স্পেশালিস্টকে। মঙ্গলবার থেকে গুয়াহাটির বর্ষাপাড়ায় শুরু হবে একদিনের ম্যাচের সিরিজ। তার আগেই ধাক্কা। কোমরের চোটে একদিনের ম্যাচের সিরিজ থেকেও ছিটকে গেলেন বুমরা। সেপ্টেম্বর থেকে মাঠের বাইরে আছেন তিনি। বুমরাকে নিয়ে তাড়াহুড়ো করতে চায় না নির্বাচন কমিটি। তার জন্যই শ্রীলঙ্কা সিরিজ থেকে বিশ্রাম দেওয়া হল তাঁকে। গুয়াহাটিতে জাতীয় দলের সঙ্গেও যোগ দেননি বুমরা।

তখনই বোঝা গিয়েছিল, একদিনের ম্যাচের সিরিজেও হয়তো দেখা যাবে না তাঁকে। সোমবারই সরকারি ভাবে জানাল নির্বাচন কমিটি। চোট সারাতে বেঙ্গালুরুর এনসিএ-তে রিহ্যাবে ছিলেন ভারতীয় পেসার। বুমরাকে এনসিএ-র ফিট সার্টিফিকেট দেওয়ার পরই তাঁকে শ্রীলঙ্কা সিরিজের দলে রাখা হয়। সূত্রের খবর, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে চার ম্যাচের টেস্ট সিরিজের কথা মাথায় রেখেই বুমরাকে বিশ্রাম দিয়েছে নির্বাচক কমিটি। অজিদের বিরুদ্ধে ওই টেস্ট সিরিজ বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অন্তর্ভূক্ত। তবে শ্রীলঙ্কা সিরিজের জন্য তাঁকে দলে রাখাটা যেমন অবাক করেছিল, তেমনই সিরিজ শুরুর ঠিক আগেই তাঁকে সরিয়ে নেওয়াটাও অবাক করার মতোই। পাশাপাশি বাংলাদেশ সিরিজে বুমরাকে যে রাখা হয়নি, সেই প্রসঙ্গে নির্বাচন কমিটির প্রধান চেতন শর্মা জানিয়েছিলেন, বুমরাকে নিয়ে কোনও তাড়াহুড়ো করতে চায় না দল। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজে বুমরা না খেললেও, মহম্মদ সামি, মহম্মদ সিরাজ, উমরান মালিক, আর্শদীপ সিংরা আছেন পেস অ্যাটাকে। অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়াও আছেন দলের সঙ্গে। মঙ্গলবার বর্ষাপাড়ায় রয়েছে প্রথম একদিনের ম্যাচ। বৃহস্পতিবার ইডেন গার্ডেন্সে সিরিজের দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচ।

সফরের আগেই রোহিতদের হুঁশিয়ারি কামিন্সের

সিডনি, ৯ জানুয়রিঃ ফেব্রুয়ারি ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৪ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলতে নামবে ভারতীয় দল। বর্ডার-গাভাসকর ট্রফিতে ভারতের ফলের উপর নির্ভর করবে রোহিত-বিরাটরা বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে পৌছানোর ভাগ্য। অপরদিকে, দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ শেষ হতেই ভারত সফর নিয়ে মুখ খুললেন অজি অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। কার্যত ভারতের উইকেটে ভারতের অস্ত্রতেই টিম ইন্ডিয়াকে হারানোর হুঁশিয়ারী দিয়ে রাখলেন তিনি। ভারতে টেস্ট সিরিজ হলে স্পিন বড় হাতিয়ার টিম ইন্ডিয়ার। এবার সেই স্পিনকেই পাল্টা ভারতের বিরুদ্ধে হাতিয়ার করতে চাইছে অস্ট্রেলিয়া। ভারত সফরে ৫ জন স্পিনার নিয়ে আসার কথা বললেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, চেতেশ্বর পুজারা সমৃদ্ধ ব্যাটিং লাইনআপকে কার্যত চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে তৈরি থাকতে বললেন অদি অধিনায়ক। ভারত সফরে তার দলে সবরকম বিকল্প থাকার কথাও জানিয়েছেন প্যাট কামিন্স। ভারত সফরে অস্ট্রেলিয়ার স্পিন অ্যাটাককে নেতৃত্ব দেবেন ন্যাথান লায়ন। এছাড়া বাঁ হাতি স্পিনার-অলরাউন্ডার অ্যাস্টন অ্যাগার যে ভারত সফরে যাচ্ছেন সেই কথা দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে তৃতীয় টেস্টের পর জানিয়ে দিয়েছেন কামিন্স। ভারতের উইকেট যখন তৃতীয়-চতুর্থ দিনে ভাঙতে শুরু করবে তখন অ্যাগারের বোলিং কার্যকরী হবে বলে মনে করেন প্যাট। এছাড়া দলের ৩ পার্টটাইম স্পিনার ট্রেভিস হেড, মার্নাস লাবুশানে ও স্টিভ স্মিথকেও ভারত সফরে বেশি পরিমাণে কাজে লাগাতে চান অজি দলনেতা।

জিদানকে অপমান! দেশঁকে কোচ রাখায় চটেছেন এমবাপে

প্যারিস, ৯ জানুয়ারিঃ ফ্রান্স শিবিরে তুমুল অশান্তি। বিশ্বকাপ শেষ হয়ে গিয়েছে। তবু অশান্তির রেশ পিছু ছাড়ছে না ফরাসি শিবিরে। বিশ্বকাপ শুরুর আগে করিম বেঞ্জেমাকে চোটের জন্য কাতার থেকে পাঠিয়ে দেওয়া নিয়ে কম বিতর্ক হয়নি। কেন না, স্কোয়াড থেকে বাদ দেওয়া হয়নি বেঞ্জেমাকে। তাঁর কোনও পরিবর্তও ঘোষণা হয়নি। পরে বেঞ্জেমার এজেন্ট বলেছিলেন, সেমি ফাইনাল বা ফাইনালের আগে বেঞ্জেমা ফিট হয়ে যেত। তা সত্ত্বেও নাকি, তাঁকে দলের সঙ্গে রাখেননি কোচ দিদিয়ের দেশঁ। ফুটবলারদের মধ্যেও এই নিয়ে মতবিরোধ তৈরি হয়ে গিয়েছিল। যদিও টুর্নামেন্টের ফাইনালের আগে পর্যন্ত তার প্রভাব পড়েনি খেলায়। বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার পরও অশান্তির আঁচ ছড়িয়ে পড়েছে। দেশের ফুটবল প্রেসিডেন্টকে একহাত নিয়েছেন কিলিয়ান এমবাপে। এই মুহূর্তে ফ্রান্সের এক নম্বর তারকা কিলিয়ান এমবাপে। কাতার বিশ্বকাপ ফাইনালে হ্যাটট্রিক করেও দেশকে ট্রফি দিতে পারেননি। তবে গোল্ডেন বুট জিতেছেন এমবাপে। ২৪ বছরেই একের পর এক রেকর্ড তৈরি করে ফেলেছেন ফরাসি সুপারস্টার। ফাইনালে হারলেও, দিদিয়ের দেশঁকেই জাতীয় দলের কোচ হিসেবে বহাল রেখেছে ফ্রান্সের ফুটবল ফেডারেশন। যে ঘটনা একেবারেই ভালো ভাবে নিতে পারেননি এমবাপে। শনিবারই দেশঁর মেয়াদ বাড়ানোর কথা সরকারি ভাবে

জানান ফ্রান্সের ফুটবল প্রেসিডেন্ট নোয়েল লে গ্রাঁ। জিদানকে জাতীয় দলের কোচ হিসেবে চেয়েছিলেন এমবাপে। আর তা না হওয়াতেই চটেছেন তিনি। ক্ষুব্ধ এমবাপে সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, 'জিদান একজন আদ্যন্ত ফরাসি। ওঁর মতো কিংবদন্তিকে অসম্মানিত করার যোগ্যতা আমাদের নেই।' হঠাৎ এই কথা কেন লিখলেন এমবাপে? ফরাসি সুপারস্টার কোচ হিসেবে চেয়েছিলেন জিদানকেই। তা না হওয়াতেই মেজাজ চটেছে তাঁর। এমনকি জিদানের সঙ্গে কোচিংয়ের ব্যাপারে কোনও কথাই বলেননি ফ্রান্সের ফুটবল প্রেসিডেন্ট! ফ্রান্সের ফুটবল প্রেসিডেন্ট নোয়েল বলেন, ''জিদান যেখানে খুশি যেতে পারে। আমি জানি, ও ব্রাজিলের নজরে আছে। ওর অনেক সমর্থক আছে। অনেকে তো দেশঁর বিদায়ের জন্য অপেক্ষা করছিল। আমি জিদানের সঙ্গে কখনও দেখা করিনি। দেশঁর সঙ্গে চুক্তি ভঙ্গ করার ইচ্ছে আমাদের কখনই নেই। জিদান যেখানে ইচ্ছে যেতে পারে। সেটা কোনও ক্লাব হতে পারে। আর ও যদি আমার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে, তাহলে ওর ফোন ধরব না।' ফ্রান্সের ফুটবল প্রেসিডেন্টের এই মন্তব্য নিয়ে দেশেও ব্যাপক তোলপাড় হচ্ছে। অনেকে রাজনীতির গন্ধও পাচ্ছেন। ফ্রান্সের ক্রীড়ামন্ত্রীও নোয়েলের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। ফ্রান্সের এক রাজনৈতিক নেতা তো নোয়েলের এই মন্তব্যের জন্য জিদানের কাছে ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, ১৯৯৮ সালে দিদিয়ের দেশঁর ক্যাপ্টেন্সিতে প্রথম বার বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হয় ফ্রান্স। সে বছর দলের তারকা হয়ে উঠেছিলেন জিনেদিন জিদান। ২০১৮ বিশ্বকাপে দেশঁর কোচিংয়ে ফের বিশ্বসেরা হয় ফ্রান্স। এ বছর বিশ্বকাপে রানার্স আপ হয় এমবাপেরা।

মাঠেই হাতাহাতিতে ফেরান-স্টেফান, জোড়া লাল কার্ডের ম্যাচে জয় বার্সার

মাদ্রিদ, ৯ জানুয়ারিঃ আগের দিন রিয়াল মাদ্রিদ ভিয়ারিয়ালের কাছে হেরে যাওয়ায় পথটা তৈরিই ছিল। সুযোগ কাজে লাগিয়ে আতলেতিকো মাদ্রিদকে হারিয়ে লা লিগার পয়েন্ট তালিকায় ৩ পয়েন্ট ব্যবধানে শীর্ষে উঠে গেছে বার্সেলোনা। গতকাল রাতে মেট্রোপলিতানো স্টেডিয়ামে আতলেতিকোকে ১-০ ব্যবধানে হারিয়েছে জাভি হার্নান্দেজের দল। দলের হয়ে একমাত্র গোলটি করেন উসমান দেম্বেলে। বিশ্বকাপ-বিরতির পর বার্সেলোনার শুরুটা ভালো ছিল না। লিগে প্রথম ম্যাচে এসপানিওলের সঙ্গে ড্র, এর পর কোপা দেল রেতে তৃতীয় স্তরের দল ইন্টারসিটির বিপক্ষে জিততে অপেক্ষা করতে হয়েছে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। কাতালান ক্লাবটি স্বস্তিতে জেতেনি আতলেতিকোর বিপক্ষেও। যদিও ম্যাচের শুরুর দিকে দাপুটে ফুটবলই খেলেছেন দেম্বেলে, পেদ্রি, আনসু ফাতিরা। নিষেধাজ্ঞার কারণে রবার্ট লেভানডভস্কি না থাকায় এই ম্যাচে চার মিডফিল্ডার নিয়ে দল সাজিয়েছিলেন জাভি। মাঝমাঠ থেকে বলের জোগান বাড়ায় আক্রমণের সুযোগও তৈরি হয় বেশি। তেমনই এক আক্রমণের ধারায় ২২ মিনিটে গোল পেয়ে যায় বার্সেলোনা। আতলেতিকো রক্ষণের কয়েকজনকে কাটিয়ে বল নিয়ে ডি বক্সে ঢুকে যান পেদ্রি। এরপর বল বাড়ান গাভির দিকে। তিনি অরক্ষিত থাকা দেম্বেলেকে বাড়িয়ে দিলে দূরের পোস্ট দিয়ে বল চলে যায় জালে। প্রথম গোল হজমের পরই অবশ্য ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করে আতলেতিকো। প্রথমার্ধের শেষ দিকে হোসে মারিয়া হিমেনেজের হেড অল্পের জন্য লক্ষ্যে থাকেনি। এর আগে আঁতোয়ান গ্রিজমানের জোরালো শট কর্নারের বিনিময়ে প্রতিহত করেন বার্সেলোনা গোলরক্ষক মার্ক-আন্দ্রে টের স্টেগেন। বিরতির পর দুটি ভালো সুযোগ পেয়েছিলেন দেম্বেলে। তবে কোনোটিই কাজে লাগাতে পারেননি ফরাসি ফরোয়ার্ড। ফেরান তোরেস একবার বল জালে পাঠালেও ছিলেন অফসাইডে। আতলেতিকো অবশ্য পুরো দ্বিতীয়ার্ধেই সমতা নিয়ে আসার সম্ভাবনা জাগিয়ে রেখেছিল। ৮৭ মিনিটে টেন স্টেগেন 'দেয়াল' হয়ে না উঠলে গোল প্রায় পেয়েই যাচ্ছিলেন গ্রিজমান। যোগ করা সময়ে মারামারি করে লাল কার্ড দেখেন বার্সেলোনার তরেস এবং আতলেতিকোর স্তেফান সেভিচ। দুই দলই দশজনে পরিণত হওয়ায় কেউ অবশ্য বাড়তি সুবিধা নিতে পারেননি। নিজেদের জাল অক্ষত রেখে বার্সেলোনা মাঠ ছাড়ে ৩ পয়েন্ট নিয়ে। লিগে ১৬ ম্যাচ শেষে ৪১ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে বার্সেলোনা। সমান ম্যাচে ৩৮ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে রিয়াল মাদ্রিদ। ২৭ পয়েন্ট নিয়ে আতলেতিকোর অবস্থান পাঁচে। সোসিয়েদাদ ও রিয়াল বেতিস আছে যথাক্রমে তিন (৩২ পয়েন্ট) ও চারে (২৮ পয়েন্ট)।

বিশ্বকাপ চলাকালীন ক্রোট সুন্দরী ফুটবলারদের থেকেও 'বিশেষ বার্তা' পেয়েছেন

জাগ্রেব, ৯ জানুয়ারিঃ কাতার বিশ্বকাপের অন্যতম আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন এই সুন্দরী। বিশ্বকাপ শেষ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু তাঁকে নিয়ে উন্মাদনা যেন বিন্দুমাত্র কমেনি। কথা হচ্ছে, ক্রোয়েশিয়ান সুন্দরী মডেল ইভানা নলকে নিয়ে। লাস্যময়ী ইভানা বিশ্বকাপের সময় ছিলেন হটকেক। বিশ্বকাপ শেষ বলে, তাঁকে নিয়ে আলোচনা কমে যাবে তা কী করে হয়! দিন কয়েক আগেই শোনা গিয়েছিল, জনপ্রিয় কানাডিয়ান র‍্যাপার ড্রেক এক্সের সঙ্গে সম্পর্কে রয়েছেন তিনি। এ বার ফের খবরের শিরোনামে ক্রোট মডেল ইভানা। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন, বিশ্বকাপ চলাকালীন ফুটবলারদের কাছ থেকে 'বিশেষ বার্তা' পেয়েছিলেন তিনি। সম্প্রতি বারস্টুল স্পোর্টসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ক্রোয়েশিয়ান সুন্দরী ইভানা নল জানিয়েছেন, বিশ্বকাপ চলাকালীন একাধিক দেশের ফুটবলাররা তাঁকে মেসেজ করেছেন। ইভানার বিস্ফোরক মন্তব্য আলোড়ন ফেলেছে ঠিকই। কিন্তু ইভানা সেই সকল ফুটবলারদের নাম প্রকাশ্যে বলেননি। ক্রোট সুন্দরী মডেল ইভানা বলেন, ''হ্যাঁ! আমার মনে আছে যে কিছু ফুটবলার আমাকে মেসেজ করেছিল 'কেমন আছো...', কিছু ফুটবলার আবার ম্যাচের আগের দিন তার আগের ম্যাচের জন্য ক্ষমাও চেয়েছিল... আমি যদিও তাঁরা হেরে যাওয়া পর্যন্ত উত্তর দিইনি!'' একইসঙ্গে ইভানা জানান, তিনি কোনও ফুটবলারের সঙ্গে বা অন্যদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে আগ্রহী নন। কারণ তিনি জানেন যে তারা কেবল তার আকর্ষণীয় শরীরের জন্যই তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চায়। তিনি আরও বলেন, ''আমি

সবার সঙ্গে মজা করি। আমার ধারণা লোকেরা আমাকে পছন্দ করে কারণ আমি সুন্দর। আমি এখানে কারও সঙ্গে দেখা করতে আগ্রহী নই। আমার উদ্দেশ্য হল মানুষের মুখে হাসি ফোটানো। ব্যাস এটাই।'' উল্লেখ্য, বিশ্বকাপ চলাকালীন শুধু ফুটবলারদের থেকেই নয়, একাধিক ফ্যানেদের মেসেজে ইভানার মেসেজ বক্স ভরে গিয়েছিল। ২৬ বছরের ইভানার বিশ্বকাপের সময় হু হু করে বেড়েছিল ফলোয়ার্স সংখ্যাও। বর্তমানে ইভানার ইন্সটাগ্রাম ফলোয়ার্স সংখ্যা ৩.৬ মিলিয়ন।

আর্জেন্টিনার হয়ে খেলার সময় মেসি বেশি বিপজ্জনক গ্যাভারদিওল

জাগ্রেব, ৯ জানুয়ারিঃ লিওনেল মেসি কী জিনিস, সেটা ইওস্কা গ্যাভারদিওলের চেয়ে ভালো কে বোঝেন! বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ক্রোয়েশিয়ার এই ডিফেন্ডারকে দুবার দুই দিকে টেনে হুলিয়ান আলভারেজের জন্য দারুণ এক গোল বানিয়ে দিয়েছিলেন আর্জেন্টাইন তারকা। গ্যাভারদিওল এবারের বিশ্বকাপের অন্যতম সেরা ডিফেন্ডারই ছিলেন। মেসি আলভারেজের জন্য গোলটি বানিয়ে প্রায় মুখেই তুলে দিয়েছিলেন। তিনি কেবল বলটি জালে ঠেলেছিলেন। অনেকে এবারের বিশ্বকাপে মেসির সেরা মুহূর্তই বলেন ওই অ্যাসিস্টটিকে। আরবি লাইপজিগের এই ক্রোয়াট ডিফেন্ডার মেসি সম্পর্কে দারুণ এক মূল্যায়ন করেছেন। জার্মানির বিল্ড পত্রিকাকে তিনি বলেছেন, ''মেসি যখন আর্জেন্টিনার হয়ে খেলেন, তখন তিনি ক্লাব ফুটবলের চেয়েও বেশি বিপজ্জনক। সে কারণে আর্জেন্টিনার জার্সিতে তাঁকে ঠেকানো বেশি কঠিন।'' কেন, সেটিরও ব্যাখ্যা দিয়েছেন গ্যাভারদিওল, ''আমার মনে হয়, আর্জেন্টিনার জার্সিতে মেসি একটু বেশিই অনুপ্রাণিত থাকেন। পিএসজি বা ক্লাবের মেসি আর আর্জেন্টিনার মেসি সম্পূর্ণ দুটি ভিন্ন সত্তা।'' ডিফেন্ডার হিসেবে মেসিই তাঁর কাছে সেরা ফুটবলার, ''আমি নিজের ফুটবল ক্যারিয়ারে যতজনের বিপক্ষে খেলেছি, তাদের মধ্যে মেসিই সেরা। ছোটখাটো এই মানুষটিকে ঠেকাতে ফাউলই করতে হয়।'' বিশ্বকাপের ক্রোয়েশিয়ার জার্সিতে দুর্দান্ত খেলা গ্যাভারদিওলের দিকে চোখ রেখেছে রিয়াল মাদ্রিদ ও চেলসির মতো ক্লাবগুলো। বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে মেসিকে ঠেকাতে না পারলেও তাঁর যে পারফরম্যান্স, তাতে তিনি ইউরোপের 'এলিট' ক্লাবের প্রস্তাব পেতেই পারেন। রিয়াল বা চেলসির মতো ক্লাবে যোগ দেওয়াটা কেবল সময়েরই ব্যাপার গ্যাভারদিওলের কাছে।

১৭.৩১ মিনিটে ৫ কিমি দৌড়, পাঁচ মাসের গর্ভাবস্থায় রেসিং ট্র্যাকে জার্মান অ্যাথলিট

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

প্রেগনেন্সি কোনও অসুখ নয়। গর্ভাবস্থাতেও সব কিছু সম্ভব। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় গ্র্যান্ড স্লামের মতো মেজর টুর্নামেন্ট জেতা যায়, প্রমাণ করে দিয়েছেন সেরেনা উইলিয়ামস। তা আরও একবার মনে করিয়ে দিলেন স্টিপলচেজে তিন বারের অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন গেসা ক্রাউসে। পাঁচ মাসের গর্ভাবস্থায় ১৭.৩১ মিনিটে ৫ কিমি দৌড়লেন তিনি। এর মাধ্যমে সমাজকে বার্তা দিতে চাইলেন গেসা। তাঁর মতে গর্ভাবস্থা কোনও অসুস্থতা নয়। তিনি একজন অ্যাথলিট। খেলা তাঁর প্যাশন, তাই এর সঙ্গে কোনওমতেই আপোষ করবেন না। তাই পাঁচ মাসের বেবি বাম্প নিয়ে দিব্যি ট্র্যাকে দৌড়লেন। গর্ভাবস্থায় খেলা চালিয়ে গিয়েছেন খেলাধুলোর ইতিহাসে এরকম অ্যাথলিটের নমুনা রয়েছে। তিনবারের

অলিম্পিয়ান জয়ী গেসাও আরও একটি জ্বলন্ত উদাহরণ। জার্মানির বাসিন্দা তিনি। ৩০ বছরের এই জার্মান অ্যাথলিট মা হতে চলেছেন। পাঁচ মাসের প্রেগনেন্সিতেই ১৭ মিনিটে ৫ কিমি রেস করলেন তিনি। তাঁর এই কাজে অবাক গোটা বিশ্ব। সেই সঙ্গেই কুড়িয়ে নিচ্ছেন প্রশংসাও। গেসা শুধু অলিম্পিয়ানই নয়, সেই সঙ্গে ডবল কন্টিনেন্টাল ৩০০০ মিটার স্টিপেলচেস চ্যাম্পিয়নও। গেসার এই কাজে তাঁর ফ্যানরা আবেগে ভাসছেন। জার্মান অ্যাথলিটকে বলতে শোনা যায়, ''আমি প্রেগনেন্ট, অসুস্থ নই।'' গেসা তাঁর খেলার প্রতি ভীষণ রকম প্যাশনেট। তিনি বলেন, ''খেলাধুলোর প্রতি আলাদা ভালবাসা আছে। আমি বিশ্বাস করি, সবটা একসঙ্গে করার পথ চাইলেই বের করা সম্ভব।'' তিনি নাকি ভাবতে পারেননি, এই অবস্থাতেও এতটা দ্রুত দৌড়াতে পারবেন। নিজেকে খুব গর্বিত মনে হচ্ছে। গেসা আরও বলেন, ''আমি এই গর্ভাবস্থার সময়টা উপভোগ করছি। প্রেগনেন্সির প্রথম কয়েক সপ্তাহে মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। সকাল থেকে রাত বিছানায় শুয়ে কাটিয়েছি। এমন অবস্থা হয়েছিল যে আমি বুঝে উঠতে পারতাম না কী খাবো, কী করব। কোনও শক্তি ছিল না। তবে শারীরিক বাধা অতিক্রম করে নিজেকে প্রমাণ করতে পেরেছি।''

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্লাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501